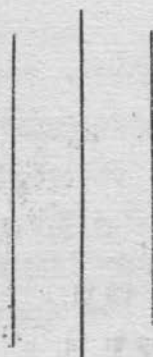


পারমিতা

(বোধিসত্ত্ব-চর্য্যা)



কোশলের অমর কাহিনী বৌদ্ধ গল্প শুদ্ধ ১ম, ২য়
ও ৩য় ভাগ, সীবলী চরিত, যশোধরা, সমবায়
উপাসনা, বৌদ্ধ যোগ সাধনা, পরমার্থ
পরিচিতি, পথের পরিচিতি ও
স্বমেধ তাপস প্রভৃতি

গ্রন্থ প্রণেতা

বিচিত্র কথাশিল্পী

শ্রী সুগত বংশ মহাস্থবির

গল্প সাহিত্য ও বিনয় সূত্র বিশারদ।

**PARAMITA
BA
BODHICHARJA**

গ্রন্থকার ও প্রকাশক :—

শ্রী শ্রুগতবংশ মহাস্থবির,
ঘাটচেক ধর্মামৃত বিহার,
রাজুনীয়া, চট্টগ্রাম ।

পাণ্ডুলিপি সহায়তার :—

ধর্মসেন ভিকু

ও

বিনয়ানন্দ ভিকু,

১ম সংস্করণ :—

ভাদ্র পূর্ণিমা, ১৯৮৭ ইং ,

প্রচ্ছদ :—শ্রী কলাণ মিত্র বড়ুয়া, ।

মুদ্রণে :—শ্রী সত্য প্রসন্ন বড়ুয়া বি, এ

অস্তিত্ব প্রেস,

নজির আহমদ চৌং রোড, চট্টগ্রাম ।

প্রাপ্তিস্থান :—

১ । শ্রীমৎ শীলাচার শাক্তী

নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম ।

২ । ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

নিরাময় হোমিও কার্পেসী,

তবলছড়ি বাজার, রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ।

৩ । শ্রী জ্ঞানজ্যোতি ভিকু

রাজসুন্দরী বৌদ্ধ বিহার,

পার্বত্য চট্টগ্রাম ।

প্রকাশন :— ২০ . ০০ টাকা ।

উৎসর্গ

১৯১৪ ইং খ্রীমৎ শান্তিপদ মহাস্থবির মহোদয় চৈদ্যপুনি বা পুটিভিলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ষাদশ বৎসর বয়সে তিনি ষ-গ্রামে খ্রীমৎ ধর্মানন্দ মহাস্থবিরের নিকট শ্রামণ্য ধর্ম দীক্ষা নেন।

১৯৩৬ ইং মহামুনি পাহাড়তলী পালি কলেজে ত্রিপিটক সাহিত্য অধ্যয়নে আগমন করলে তাঁর সহিত আমার পরিচয় ঘটে। আমরা সতীর্থরূপে সুদীর্ঘ ৫৪ বৎসর কাল সন্ধ্যা উন্নয়নে আত্মনিবেদন করে আসতেছি। '৮৭ ইং আগষ্টের ১৯ তাং ('৯৪ বাং ভাদ্রের ২ তাং) বুধবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় তাঁর আকস্মিক অন্তর্ধান বৌদ্ধ সমাজের একটি নক্সাপাত।

অতএব, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নয়ন কামনার আমার এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তাঁরই উদ্দেশ্যে অর্পণ করলুম।

প্রণতঃ—

সুগত

তথাগতের জীবনচর্য্যা

বুদ্ধ ভগবান যে স্থলে অবস্থান করেন, তাঁর নিজস্ব একটি কর্মস্থলী থাকে, এর নাম বুদ্ধ কুতা ।

পঞ্চাছি ভিক্ষুবে বুদ্ধ কিচ্চং, পুরে ভত্ত কিচ্চং, পচ্চ ভত্ত কিচ্চং, পুরিমা যাম কিচ্চং, মজ্জিমা যাম কিচ্চং, পচ্চিমা যাম কিচ্চং ।

পূর্বাঙ্ক কৃত্যঃ—ভগবান অতি প্রত্যাষে শয্যা পরিত্যাগ করে তাঁর উপাসক-উপাসিকা ও ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের কল্যাণ কামনার ও আপন ভৌতিক দেহের নিরাপত্তার কারণে মুখ-হস্ত-পদাদি ধোঁত করে যাবৎ ভিক্ষা চর্য্যার সময়কাল ধ্যান আসনে উপবেশন করে ধ্যান মগ্ন থাকেন ।

অন্তঃপর ভিক্ষা চর্য্যার সময় হলে উত্তম রূপে চীবর পার্গণন করে পাত্রহস্তে কখনও বা একাকী কখনওবা ভিক্ষুসংঘ সহ গ্রাম অথবা নগরে ভিক্ষাচর্য্যার বের হন । এসময়ে কখনওবা স্বাভাবিক নিয়মে কখনওবা প্রয়োজন বোধে ঋদ্ধিও প্রদর্শন করে থাকেন । তাঁর সাথীরূপে ভিক্ষুসংঘ সময়ে সময়ে পশ্চাৎ অনুসরণ করেন, কখনও বা তিনি একক ভিক্ষায় বের হন ।

তবে যে প্রদেশে বা নগরে ভিক্ষার সংগ্রহে রত থাকেন, প্রকৃতির যুহু মন্দ সমীরণে তথাগতের পুত স্পর্শে পথ-ঘাট পরিষ্কার হয়ে যায় । আকাশোপরি বাদল স্রষ্টি হয়ে পুঙ্কর বৃষ্টি হতে থাকে । অসমতল ভূমি-গুলি সমান হয়ে যায় । তাঁর অলৌকিক ঋদ্ধি প্রভাবে তথাগতের প্রতি পদ বিক্ষেপে এক একটি পদ্ম ফুল ফুটে উঠে । আবার ঐগুলি সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায় । ভগবান বুদ্ধের দেহের দক্ষিণাংশ হতে ষড়্জ্যোতিঃ বিচ্ছু-ড়িত হয় চিত্রকরের তুলি অঁাকা প্রাসাদের ন্যায় নগর ও গ্রামের অসংখ্য

প্রাসাদ অর্ধ শ্রী শোভা ধারণ করে। এক্ষণে পূর্ব সংক্ষেপে গ্রাম ও নগরের হস্তি-অর্থ পণ্ড পক্ষিগণ মধুর শব্দে গুঞ্জন করতে থাকে।

হঠাৎ প্রাকৃতিক পরিবর্তনে নগর ও গ্রামবাসী জনগণের অহরে সারা জাগে নিশ্চয় আজ তথাগত বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষু সংঘ নিয়ে এখানে গ্রাম কিংবা নগরে ভিক্ষায় বের হবেন। তাই তারা ধ্যাসম্ভব আপন গৃহ কর্ম গুষ্ঠিয়ে যথা সময়ে ভিক্ষু সংঘকে পিণ্ডদান করবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।

ভগবান আপন ভিক্ষু সংঘ নিয়ে পথে বের হলে উপাসক উপাসিকাগণ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে উত্তম খাদ্য-ভোজ্য হাতে নিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তথাগত ও ভিক্ষু সংঘকে ভোজন দান করেন। যারা ইচ্ছা করেন তথাগতের কাছে ভিক্ষু সংঘ প্রার্থনা করে আপন সামর্থ্যানুসারে ১০/২০/৫০ জন কিংবা আরও অধিক আপন ঘরে নিয়ে পিণ্ডদান করে থাকেন। আর কেহ বা ভগবানের পাত্র গ্রহণ করে আপন ঘরে নিয়ে প্রজ্ঞাপ্ত অঙ্গনে বসিয়ে উপদেশ খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশন করে থাকেন। অতঃপর ভোজনান্তে উপাসক-উপাসিকাদের শরণ শীলে প্রতিহত করলে কেহ বা শ্রোতাপন্ন হয়ে মার্গফল লাভ করে থাকে। অন্য কারো ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়। কেহ বা প্রব্রজ্য ধর্মে দীক্ষিত হন। তৎপর ভগবান ভিক্ষু সংঘ নিয়ে বিহারে প্রত্যাবর্তন করেন।

অপর্যাহ কৃত্যঃ— পূর্বাহ্ন কৃত্য পরিসমাপ্তির পর ভগবান গন্ধকুটীরে প্রবেশ করেন এবং কিছু সময় ধ্যান অনুশীলন করেন। অতঃপর গন্ধকুটীর হতে বের হয়ে উপস্থান শালার সামনে এগিয়ে গিয়ে পাদ ধৌত করতঃ পাপোষে দাঁড়িয়ে ভিক্ষু সংঘকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে বলেন, ‘ভিক্ষুগণ, তোমরা অপ্রমত্ত সহকারে স্মৃতির অনুশীলন কর “অন্ত-দীপা ভিক্ষাবে বিহরথ অন্ত সরণ অনত্রঃ সরণা। ধম্ম দীপা

ভিক্ষুগণে বিহরণ ধন্য সরণ অনঞ্ঞা সরণা । ভিক্ষুগণ হুল্লভ
 মাদন জীৱন হুল্লভ, কণ সম্পদ হুল্লভ, প্রতাজক জীবন সবচেয়ে হুল্লভ
 সঙ্গী শ্রবণ । অতএব তোমরা আত্মস্থ হয়ে স্মৃতির অনুশীলন কর ।
 তথাগতের একুশ উপদেশ শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ কর্মস্থানের বিষয় ভগবানের
 কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করেন । ভগবান তাদের চরিত্রানুকূল কর্মস্থান প্রদান
 করেন । অতঃপর ভিক্ষুগণ ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করে স্ব স্ব
 মনোনীত স্থানে, কেহ বা অরণ্যে, কেহ বা বৃক্ষমূলে, কেহ বা শন পর্বত
 কন্দরে, কেহ বা দেবলোকে, কেহ বা মার বসবস্তী ভবনে কর্মস্থান ভাবনার
 অস্ত্র চলে যান । অতঃপর পূর্বাহ্ন সময়ে যারা দান দিয়েছেন তাঁরা
 অপরাহ্ন সময়ে সুন্দর বস্ত্র পরিধান করে গন্ধ-পুষ্পাদি হাতে বিহারে সম-
 বেত হতে থাকেন । অনন্তর ভগবান সমবেত জনতার মধ্যে গিয়ে প্রজ্ঞাপ্ত
 গৃহাসনে উপবিষ্ট হয়ে ধর্ম দেণনা করতে থাকেন । তৎপর সন্ধ্যা সমাগতে
 আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে থাকেন ।

পূর্ব ষাম কৃত্য : - ভগবান এভাবে অপরাহ্ন কৃত্য পরিসমাপ্ত
 করে স্নান করবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলে স্নান ঘরে প্রবেশ করে
 থাকেন । সঙ্গে সঙ্গে সেবকগণ জলের ব্যবস্থা করে তথাগতের স্নানের
 শ্রোগেগ করে দেন । তৎপর বুদ্ধ সেবকগণ বুদ্ধাসনখানি গন্ধ কুটীর পরি-
 ষ্ঠানের চত্বরে রেখে দেন । ভগবান সংঘাটি বস্ত্র পরিধান করে কটি
 ধ্যান সুন্দররূপে কোমরে জড়িয়ে উরাসংঘ একাংশ করে তথায় এসে
 উপবেশন করেন । অল্পক্ষণ তথাগত বুদ্ধ বিবেকারামে অবস্থান করার
 সময় ভিক্ষুগণ বিভিন্ন স্থান হতে এসে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে
 নিজস্ব কর্ম স্থানের পরিণাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন । কেহ বা ধর্মীয়
 বিষয় শুনবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন । ভগবান সকলের অভিলাস
 শ্রবণ করবার জন্য ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ দিয়ে থাকেন ।

মধ্যম ষাম কৃত্য: - এভাবে ভিক্ষুগণ পূর্ব ষাম কৃত্য পরিসমাপ্ত

করে ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলে, সমগ্র দশসহস্র লোকপাল দেবগণ অবকাশ পেয়ে ভগবৎ সমীপে উপনীত হয়ে ভগবানকে ধর্মীয় বিষয়ে প্রশ্ন করেন। ভগবান দেবগণের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে মধ্যম যাম সময়টা অতিবাহিত করেন।

পশ্চিম যাম কৃত্য :— রাত্রির পশ্চিম যামকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পূর্বাঙ্ক কৃত্য হতে এঁষাবৎ শরীরের অনবকাশ হেতু শরীরের ক্লান্তি বিনোদনের জন্য রাত্রির পশ্চিম যামের একভাগ চংক্রমণে, দ্বিতীয় ভাগ গন্ধ কুটীতে প্রবেশ করে দক্ষিণ পার্শ্বে সিংহ শয্যায় শয়ন করে শ্রুতি-সহকারে অবস্থান করেন। রাত্রির পশ্চিম অংশে অর্থাৎ উষার প্রাক্কালে পূর্ব-পূর্ব বুদ্ধগণের নিকট দানাদি পুণ্য কর্মের কৃত অধিকার অবলোকন করবার নিমিত্ত সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারা জগত্তের প্রাণীর প্রতি করুণা জ্বাল বিস্তার করে দেখেন। এটাই পশ্চিম যাম কৃত্য। এঁভাবে ভগবান সম্যক সমুদ্র তাঁর প্রাত্যহিক জীবন ধারাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠাক

১। দান পারমী	১
২। শীল পারমী	১৪
৩। নৈষ্কর্মা পারমী	২২
৪। প্রজ্ঞা পারমী	২৭
৫। বোধা পারমী	৩৮
৬। কাস্তি পারমী	৪৬
৭। সত্য পারমী	৫৪
৮। অধিষ্ঠান পারমী	৬৩
৯। মৈত্রী পারমী	৭১
১০। উপেক্ষা পারমী	৭৯
১১। বিমুক্তি সাধনা	৮৮

করে ভগবানকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলে, সমগ্র দশসহস্র লোকপাল দেবগণ অবকাশ পেয়ে ভগবৎ সমীপে উপনীত হয়ে ভগবানকে ধর্মীয় বিষয়ে প্রশ্ন করেন। ভগবান দেবগণের প্রশ্নের উত্তরে প্রদান করে মধ্যম যাম সময়টা অতিবাহিত করেন।

পশ্চিম যাম কৃত্য :— রাত্রির পশ্চিম যামকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। পূর্বাঙ্ক কৃত্য হতে এঁযাবৎ শরীরের অনবকাশ হেতু শরীরের ক্লান্তি বিনোদনের জন্য রাত্রির পশ্চিম যামের একভাগ চক্রমনে, দ্বিতীয় ভাগ গঙ্গা কূটীতে প্রবেশ করে দক্ষিণ পাশে সিংহ শযায় শয়ন করে শ্রুতি-সহকারে অবস্থান করেন। রাত্রির পশ্চিম অংশে অর্থাৎ উষার প্রাক্কালে পূর্ব-পূর্ব বৃদ্ধগণের নিকট দানাদি পুণ্য কর্মের কৃত্ত অধিকার অবলোকন করবার নিমিত্ত সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের দ্বারা অগন্তের প্রাণীর প্রতি করুণা জাল বিস্তার করে দেখেন। এটাই পশ্চিম যাম কৃত্য। এঁভাবে ভগবান সম্যক সমুদ্র তাঁর প্রাত্যহিক জীবন ধারাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন।

দান পারাম্ভ

— ০ —

‘চাগং ভিক্ষুবে নিক্কানস্ অপর নামঃ’

ভিক্ষুগণ ত্যাগের অপর নামটো নির্বাণ।

“সর্ব ত্যাগশ্চ নিক্কানং নির্বানর্থে মে মনো।”

সর্ব ত্যাগই নির্বাণ আমার মন নির্বাণ প্রয়াসী। সুতরাং যদি জগতের সমস্ত বিষয়বস্তু ত্যাগ করার কর্তব্য হয়ে থাকে তা বহুজনের হিতকামনায় দান করাই শ্রেয়। দানের অপর নামইতো নির্বাণ। “দীযতি”তি দানং”, দেওয়া হয় বলেই তাকে দানে বলা হয়। দান নানা প্রকার চেতনা দান, বস্তু দান ইত্যাদি। আট প্রকার কামাবচর কুশল চেতনাকে চেতনা দান বলা। অতীতকালে অনেকার্থে বস্তু দান হয়। যথা— সংপুরুষ দান পাঁচ পুকার (১) শ্রদ্ধাদান—কর্ম এবং কর্মফলের পুতি বিশ্বাস রেখে যে দান দেওয়া হয় তার দ্বারা জন্ম-জন্মান্তরে ভোগ সম্পত্তি ও সুগঠন শরীর লাভ হয়।

(২) সঙ্কর দানং—সংকার পূর্বক দান। সংকার পূর্বক দানের দ্বারা জন্মান্তরে ভোগ সম্পত্তি ও জনসমাজের পুত্র ও দারা পুত্র দাস কর্মচারী আজ্ঞাবহ হয়

(৩) কাল দানের পুভাবে দাতা জন্মান্তরে ভোগ সম্পদ লাভ করে। বিশেষ করে পরলোকগত জ্ঞাতীবর্গের উপকার হয়।

(৪) চিত্তি কত্তং দানং :—স্বার্থহীন বা নিলোভ চিত্তে দান। যা দ্বারা দাতা জন্ম-জন্মান্তরে ভোগ সম্পদ উদার ভাবে লাভ করে নিশ্চিন্ত মনে পুত্র পঞ্চকাম সুখ উপভোগ করতে পারে।

(৫) মেতুচিতে দানং—দাতা জন্ম-জন্মান্তরে ভোগসম্পদ লাভ করে। রাজা, চোর, অগ্নি, অশনিপাত শত্রু দ্বারা সম্পত্তি নষ্ট না হয়। স্বহস্তে দান দেওয়ার মধ্যে দাতার প্রবল কুশল সংস্কার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তিন প্রকার কর্মের মাধ্যমে দাতা কর্ম সৃষ্টি করে থাকে। যখন নিজে কাজ করে তখন তার কায়কর্ম। দাস কর্মচারীকে আদেশ দিলে তা দাতার বাক কর্ম। দানীয় বস্তু দেওয়ার চিন্তা করলে তা দাতার মনো-কর্ম হয়ে থাকে। যখন দাতা ধর্মতঃ লব্ধ বস্তু অদ্বাসহকারে দান করে থাকে তখন তার দানময় পুণ্য কর্ম। যখন দাতা ধর্মতঃ লব্ধ বস্তু আপন কুলনীতি রক্ষার কারণে দান করে তা শীলময় পুণ্য।

অন্য পর্যায়ে, অসকলং দানং, অচিন্তিকতং দানং, অসহ্য দানং, অপবিত্র দানং, অনাগমন দিট্ঠিকো দানং, পাচ পুকার। অচিন্তিকতং দানং, বিস্তলাভ ভোগ অনিচ্ছা, অসহ্য দানং, বিস্তলাভ ব্যবহারে অক্ষম। অপবিত্র দানং, বিস্তলাভ ইচ্ছানুসারে কল ভোগ করতে পারে না। অনাগমন দিট্ঠিকো দানং ; সম্পত্তি লাভ তা অশক্তির মধ্যে পরিভোগ করতে হয়।

আমিষ দান, অভয় দান ধর্মদান ভেদে তিন পুকার।

(১) আমিষ দানং - অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, যান, মালা, গন্ধ দ্রব্য বিলপন, শয্যা, আবাস, পুদ্দীপ, নানা বর্ণের ফুল দান, বর্ণদান। বুদ্ধ পূজা উপলক্ষে যখন ঘণ্টা বাজানো হয়, কীৰ্ত্তনাদি করা হয়, প্রচার মাধ্যমে ধর্ম শ্রবণের জন্ত লোকজনকে জানানো হয়, তখন শব্দ দান। ধূপ, ধূনা দানকে গন্ধ দান বলে। চেয়ার, খাটিয়া দানকে স্পর্শ দান বলে। হুত, নবনিত, ওভালটিন ও দুধ দানকে শক্তি বা বল দান বলে। পর্যায়ক্রমে অন্নদানকে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল, জ্ঞান দান বলে। অসুখের সময় চিকিৎসার ব্যবস্থা করাকে জীবন দান বলা হয়। কোন প্রকার আঘাত পেয়ে আঘাত না করাকে ধন্যাবলম্বন দান বলে। বেখাস্তর

শ্রী-পুত্র দান, মঙ্গল হস্তী দান, এগুলোকে বাহিহিক দান বলে।
 আধ্যাত্মিক দান যাচকের প্রয়োজনে হস্ত, চক্ষু, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান। অঙ্গ-
 প্রত্যঙ্গ উপ-পারামী - শশকের অ -পুত্র্যঙ্গ দান, শিবির রাজার চক্ষু দান
 এগুলো উপ-পারামী। কুখ্যাত প্রাণীকে জীবন দান পরমার্থ পারামী।
 (২. অভয় দানঃ - রাজা, শত্রু, সিংহ, ব্যাঘ্র, হিংস্র জন্তু হতে রক্ষা
 করাকে অভয় দান বলে। তাছাড়া প্রাণীহত্যা বিরত শীলকে অভয়
 দান বলা হয় (৩) ধর্ম দানঃ - কুশল, অকুশল ও চতুরার্য সত্যের
 বিস্তৃতি ব্যাখ্যাকে ধর্মদান বলা হয়। ত্রিরস্মে দান, বুদ্ধ জীবিতাবস্থায়
 তাঁর উপসক-উপসিকাগণ যেভাবে চতুর পুত্র্য দ্বারা সেবা করেন, মৃত্যুর
 পর ভগবানের শারীরিক চৈত্য, উদ্দেশিক চৈত্য ও ধাতু চৈত্যকে
 পুরোধা করে তথাগতের উদ্দেশ্য পূজা-অর্চনা করলে সমান পুণ্যের
 ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তবে দান কর্মের ত্রিবিধ চেতনা আছে। পূর্ব
 চেতনা; প্রজ্ঞতি পর্ব অর্থাৎ দান দেওয়ার জ্ঞান প্রয়োজনীয় দ্রব্য-
 সামগ্রী সংগ্রহ করা, দেওয়ার সময়ে কর্মফলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন
 করে দান কার্য সম্পন্ন করা। তাছাড়া সে দানকার্যকে বার বার
 আপন মনে স্মৃতিচারণ করা। দান দশবিধ পুণ্যকর্মের মধ্যে প্রথম
 স্থানীয় দশবিধ পারমিতার মধ্যে প্রথম। বুদ্ধাকুর সর্বপ্রথম দান
 পারমী পূরণ করেছিলেন। দান পারমীর লক্ষণ হলো,

“অধঃমুখ বারিকুন্ত নিঃশেষিত করি,
 যেমন বমন করে সমুদয় বারি,
 আমাকে তেমনি হার ধনপুত্র দারা,
 যশমান নিজ দেহ হয়ে আগ্নহারা
 বিলাইতে হইবে নিঃশেষ করিয়া,
 সমাগত যাচকেরে দয়ার্জি হইয়া
 লাভ করি বোধিজ্ঞান বোধিক্রম মূলে,

তাহা বিলাসিয়া দেব মানব সকলে
 এই মহা আদর্শ আমি করিয়া গ্রহণ
 চালাব জীবন মোর গড়িব জীবন।

দান পারমী পুরণে বোধিসত্ত্বের তাগণীলতা। বসুন্তে গিয়ে জানিগণ
 বলেন — জীব কল্যাণে তিনি তাঁর অনন্ত জীবনে সাগরের জলের চেয়ে
 বেশী রক্ত দান করেছেন। সসাগরা পৃথিবীর সমান মাংস দান করেছেন।
 সিনের পর্বত সমন তিনি মস্তক দান করেছেন। আকাশের তারকার
 চেয়ে বেশী চক্ষুদান করেছেন। অতএব,

“নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান

ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।’

দান পারমী পুরণে শঙ্খ ব্রাহ্মণের কথা। সে অনেকদিন অতীতের
 কাহিনী। আমাদের বোধিসত্ত্ব এক সময় বারাণসী নগরের এক প্রান্তে
 একটি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। সে সময়ে বারাণসীর
 নাম ছিল ‘মৌলিনী নগর।’ ব্রাহ্মণ কুমারের নাম রাখা হয়েছিল শঙ্খ
 ব্রাহ্মণ কুমার। তিনি প্রাপ্ত বয়সে তত্ত্বশীলায় গমন করে ব্রাহ্মণ শিল্পে
 সুশিক্ষা লাভ করলে তাকে তার মাতা-পিতা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর-
 লেন। তাদের পরিবারের আশী কোটি টাকার সম্পদ লাভ করলেন।
 তিনি দান ধর্মে উদার ছিলেন। কক্ষলের প্রতি তার অটল বিশ্বাস
 ছিল। তাই তিনি আপন নগরে চারটি দান চক্র নির্মাণ করে প্রতিদিন
 লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দীন-দুঃখী ভিখারীকে চতুঃপ্রত্যয় দান
 করতেন। এভাবে দীর্ঘদিন দানকার্য চলার পর তার সম্পত্তি ক্ষয় অমুহূত
 হওয়ার তিনি বাণিজ্য ব্যপদেশে সমুদ্রের অপর পারে যাবার সংকল্প
 পোষণ করে তার স্ত্রী-পুত্রকে আহ্বান করে বললেন, “বাপু সকল, এভাবে
 এক নাগারে দানকার্য চলতে থাকলে সম্পত্তি ক্ষয় হয়ে যাবে। অতএব,
 দান ধর্মকে সচল রাখতে হলে তার সম্পত্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে।

আমার পরিবারে যারা আছেন তাঁরা দান কার্যে ত্রুটি থাকে না আর আমি দান সংগ্রহের জন্য বহিঃদেশে গমন করবো। শঙ্খ ত্রাক্ষণ এভাবে আপন পরিবার পরিজনদের সহিত সন্না পরামর্শ করে নির্বাচিত সময়ে পণ্য বোঝাই করে বাণিজ্য করার জন্য সমুদ্র যাত্রায় প্রস্তুত হলে সে সময়ে গন্ধমাদন পর্বতে একজন প্রত্যেক বৃদ্ধ নিরোধ সম্পত্তি ধান পরিচালনা করে চিহ্ন করলেন — আজ আমি কার উপকার করবো। তার জ্ঞান দৃষ্টিতে শঙ্খ ত্রাক্ষণ পতিত হয়।

সাধারণতঃ শাস্ত্রে চার প্রকার বিমুক্ত পুরুষের কথা উল্লেখ আছে।

(১) সম্যক সমুদ্র :— যারা নিজে বিমুক্ত হয়ে অন্যকে বিমুক্ত হবার পথ নির্দেশ করেন।

(২) প্রত্যেক বৃদ্ধ :— যারা কেবল নিজে বিমুক্ত হয়ে ক্লেশ ছিন্ন করে থাকেন

৩ আবদ্ধ বৃদ্ধ :— যে সব মহাপুরুষগণ সম্যক সমুদ্র শাসনে উৎপন্ন হয়ে আপন অনন্ত জীবনে ক্লেশ রাশি ছিন্ন করে থাকেন।

(৪) অনুবৃদ্ধ :— যারা বৃদ্ধ শাসনে উৎপন্ন হয়ে পারমিতা অনুশীলনে সংস্কার সৃষ্টি করে থাকেন।

প্রত্যেক বৃদ্ধ শঙ্খ ত্রাক্ষণের অন্তর্দৃষ্টি অবলোকন করে তাঁর নিরাপত্তার কারণে আকাশ পথে উড্ডীন হয়ে শঙ্খ ত্রাক্ষণের সমুদীন হলে ত্রাক্ষণ আনন্দে আপন ব্যবহৃত ছাতা ও জুতা ছোড়া সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রত্যেক বৃদ্ধকে দান করেন। অতঃপর ত্রাক্ষণ আপন পরিচারককে নিয়ে সমুদ্রে যাত্রা করেন। সপ্তাহকাল প্রবল বেগে নৌ চলায় পর হঠাৎ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। ত্রাক্ষণ এ অসহায় অবস্থায় ধৈর্য্যচ্যুত না হইবে উত্তমরূপে শর্করা ও হৃত পান করে পোস্ত খানির মাংসে আরাহণ করেন এবং তার একজন বিশ্বস্ত দাসকে হৃত ও শর্করা পান করায় মাংসের উপরিভাগে নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যে নৌ-খানি ভগ্ন হওয়ার কারণে অনেক মৃত

ও কচ্ছপ প্রভৃতি জমায়েত হয়ে নৌ-যাত্রীদের ভক্ষণ করতে শুরু করলে সমুদ্রের জল রক্তে লালে লাল হয়ে গেল। মংস্ত্র, কচ্ছপ, হ্যাগস প্রভৃতির ডাঙবলীলার ভয় নৌকার হৈ চৈ পড়ে গেল। ব্রাহ্মণ কুমার স্থিতিশীল। তিনি তার দাস সহ এক লাফ দিয়ে মংস্ত্র-কচ্ছপের বাহিরে গড়িয়ে গেল।

তার পর হাত সপ্তাহ কাল সমুদ্রে ভাসতেছিলেন। পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে দেখা দিল। তিনি চাঁদ দর্শনে মনে করলেন, আগামী কাল পূর্ণিমার দিন। অতএব তাকে উপোসথ শীল অধিষ্ঠান করতে হবে। সে লোনা জলে মুখ ধোঁত করে আর্ষ অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল অধিষ্ঠান করলেন। সে সময়ে মনি রেখনা নাম্নী একজন দেবীর উপর সমুদ্র রক্ষার ভার ছিল। যারা জগতে মাতৃ, পিতৃ, ভক্ত, তারা যদি সমুদ্রে ডুবে মরে তবে দেব সমাজে এ দেবী তৎজনে দায়ী থাকবে। সে দেবী দেব সমাজে যোগদান করায় সে সমুদ্রের পতি দূকপাত করতে পারেন নাই। সপ্তাহ পরে এসে দেখেন সমুদ্রে একজন মহাপুরুষ বিপদাপন্ন। তাই সে শব্দ ব্রাহ্মণকে সন্ধান করে বলেন, “মহাত্মন, আপনার জন্য আমি দেবসভা হতে সূচা সংগ্রহ করে এনেছি। আপনি যথা ইচ্ছা পরিভোগ করুন। এতে আপন'র শারীরিক জড়তা নষ্ট হয়ে শরীর সতেজ হবে আপনি তা যথা ইচ্ছা পরিভোগ করুন তার উত্তরে ব্রাহ্মণ বলেন, “মারিষ, আমি আপাততঃ উপোসথ শীল অধিষ্ঠান করেছি। আমার পক্ষে আর বিকাল ভোজন করা সম্ভব নয়। আমি যে উপোসথী ”

শব্দ ব্রাহ্মণের পাশে তাঁর কর্মচারী ছিল সে চিন্তা করল, ‘আমার মনিব ব্রাহ্মণ স্থিতিধী। মৃত্যুকে সে ভয় করেনা। অথচ জগতে এমন কোন লোক নাই মৃত্যুর সহিত পাণ্ডা দিতে পারে। তাই আজ ব্রাহ্মণ কুমার মৃত্যুভয়ে প্রলাপ করতেছে বোধ হয়। দাস কর্মচারী আপন মনিবকে উপলক্ষ করে বলেন, “মানাধর, আমরা বিগত একটি

সপ্তাহ এ সমুদ্রে অবস্থান করিতেছি। এর পারাপার নাই। এ সমুদ্র-গর্ভ জনশূন্য। আপনি কার সাথে আলাপে রত আছেন?’ ব্রাহ্মণ বলেন, আমার সামনে একজন দেবী আত্মপ্রকাশ করে আছেন। আমি যে তার সহিত আলাপে রত আছি এ ব্যক্তি তা জানেনা। সে যা হউক তার সাথে বাক্য বিনিময় করে দেখি তিনি আমার উপকার করতে পারেন কিনা। অতপর ব্রাহ্মণ বলেন, “দেবী আমার ভক্ত মুখা সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন, খাও খাও বলে আপায়ন করিতেছেন। ইহা কি আমার পূণ্য-ফল, না আপনার অনুগ্রহ?’ দেবী বলেন, “ব্রাহ্মণ আপনি যখন ব্যবসা করার নিমিত্ত সমুদ্রে যাত্রা করেছিলেন সে সময়ে এতোক বন্ধকে ছাড়া ও জুতা দান করেছিলেন। তারই পুণ্যের ফলে আমার এ সদিচ্ছা অগ্রস্ত হয়েছে।” ব্রাহ্মণ বলেন, “তাই যদি হয়ে থাকে আপনিতো আমাকে পিতৃ-মি বারাগসীতে নিয়ে যেতে পারেন এবং আমার দৈন্যতা ঘুছিয়ে দিতে পারেন।” দেবী বলেন, “ব্রাহ্মণ, তাই হবে, আপনি অপেক্ষা করুন।

তখন সমুদ্র রক্ষী দেবী একখানা নৌযান সজ্জিত করে তাতে সপ্তরত্ন ভরপুর করলেন এবং তাকে বল্লেন, “আপনি এ নৌযানে আরোহণ করুন।” তখন ব্রাহ্মণ বলেন, “আমার দাসকর্তৃত্ব কি হবে?” তখন দেবী বল্লেন, “সে তো সদিচ্ছা সম্পন্ন নূর। তাকে আপনি আপনার পূণ্যাংশ দান করুন।” অতঃপর ব্রাহ্মণ তাকে আপন পূণ্যাংশ দান করলেন। এতে দুজন পূণ্যবান হলে দেবী উভয়কে নৌগানে আরোহণ করিয়ে বারাগসীর আপন বাস্তুভিটার প্রেরণ করে দেবী জাহানে প্রস্থান করে-ছিলেন

দান পারমী পুরাণ অকীৰ্ত্তি ব্রাহ্মণ কাহিনী

বারাগসীর এক বিলবশালী ব্রাহ্মণ কুলের ছেলের নাম রাখা হয়েছিল অকীৰ্ত্তি ব্রাহ্মণ কুমার। প্রাপ্ত বয়সে বাবতীর ভার্য্য বিদ্যার যোগ্যতা লাভ করলে তাকে তার মাতা পিতা সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করেন

কিন্তু তিনি ছিলেন সংসার বিয়োগী। তাই সংসারের প্রতি নিস্পৃহ হয়ে তিনি প্রজ্ঞাজ্ঞ ধর্ম অবলম্বন করেছিলেন। তার অভিনিষেক্রমণে অনেক লোক গৃহাভিনিষেক্রমণ করল। এতে তার জনবহুল জীবন যাপনে ধ্যান উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি হওয়ার নদীর অপর তীরে কাবেরী পট্টন দীপে চলে যান এবং একটি কান বৃক্ষে অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ ও তপস্চর্যা আরম্ভ করেন। তিনি কান বৃক্ষের পত্র পল্লব সিদ্ধ করে আপন ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করতেন। তার ধ্যান তেজে দেবরাজ ইন্দের আসন উত্তপ্ত হয়ে যায়। এসব কারণে অনেক সময়ে দেবরাজের আয়ুর্হাতি ঘটে। তাই দেবরাজ সন্তুষ্ট হয়ে পড়েন এবং তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অকীর্তি ব্রাহ্মণের ধ্যান-সাধনার বিষয় অবগত হয়ে তাকে পরীক্ষা করার জন্য তিন দিন তার সিদ্ধ পত্রপল্লব দান গ্রহণ করেন। তারপর তাকে বিজ্ঞাসাবাদ করেন, “ব্রাহ্মণ, আপনার এত তপস্যার কারণ কি?” তখন ব্রাহ্মণ বলেন, “আমার সমগ্র সাধনার মূল উদ্দেশ্য সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ করা।” দেবরাজ বোধিসত্ত্বের এ উক্ত সংকল্পের বিষয় অবগত হয়ে কান বৃক্ষে ওষধি-শক্তি প্রদর্শন করে আপন পথে প্রস্থান করেন বোধিসত্ত্ব সে জীবনেও দান পারমী পূর্ণ করেছিলেন।

দান পারমী পরিপূরণে শশ পণ্ডিত জাতক

আরেকবার আমাদের বোধিসত্ত্ব তার জীবন চলার পথে শশক কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন প্রতিবেশী হিসাবে তার আরও দু'জন বন্ধু ছিল। একটি শূগল ও অপরটি উদবিড়াল। তারা তিনটি প্রাণী এক জায়গায় বসতি করে আপন আপন জীবিকা নির্বাহ করে বহুক্ষেপে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাদের পরস্পরের সখ্যতা ছিল তারা একে অপরের উপদেশ মেনে চলতেন। তাদের মধ্যে মুখ্য ছিলো শশক পণ্ডিত। প্রতি পনের দিন অন্তর তারা উপোস্থ-

শীল অধিষ্ঠান করতেন। এক সময় চন্দ্র অবলোকন করে শশক পণ্ডিত বললেন, “বন্ধুগণ, আগামীকাল উপোসথ অধিষ্ঠানের নমস্। অতএব আমরা সকলে মিলে একসাথে এক জায়গায় উপবেশন করে আমাদের সময় ক্ষেপন করতে হবে। তোমরা সকলে আগামীকালের জন্ত নিগ্রহ আহ্বারের ব্যবস্থা কর। উপোসথ দিনে তোমরা উপোসথ শীল রক্ষা করে চলবে। এতে শৃগাল আগামী দিনের আহ্বার সংগ্রহ করতে গিয়ে এক কৃষকের রক্ষিত ভাতের মোচা ও দধি সংগ্রহ করে নিয়ে আসলো। উদ্‌বিড়াল এক মংস্ত্রীকীর মাটির নীচে পোতা মংস্ত্র সংগ্রহ করে তৎপর দিবসের আহ্বারের ব্যবস্থা করেন কিন্তু শশক তৎপর দিবসের জন্ত আহ্বার সংগ্রহ না করে নিজেই দান মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে উপোসথ শীল অধিষ্ঠান করলেন এই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে কেউ যদি কোন অংশ প্রার্থনা করে, তাহলে আমি তা দান করতে প্রস্তুত থাকবো। তার এ অধিষ্ঠানের বিষয় দেবরাজ ইন্দ্রের অবগত হওয়ার তাকে পরীক্ষা করবার জন্তে ব্রাহ্মণ বেশে প্রথমতঃ শৃগালের কাছে উপস্থিত হয়ে বল্লো, “আগামীকাল যদি আমার আহ্বারের সংস্থান হয় আমি উপোসথ প্রতিপালন করবো।” শৃগাল বল্লো, “আমার ওখানে ভাতের মোচা ও দধি আছে, যদি ইচ্ছে কর তাহলে তুমি এগুলো পরিভোগ করে উপোসথ প্রতিপালন করতে পার।” সে বল্লো, “থাক্, আমি আস্তেছি।” তারপর গেল উদ্‌বিড়ালের কাছে। তাকে বল্লো, “আমি উপোসথ পালন করবো, তুমি কিছু খাবার দেবে?” সে বল্লো, “আমার ওখানে মংস্ত্র সংগৃহীত আছে। যদি ইচ্ছা কর, ওগুলো ভোজন করে উপোসথ প্রতিপালন করতে পার।” সে বল্লো, “থাক্, আমি আস্তেছি। তারপর গেল ব্রাহ্মণ শশক পণ্ডিতে কাছে। তাঁকে বল্লেন, আমি যদি কিছু খেতে পারি, তাহলে আমি উপোসথ পালন করবো।” তখন শশক পণ্ডিত বল্লেন,

‘মহাশয়, আপনাকে দেবার মত খাদ্য আমার কিছু নেই, তবে আপনি আগুন জ্বালুন। এতে আমি আত্মহুতি দেব। আপনি আমার সিদ্ধ মাংস খাবেন।’ দেবরাজ তার পরীকার জ্ঞাত কৃত্রিম আগুন সৃষ্টি করলেন। শশক তাতে আত্মবিসর্জন দিয়ে দেখলেন, অগ্নির দাহিকা শক্তি নেই। শশক তখন বললেন, ‘মহাশয়, আগুনের দাহিকা শক্তি নেই, ব্যাপারটা কি?’

তখন দেবরাজ বললেন ‘আমি তোমাকে পরীক্ষা করবার জ্ঞাত কৃত্রিম অগ্নি সৃষ্টি করেছি। তুমি সিদ্ধ মনোরথ, তোমার স্মৃতি চিহ্ন কল্পকাল শশধরে অংকিত থাকবে — এ কল বুদ্ধাংকুরের দান পারমী।’

ঃ দান পারমী পরিপুরণে শিবিরাজের চক্ষুদান :

সে অনেক দিন অতীতের কথা। অরুণিপুর নগরে শিবি রাজা নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তখন আমাদের বোধিসত্ত্ব শিবি রাজের অগ্রম হৃদীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করলে তাকে রাজোচিত আহার বিহার ও রাজদায় মর্যাদায় প্রতিপালন করতেছিলেন। তার নামকরণ করা হয় শিবি রাজ কুমার। তাকে প্রাপ্ত বয়সে তৎকালীয় প্রেরণ ও বিশ্ব-বিখ্যাত আচার্য্যের যাবতীয় শিল্পশাস্ত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞান শ্রুতিকা লাভ করে আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলে ষোল বৎসর বয়সে রাজ সন্মানে ভূষিত করেন। আর তিনিও দশবিধ রাজধর্ম রক্ষা করে রাজ্য পরিচালনা করতেছিলেন। তার সাম্রাজ্যে ছয়টি দান চক্র তৈরী করে দৈনিক ছয় লক্ষ টাক ব্যয় করে দীন, দুঃখী ও শ্রমণ ব্রাহ্মণদেরকে দান করা হত। প্রতি পনের দিন উপোসথ শীল অধিষ্ঠান করে দানশালা পরি-ক্রমা করতেন। একদা পূর্ণিমা দিবসে তার মনের মধ্যে বিতর্ক উৎপন্ন হয় যে, তিনি দীর্ঘদিন নানা প্রকারে বাহ্যিক বস্তু দান করেছেন। কোন যাচককে রিক্ত হস্তে তার সম্মুখ হতে কেবল যেতে হয় নাই। তবে তিনি কোনদিন আধ্যাত্মিক বস্তু দান করেন নাই। তিনি

নিজেকে দীনমুখে ঠেলে দিয়ে চিন্তা করলেন, “আজ আমার নিকট যদি কেহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে একটি অঙ্গ প্রার্থনা করে তাহলে তাকে সরল প্রাণে দান করবো।” তার এ অধিষ্ঠানের বিষয় দেবরাজ ইন্দ্র জেনে তাকে পরীক্ষা করবার জন্য ব্রাহ্মণ বেশে তাদের দানশালার সামনে একচক্ষু সম্পন্ন হয়ে যষ্টির উপর ভার করে দাঁড়িয়ে রইলেন। শিবিরাজ কুমার দানশালা পরিভ্রম্য করে সে দানশালার সম্মুখে উপনীত হলে ব্রাহ্মণ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, “মহারাজ, আপনার জয় হউক। আমি একচক্ষু সম্পন্ন ব্রাহ্মণ। আমার একটি চক্ষু নাই। আপনি আমার পৈ অভাব পরিপূর্ণ করুন।” শিবিরাজ চিন্তা করলেন, “আজই আমি আমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দানের সংকল্প করেছি। কাজেই অঙ্গ ব্রাহ্মণ আমার দেহের উত্তম অঙ্গ চক্ষু বাচঞা করতেছে। অতএব আমি তার আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করবো।” রাজকুমার বিধাহীন চিন্তে বল্লেন, আপনি আমার কাছে একটি চক্ষু প্রার্থনা করলেন। আমি আপনাকে দুটি চক্ষু দান করতেছি।” রাজকুমারের এ অদ্বুত সংকল্পে রাজ্যের প্রধান অমাত্য ও প্রজাগণ তার জোর প্রতিবাদ জানালেন। “রাজন! আপনার রাজ্যে অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে হস্তী, ঘোড়া, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি আপনি যে সংকল্প পোষণ করেছেন, এসব বিষয় ইতিপূর্বে কেউ পোষণ করে নাই এবং ভবিষ্যতেও কেউ করবে না। এতে আপনি রাজশ্রী-ভ্রষ্ট হবেন। কিন্তু শিবিরাজ এ সংকল্পে অটুট রইলেন। তিনি আপন রাজবৈষ্ঠ জীবককে ডেকে এনে বল্লেন, “জীবক, তুমি আমার উত্তম অঙ্গ চক্ষু দুটি উৎপাটন করে ব্রাহ্মণের চক্ষে বসিয়ে দাও।” তখন জীবক বল্লেন, “রাজন, আপনি এখনও চিন্তা করুন, মানুষের একমাত্র ভরসা চোখ দুটি। চক্ষুহীনের সংসার বিষম অন্ধকার। চক্ষুহীন হলে আপনি রাজশ্রী ভ্রষ্ট হবেন। চোখগুলা দেবেন কি দেবেন না আরও গভীরভাবে চিন্তা করুন।” তখন রাজা বল্লেন, “জীবক, আমি স্থির সংকল্পবদ্ধ। এ দানের দ্বারা সর্বজ্ঞতা

জ্ঞান লাভের সহায় হউক এ পরিকল্পনা নিয়ে সংকল্পবদ্ধ হয়েছি। অতএব তুমি আমার চোখগুলি উপড়িয়ে ত্রাণের চোখে বসিয়ে দাও।’ জীবক তা না করে চোখগুলি উপড়িয়ে রাজহস্তে দিলেন। তখন রাজা আপন চোখগুলো হস্তে গ্রহণ করে বলেন ত্রাণ, আপনি মনে করবেন না যে, আমার চোখগুলো নিতান্ত অপ্রিয় ইহার চেয়ে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান আমার একান্ত কাম্য। তাই সে মহা জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষায় আমার অতি প্রিয় চোখ দু’টি তোমার হাতে অর্পণ করলুম এ পুণ্যের ফলে আমি যেন সর্বজ্ঞ বুদ্ধ হতে পারি।’ ত্রাণ শিবিরাজকে আশিষ প্রদান করলেন। অতঃপর শিবিরাজ তার অমাত্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করে বলেন, আমার প্রিয় দেশবাসীগণ, তোমরা দেখতে পাচ্ছেছা আমি আশাততঃ চক্ষুহীন। অতএব, চক্ষুহীনের সংসার অন্ধকার। আমার আর রাজপ্রাসাদে থাকার অধিকার নাই। আমার জন্ত আর একটি বাসস্থান তৈরী করে দাও। আমার চলাফেরার জন্ত একখানা রজ্জু টাঙ্গিয়ে দাও। আমি যেন নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারি। একটি দাস ঠিক করে দাও, আমাকে তদারক করে আমার বাতে নিরপাণ্ডার ব্যবস্থা করে।’ এভাবে রাজা একটি বৎসর অতিক্রম করার পর তার মনে বিতর্ক উৎপন্ন হলো, “আমি অন্ধ হয়ে আর কতদিন বেঁচে থাকবো। আমার সংসার জীবন নিতান্ত হতাশা ব্যঞ্জক। অতএব আমার মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ।” রাজার এরূপ বিতর্ক চিন্তা দেবরাজের গোচরীভূত হলে দেবরাজ পুনরায় তার নিকট উপনীত হলেন। তখন শিবিরাজ দূর হতে তাঁর আগমন সংকেত উপলব্ধি করে বলেন, “মারিশ, আপনি কে?” দেবরাজ বলেন, “আমি দেবরাজ।” দেবরাজ তার সহিত আলাপকালে বলেন, “আপনি কি অন্ধ বলে মৃত্যু কামনা করতেছেন?” শিবিরাজ বলেন, “হঁ।”। তৎপরে দেবরাজ বলেন, “আপনি সত্যক্রিয়া করুন। আপনি যদি সদিচ্ছা প্রসূত হয়ে সর্বজ্ঞতা কামনায় এ চক্ষু দান করে থাকেন, তাহলে আপনার দিব্যচক্ষু

লাভ হউক।” তিনি সত্যক্রিয়া করার তার প্রথমতঃ একটি দিব্যচক্ষু লাভ হয়। তারপর শিবিরাজ বলেন, “ব্রাহ্মণ তার কাছে একটি চক্ষু প্রার্থনা করেছিল। তার বিনিময়ে শিবিরাজ দু’টি চক্ষু দান করেছেন। এ সত্যক্রিয়ার তার দ্বিতীয় দিব্যচক্ষু লাভ হউক” এতে শিবিরাজের দু’টি দিব্যচক্ষু লাভ হয়েছিল। তৎপর শিবিরাজ তার অমাত্য বর্ণ দেশবাসীকে সম্মিলিত করে বলেন, “হে আমার প্রজাবর্গ ও নগরবাসিগণ, আমার দিব্যচক্ষু দর্শন করে তোমাদের কি আনন্দ হচ্ছে না? এষে আমার দুষ্ট-ধর্ম-বেদনীয় কর্মের ফল। অতএব দান করে ভোজন করা বৃদ্ধিমানের কাজ। এতে আরু, বর্ণ, মুখ, বল, জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।”

“মানুষ মরণশীল জীবনে তাহার

ভ্যাগ হতে শ্রেষ্ঠ গুণ নাহি আছে আর,

ব্রাহ্মণ মানুষে চক্ষু করিহু অর্পণ

অমানুষ চক্ষু তাই পাইহু এখন।

দেখিয়া শিবিরাজ্যবাসিগণ অগ্রে কর

দান, পরে করহ ভোজন,

ভোগ কর যথা শক্তি করি আগে দান

পাইবে প্রশংসা তবে স্বর্গে পাবে স্থান।”

শিবিরাজ এই শ্লোকের দ্বারা রাজ্যবাসীকে উপদেশ দান করেছিলেন।

নিব্বাণং পরমং মুখং

নির্বাণই পরম মুখ।

শীল পারমী

শীলান্তি সমাধি নিয়মো — সমাধি লাভের উপায়কে শীল বলা হয়। এর অর্থ হলো — কায়, বাক্য, মনকে সংযত করা অর্থাৎ কায় সংযম, বাক্য সংযম, মন সংযম, কায়-বাক্য-মন সংযম, ইন্দ্রিয় সংযম, ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, প্রবন্ধনা, প্রভারণা প্রভৃতি মিথ্যা জীবিকা পরিহার করে সত্য ও ন্যায় পথে থেকে জীবিকা নির্বাহ করে জীবন যাপন দ্বারা শীল রক্ষিত হয়ে থাকে। তৎজ্ঞাত ইহাকে সমাধি নিয়ম বলা হয়। এতে উচ্ছৃঙ্খল জীবনের পরাজয় ঘটে এবং অনাকুল কর্ম বা শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন সুন্দর ও জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে সক্ষম হয়। তৎজ্ঞাত বৌদ্ধ ধর্মের আদি বলায় হল শীল। সাধা-রণতঃ শীল দুই প্রকার। যথা :— চারিত্র শীল ও বারিত্র শীল।

চারিত্র শীল :— পূজনীয় ব্যক্তিকে পূজা, সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান, মাতা-পিতার সেবা পরিচর্যা, গুরু ব্রত প্রতিব্রত প্রতিপালন, তাঁদের প্রতি সম্মান সংকার— এগুলি চারিত্র শীলের অন্তর্গত।

বারিত্র শীল :— পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশ সুচরিত শীল, প্রতিমোক্খ স'বর শীল প্রভৃতি বারিত্র নামে কথিত আছে। যাকে বিরতি শীল বলে। শীল পালন নির্ভর করে নিস্পৃহতার উপর। যাকে নিকাম বা নৈষ্ক্রম্য বলা হয়

আবার বিরতি শীল তিন প্রকার। যথা :— সম্প্রাপ্ত বিরতি, সমাদান বিরতি, সমুচ্ছেদ বিরতি।

(১) সম্প্রাপ্ত বিরতি :— শ্রদ্ধা, লজ্জা, পাপের প্রতি ভয়ের কারণে যে শীল রক্ষা করা হয়, তা সম্প্রাপ্ত বিরতি।

(২) সমাদান বিরতি :— ভিক্ষু সংঘ হতে শীল গ্রহণ করে অধিষ্ঠান কারণে যে শীল রক্ষা করা হয়, তা সমাদান বিরতি।

(৩) সমুচ্ছেদ বিরতি :— নির্বাণকে অবলম্বন করে চতুরার্য্য সত্য প্রত্যক্ষ দর্শনের মাধ্যমে যে শীল রক্ষা করা হয়, তা সমুচ্ছেদ বিরতি।

(১) ত্রিবিধ দ্বারে প্রাণী হত্যা, চুরি, বাণিজ্য কায়কর্ম বিরতি।

(২) মিথ্যা-লিঙ্গন-কর্কশ-সম্প্রলাপ বাককর্ম বিরতি ।

(৩) অবিজ্ঞা-ব্যাপাদ-মিথ্যা মনোকর্ম বিরতি ।

এভাবে ত্রিবিধ দ্বারে সংযত জীবন যাপনকে শীল বলা হয় ।

পঞ্চশীল, গাহস্থ্য শীল :— পঞ্চশীল, বিরতিশীল এবং গাহস্থ্যশীল ।

পঞ্চশীল :— প্রাণীহত্যা, চুরি, কামে-মিথ্যাচার, তাছাড়া মিথ্যা বলা, মাদক দ্রব্য সেবন এ পঞ্চনীতি সর্বত্র বর্জনীয় । অষ্টশীল, আদিব্রহ্মচর্য শীল, আর্ধ-অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল । প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা, বিকাল ভোজন বর্জন, উচ্চ শয্যা, মহা শয্যা, গন্ধ দ্রব্য বিলেপন প্রভৃতি বিলাস দ্রব্য বর্জন । এসব বিরতিশীল অনুশীলন অধিষ্ঠান করলে উপোসথ শীল রক্ষিত হয় । প্রযুক্তি অমনদের শাস্ত্রে দশশীল গ্রহণের ব্যবস্থা আছে । এগুলি ব্রহ্মচর্যশীল । ভিক্ষুদের জন্ম ২২৭ শীল । চার পারাজিকা, ১৩ সংঘদিসা, ৩০ নিসঙ্গিয়া, ৯২ পাচত্তিয়া, ৭৫ সেথিয়া প্রভৃতি প্রাতিমোক্ স বর শীল । জ্ঞানিগণ বলেন—

“অয়ং পতিট্টা ধরনী বা পানিনং

ইদক্ মূলং কুসলাতি বুদ্ধিয়।

মুখঞ্চ ইদং সর্ব জিনান্ সাসনে

যো সীলক্খঙ্কো বর পাতিমোক্খো ।

মানুষের চলাফেরার স্থান ভূমি বা পৃথিবী । তদ্রূপ বুদ্ধ শাসনের প্রবেশের দ্বার বা পথ হলো, প্রাতিমোক্ সংবর শীল । তৎপর ইন্দ্রিয় সংবর শীল, স্মৃতি সংবর, বীৰ্য্য সংবর, কাস্তি সংবর ।

ইন্দ্রিয় সংবর :— চক্ষুনা সংবর সাধু, সাধু সোতেন সংবর, ভ্রানেন সংবর সাধু, সাধু জিহ্বায় সংবর । চক্ষু শ্রোত, ভ্রান, জিহ্বা সংযত করা ভাল, কায়েন সংবর সাধু, সাধু জিহ্বায় সংবর, মনসচ সংবর সাধু, সাধু সর্বথ সংবর, সর্বথ সবুতো ভিক্ষু সর্বথ হৃক্খ পমুচ্চতি । কায়, জিহ্বা, মন সংযত হলে সমস্ত হৃক্খ হতে মুক্তিলাভ করা যায় প্রত্যয়

প্রতিসেবন জ্ঞান সংবর, তা ছাড়া ভোজন বহু, শয়নাশয়ন, ঔষধ এ চতুর্বিধ প্রত্যয় দ্বারা আশ্রিত জীবনে প্রত্যয় সংমিশ্রিত শীল বলা হয়। সংক্ষেপে প্রজ্ঞার দ্বারা বিচার পূর্বক প্রত্যেকটো উপভোগ্য বিষয় বা ঐষ্য পরিভোগ করায় প্রত্যয় সংমিশ্রিত শীল। এর আশ্রয়ে জীবন রক্ষিত হয়ে থাকে। আর জীবিকার কারণে মংস্থ, মাংস, মদ, বিষ, প্রাণী এ পঞ্চ বাণিজ্য পরিহার করে সং উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করা সম্যক জীবিকা, পাপ ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে অলৌকিক ভাষণ পরিত্যাগ করা, ভিক্ষুগণের পক্ষে নারী পুরুষের সংবাদ সরবরাহ করা শিক্কতা, চিকিৎসা, বাসবা, অবৈধ নীতি পরিহার করা, সং জীবিকায় জীবন গাপন করাকে বলা হয় আজীব পরিশুদ্ধ শীল। দশ সুচরিত শীল দশ কুশল কর্ম পথ, এ শীল প্রতিপালন ও কুংস্ন নিমিত্ত অবলম্বনে ধ্যান লাভ হয়ে থাকে। তজ্জন্তু অষ্টশীলকে আদি ব্রহ্মচর্যা শীল বলা হয়। পঞ্চশীলকে কশ্মিন কালেও লঙ্ঘন করতে নেই। শীতাতপ সহিষ্ণুতা ক্ষান্তি সংবর শীল। উৎপন্ন কাম বিতর্কাদিকে বলা হয় বীর্য সংবর। তাহলে প্রাতিমোক্ সংবর, ইন্দ্রিয় সংবর, জ্ঞান সংবর, ক্ষান্তি সংবর, বীর্য সংবর প্রভৃতি সংবর শীল। শীল পালন ব্যতীত ভিক্ষুসম্বন্ধে বুদ্ধ শাসনে আশ্রয় প্রতিষ্ঠা হয় না। তজ্জন্তু শীল হল বুদ্ধ শাসনে প্রবেশ করার প্রথম পদক্ষেপ আদি কল্যাণ, মূল ভিত্তি। সর্ব পাপসুস অকরণ, যাবতীয় ধনীতি বর্জন। কুসলসুস উপ-সম্পদা অর্থাৎ সমাধি। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমথ বিদর্শন ভাবনা অনু-শীলন করে অর্থাৎ কুংস্ন নিমিত্ত অবলম্বনে সমথ চতু ইধাপথ অবলম্বনে বিদর্শন। চতুরার্য সত্যকে ষোল প্রকারে প্রত্যক্ষ করে নির্বাণ অবলম্বনে সংস্কারের স্বভাব ধর্ম জেনে নির্বাণ সাধা করা হয়, একেই বলে বিদর্শন। এভাবে চিত্তসুস দমতো সাধু চিত্তং দত্তং সুখবহং। উচ্ছৃঙ্খল চিত্তকে দমন করাই মুখজনক কাজ। অতএব দমিত চিত্ত মুখ আহ্বান করে নিয়ে আসে। তবে উপরিউক্ত শীল রক্ষার জন্তু শ্রুতি সাধনার প্রয়োজন।

শ্রুতি সাধনা ব্যাভীত কুশলকে ধরে রাখা যায় না। কারণ সংস্কার জগতে শ্রুতি হ'ল দৌবারিক সদৃশ। শয়নে, ভোজনে, জাগরণে ও চারি ইর্ষাপথে সচেতন থাকলে সহসাত মার্গফল লাভে সমর্থ হয়। শীলবান ব্যক্তির পাঁচ প্রকার সাফল্য ফল লাভ হয়ে থাকে।

- (১) শীলবান ব্যক্তির ভোগ সম্পদ লাভ হয়।
- (২) শীলবান ব্যক্তির চতুর্দিকে কীর্তি শব্দ প্রকাশ হয়ে থাকে।
- (৩) শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র নির্ভয়ে গমনাগমন করে।
- (৪) শীলবান ব্যক্তি শ্রুতি সহকারে মৃত্যুবরণ করে।
- (৫) শীলবান ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে।

সীলেন শ্রুতি যন্তি সীলেন ভোগ সম্পদা
 সীলেন নিববুতিঃ যন্তি তস্মা সীলং বিসোধয়ে
 অতানু বাদাদি ভয়ং বিদ্বং সযতি সব্বসো
 জনেতি কীর্তিং হাসক সীলং সীলবন্তং সদা
 সীলগন্ধ সমগন্ধ কুতো নাম ভবিসৃতি
 যোসমং অনুবাত্তেচ পটিবতেচ বাযতি
 সাসনে কুল পুত্তানং পতিট্টানিথি যং বিনা
 অনিস সা পরিচ্ছেদং তস্স সীলসস কো বদে।
 সগগারোহন সোপানং অঞঞং সীলসমংকুতো
 ছারাং বা পন নিম্বান নগরস্স পবেসনে।
 যেমন চামরী মংগ উপেক্ষি জীবন
 আপন বালধি রক্ষা করে সর্বক্ষণ
 তেমন তুমিও প্রভু জীবনের মায়া
 পরিহরি ছিলে সদা শীল সংরক্ষিয়া
 এইরূপে পরিপূর্ণ করি সর্বশীলে
 সম্বোধি পাইলে পরে বোধিতর মূলে
 এ মহা আদর্শ শাস্তা করিয়া গ্রহণ
 পালন করিব শীল করিব পালন।

শীল পারমী পূরণে চাম্পিয়া নাগরাজ

অঙ্গ আর মগধ রাজ্যের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতেছিল এক সময়ে মগধরাজ অঙ্গরাজ্যের দ্বারা পরাভূত হয়ে শত্রু হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা জলে ডুবে মৃত্যু বরণ করবার জ্ঞান চম্পা নদীতে লাফিয়ে পড়েন। সেই সময়ে নাগরাজ সুরাপানে ব্যস্ত ছিল। মগধরাজ জলের ঘূর্ণিপাকে পড়ে নাগলোকে গিয়ে উপনীত হয়। নাগরাজ তার এক্রূপ অসহায় অবস্থা অবলোকন করে জিজ্ঞাসা করলেন “মহারাজ, আপনার এক্রূপ সন্তুষ্ট হওয়ার কারণ কি?” মগধরাজ বললেন “আমি অঙ্গ-রাজ্যের কাছে পরাজিত হয়ে জলে আত্মপ্রতি দিতে গিয়ে অত্র আগমন করেছি। অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুন।” নাগরাজ তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, “মহারাজ আপনি হতাশ হবেন না। আপনাকে আমি দু’টি রাজ্যের কর্তৃত্ব দান করবো।” নাগরাজ মগধ রাজকে সপ্তাহ কাল আপন নাগলোকে রেখে অতঃপর নাগরাজসহ যুদ্ধ করে অঙ্গরাজকে নিহত করে দু’টি রাজ্যের শাসন ভার অর্পণ করে নাগরাজ আপন নাগলোকে চলে যান।

মগধ রাজ দু’টি রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ কবে বিপুল সম্পদশালী হলে প্রতি মাসে একবার করে চম্পা নদীতে নাগপূজা করতেন।

সেই সময়ে আমাদের বোধিসত্ত্ব মগধ রাজ্যে একটি দরিদ্র পরিবারে মানব সত্ত্ব রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মগধ রাজ্যের এক্রূপ নাগপূজার জয়যাত্রা দর্শন করে পূণ্য সঞ্চয় করে নাগলোকে জন্মগ্রহণ করার বাসনা পোষণ করেন। কালক্রমে নাগলোকে গিয়ে জন্মপরিগ্রহ করলে, আপন নাগদেহ দর্শন করে মনোহীন হন। “নাগকন্যা সুমনাদেবী নাগকুমারের এই অখর্ব দেহগ্রী ও সৌভাগ্য দর্শন করে মনে করলেন—ইনি নিশ্চয় কপস্বয়ী মহাপুরুষ হবেন। আপন ভুল বশতঃ

নগলোকে জন্ম পরিগ্রহ করেছেন। তাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। তখন সে নাগকুমারিগণকে আহ্বান করে বললেন, “তোমরা সালঙ্কারে সুসজ্জিতা হয়ে নাগরাজকুমারের তৃপ্তি সাধনে রত হও। নাগকুমারী সূমনাদেবীর প্রস্তাবনায় ষোড়শ সহস্র নাগকুমারী সমাগত হয়ে নাগকুমারের সন্তুষ্টি সাধন করায় সে নিজের কথা বেমানাম ভুলে পঞ্চ কামগুণে মত্ত হয়ে গেল। এভাবে কিছুদিন চলার পর তার আত্মসম্বিং ফিরে আসল। তিনি নাগদেহ পরিহার করবার জন্য নাগলোকে উপোসথ শীল রক্ষায় তৎপর হলেন। এতে নাগকথাগণ অন্তরায় সৃষ্টি করায় নাগলোক পরিত্যাগ করে মনুষ্যলোকে নদীর ধারে একটি বল্মীক স্থলে লেজ গুটিয়ে মস্তক অবনত করে ধ্যানে নিমগ্ন থাকতেন। নাগরাজের এরূপ বিভূতি দর্শন করে নর-নারিগণ কাতারে কাতারে গিয়ে আপন পুত্র-কন্যার মঙ্গল কামনায় প্রতি অমাবস্থা ও পূর্ণিমা তিথিতে নাগপূজা দিতেন।

একদা এক ব্রাহ্মণ সন্তান তক্ষশীলায় গিয়ে আপন ব্রাহ্মণ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সাধুরের মন্ত্র শিক্ষা করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে-ছিলেন। পথিমধ্যে এই নাগরাজের পূজার ঘটনা দর্শন করে চিন্তা করলেন—আমি বিদ্যা শিক্ষা করে রিক্ত হস্তে দেশে প্রত্যাবর্তন না করে বরং আলম্বায়ন মন্ত্র সহযোগে এই নাগরাজের সহায়তায় কিছু টাকা সঞ্চয় করাই যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব হবে। তাই ব্রাহ্মণ কতক সাপ ধরার বনজ ওষধ সংগ্রহ করে আলম্বায়ন মন্ত্র সাধায়ন করতে করতে নাগরাজের কাছে উপনীত হলে নাগরাজ চিন্তা করলেন—আমি যদি ইচ্ছা করি এখনি নাসাব্রতে ছিটকিয়ে এই ব্রাহ্মণ কুমারকে ধ্বংস করতে পারি। এতে আমার শীল ভঙ্গ হবে। নাগরাজ বরং নিজেকে দান মুখে ঠেলে দিয়ে চিন্তা করলেন—আমি যে অল্প পূর্ণিমা তিথিতে উপোসথ অধিষ্ঠান করেছি আমার অস্থি-মাংস-চর্ম নিঃশেষ হয়ে গেলেও

আমার শীল অধিষ্ঠান ভঙ্গ করব না। এই ব্রাহ্মণ সন্তান আমাকে আপন ইচ্ছানুসারে ব্যবহার করলে আমি এতে বাধা সৃষ্টি করব না।

সে বাছা হউক ব্রাহ্মণকুমার আপন সংগৃহীত সাপ ধরার ঔষধ চর্চন করে খুখু নাগ রাজের দেহে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে মত্ত পুত করে ধরে তার সঠান লম্বা দেহ ছাগ হাড়ের দ্বারা পিঠিয়ে তৎপর তার বিষদাঁতগুলি উপড়িয়ে নিল এবং একটি লতা দ্বারা পেটিকা তৈরী করে সেখানে তাকে ভর্তি করে একটি প্রত্যস্ত গ্রামে গমন করে সাপের খেলা দেখাইয়ে সহস্র টাকা সঞ্চয় করে। তখন সাপুড়ে ব্রাহ্মণ চিন্তা করল, “আমি একটি সাধারণ প্রত্যস্ত গ্রামে খেলা দেখিয়ে সহস্র টাকা রোজগার করলাম। না জানি বারানসী রাজ্যে গমন করলে আমার কত টাকা রোজগার হয় তখন একে হেড়ে দেওয়া হবে। সাপুড়ে ব্রাহ্মণ ক্রমে বারানসী গমন করে আপন অভিপ্রায় বারানসী রাজ্যের কাছে ব্যক্ত করলে রাজা রাজ্যের সর্বত্র টাক পিটিয়ে জানালেন, “আগামীকাল রাজদ্বারে সর্প নৃত্য দর্শন করা হবে। জন সাধারণ সাপের নৃত্যে যোগদান করতে পারবে।” বারানসী রাজ্যের এই ঘোষণা বাণী শ্রবণ করে রাজ্যবাসী প্রজাগণ দলে দলে সমবেত হতেছিল।

এদিকে নাগ কুমারী স্তম্বনাথেশ্বরী তার প্রাণপতি অর্ধরূপে স্বামীর বিপদ আশঙ্কার তিনি নাগ হৃদের জল দর্শন করে উপলব্ধি করলেন— নাগরাজের বিপদ হয়েছে। তাই নাগভবন পরিত্যাগ করে যেখানে তাকে জনসাধারণ পূজা করত, সেখানে উপনীত হয়ে তিনি দর্শন করেন নাগরাজ সাপুড়ের হাতে ধরা পড়েছেন। অতএব তাকে যেখানে নেওয়া হয়েছে সেস্থলে গিয়ে ক্রমে বারানসী উপনীত হয়েছিলেন। সেদিন ছিল রাজ প্রাসাদে সাপুড়ের খেলার প্রথম দিন। রাজা-প্রজাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সাপের খেলা দর্শন করতেন। বারানসী রাজ হঠাৎ উর্দ্ধ্বাশ্রিত অবলোকন করে দর্শন করেন, একটি

দেবকন্তা ক্রন্দনরত আছেন। রাজা আকাশের দিকে দৃকপাত করে জিজ্ঞাসা করলেন—“হে মহীরসী নারী, আপনি দেবী কি মানবী? আপনি কেন ক্রন্দন করিতেছেন? আপনার আত্মপরিচয় প্রদান করুন। যদি সম্ভব হয় আমি আপনাকে উপকার করব।” তখন নাগকন্তা স্মৃনাদেবী বললেন, “রাজন, আপাততঃ বেত্র পেটিকায় যে নাগরাজ আবদ্ধ হয়ে আপনাদের জীড়া দেখিয়ে মনস্তৃষ্টি সাধন করিতেছেন, তিনি আমার স্বামী। তাঁর এমন শক্তি আছে, সাপুড়ের এবং আপনার অপকার করতে পারেন। কিন্তু শীল ভঙ্গ হবার ভয়ে তিনি সেসব কাজে বিরত। আমি আপনার অনুগ্রহে তাঁর মুক্তি কামনা করিতেছি। নাগকন্তা স্মৃনাদেবীর প্রার্থনায় বারাণসী-রাজ সেই সাপুড়ে ব্রাহ্মণ হতে তাঁকে মুক্তি দিলেন

নাগরাজ মুক্তি পেয়ে মনুষ্য দেহ ধারণ করে বারাণসী রাজ্যের সমুখে উপনীত হয়ে বললেন, ‘মাল্যবর, আপনি আমার জীবন লাভের প্রধান সহায় হয়েছেন। আপনাকে আমি সান্ন্যাস প্রার্থনা জানাচ্ছি — আপনি একবার আমাদের নাগলোকে আগমন করুন আমি আপনার যথাযোগ্য সৎকার পূজা করব। বারাণসীরাজ তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করার নাগরাজ দৃঢ়তার সহিত শপথ বাক্য উচ্চারণ করল এবং নাগরাজের আহবানে বারাণসীরাজ নাগলোকে গমন করেন। সপ্তাহকাল নাগরাজের পূজা সৎকার লাভ করার পর অনেক মণি মানিক্য নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। সে জন্মে বোধিসত্ত্ব শীল পারমী পূর্ণ করেছিলেন। এভাবে বোধিসত্ত্ব শঙ্কপালক রুক্ম যুগ জাতক হস্তিনাগ জাতক ও জয়দীপ জাতকে শীল পাণ্ডামী পূরণ করেছিলেন। এভাবে বিভিন্ন জাতকে বোধিসত্ত্ব শীল পূরণ করেছিলেন বলে উল্লেখ আছে।

নৈষ্কৰ্ম্ম গারম্মা

— ০ —

নৈষ্কৰ্ম্ম শব্দের অর্থ হচ্ছে পঞ্চ কাম্য বিষয়ে উদাসীন থেকে নিস্পৃহ হয়ে ব্রহ্মচর্য সাধনায় অভিনিষ্কৰ্ম্মন করে বিবেকপূর্ণ স্থানে ধ্যান অনুশীলন বা পূর্ণাঙ্গ ইন্দ্রিয় সেবার যোগ্যতা সহেও নিলিপ্ত সাধক জীবন যাপন করা। এ যেন আপন জীবনের সঙ্গে হটকারিতা মাত্র। তবে বৈধ ইন্দ্রিয় সেবা অযুক্তিক কিংবা অধৰ্ম নহে। জ্ঞানিগণ কামনা বাসনার কয়েকটি সাক্ষাৎ অগুণ দেখিয়েছেন।

(১) অস্থি কঙ্কাল উপমাকামা বৃত্তা ভগবতা।

কুকুরগণ যেমন মাংসহীন অস্থিখণ্ড আপন দাঁতে দাঁত চাপিয়ে আপন মুখভাস্তুর হতে রক্ত বের করে ঐগুলি গলাধকরণ করে সে মনে করে ‘আমি ঐ অস্থি হতে রক্ত শোষণ করতেছি’। এ তার মিথ্যা ধারণা মাত্র। তার মোহ বা প্রবল তৃষ্ণার ফলিত দোষ।

(২) পুষ্পনস্তাপমা কামা বৃত্তা ভগবতা।

সংসার স্বপ্নবৎ। কখনও কখনও মানুষ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে স্বপ্ন জগতে রাজা, মহারাজা, ধনী, মহাধনী হয়ে সাম্রাজ্য শাসনে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু হঠাৎ জাগ্রত হয়ে সম্মিঃ ফিরে পায় সে যে ছেঁড়া কাঁথায় গা হেলিয়ে দিয়ে শুয়ে আছে। এ হল আমাদের কামনা বাসনার মিথ্যা বিপ্লবাস মাত্র।

(৩) মাংসপেত্ৰ পুমা কামা বৃত্তা ভগবতা।

চিল যখন একখণ্ড মাংস নিয়ে আকাশ পথে উড্ডীন হয় ঐ মাংসখণ্ড পাওয়ার আশায় আরও কয়েকটি চিল তার পিছু ধাওয়া করে। সে যতক্ষণ ঐ মাংসখণ্ড পরিহার না করে তাবৎকাল অথ চিল দ্বারা

আক্রান্ত হয়। তার মুখ হতে তা পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। তজ্জন্তু ভগবান কাম্য বস্তু পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন। এ পঞ্চ কামগুণ পরিহারের জন্য ভগবান অভিনিষ্ক্রম্য বা নৈষক্রম্য সংকল্পের কথা উল্লেখ করেছেন।

দশবিধ গুণধর্মের মধ্যে নৈষ্ক্রম্য সংকল্প তৃতীয় স্থানীয়। তার বোধিসত্ত্ব জীবনে :—

মহারজ্জং হথাগত' খলপিণ্ড' চড্‌ডায়াং,

চজ্জতো ন হোতি লগনং এসা মে নেক্খম্ম পারমী।

সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েও আমি থুথুর মত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করে নিলিপ্ত সন্ন্যাস জীবন যাপন করে ধ্যান অনুশীলনে সময় ক্ষেপণ করেছি। এটাই আমার নৈষ্ক্রম্য পরমী নিলিপ্ত জীবন যাপনের মাধ্যম যোগ বিভূতি ও ধ্যান লাভ করা যায়; যাকে বলা হয় “যোগশ্চিন্তবৃত্তি নিরোধঃ”। যোগা বে জয়তি ভুরি যোগীদের ধ্যান লাভ কালে হলে বৈষয়িক সম্পর্ক পরিহার করে আপন চরিত্রানুকূল কর্মস্থান নির্বাচন করে গুরু বা আচার্য্যের নির্দেশ ক্রমে সমর্থ কি বা বিদর্শন নীতি অনুসারে স'ধনার তৎপর হতে হয়। সমর্থের ধ্যানানুসারে ৪০ প্রকার কর্মস্থানের মধ্যে যে কোন একটি কৃষ্ণ ভাবনা অবলম্বনে ভাবনায় মনোযোগী হতে হয়। সমর্থ চিন্তা হয়ে একটি বিষয়ে চিন্তকে আবদ্ধ করে বার বার ঐগুলি অনুশীলন করার কারণে পরিকর্ম নিমিত্ত পরিকর্ম ধ্যান উদ্‌গ্রহ নিমিত্ত পরিকর্মা ধ্যান প্রতিভাগ নিমিত্তকে ভিত্তি করে অর্পণার ধ্যান উৎপন্ন হয়। এতে প্রথম ধ্যানে বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা লাভ হয় এবং পঞ্চ নীবরণ পরিত্যাগ হয়, যাকে কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, উদ্দচ্ছ, কুচ্ছ, বিচ্ছিকিচ্ছ বলা হয়ে থাকে। তাকে অধিষ্ঠানের মাধ্যমে সবে এগিয়ে যেতে হয়। কাম্য তচোচ নহাক্কচ অ উ'চিচা অবহুস্‌সহ উপহুস্‌সহ শরীরে অশেষ মাংস লোহিতং অর্থাৎ আমার ত্বক, মাংস-স্নায়ু-অস্থি মাংস অবশিষ্ট থাকুক, তথাপি

আমি ধ্যান ভ্রষ্ট হবনা । একে বলে সম্যক প্রধান । এভাবে একের পর এক ধ্যান অঙ্গ পরিপূর্ণ করে কাম বিবিক্ত, অকুশল বিবিক্ত, সবিতর্ক, সবিচার, বিবেকজ্ঞ, প্রীতি মুখ পরায়ন ধ্যান লাভ হয়ে থাকে । দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ, ধ্যান একের পর এক ধ্যানঙ্গ পরিহার করে ধ্যান লাভী হয় । কোন যোগ অনুশীলন কারী যোগী একে যদি স্থূল মনে করে, অনন্ত আকাশকে ভিত্তি করে আকাশ অনন্ত আয়তন, অতঃপর অনন্ত বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে অনন্ত বিজ্ঞান আয়তন, অতঃপর অকিঞ্চন আয়তনকে ভিত্তি করে অকিঞ্চন আয়তন, অতঃপর নৈব সজ্ঞানাসজ্ঞায়তনকে ভিত্তি করে নৈবসজ্ঞানাসজ্ঞায়তন ধ্যান লাভ করে থাকে । রূপাবচর ধ্যান চার অরূপাবচর ধ্যান চার, মোট এই অষ্টসমাপত্তি ধ্যান লাভ করা যেতে পারে, এগুলি লৌকিক ধ্যান । কিন্তু এসব ধ্যান চিরায়ু নয় । মৃত্যুঞ্জয়ী চিরায়ু হতে হলে যোগীকে বিদর্শন ভাবনার পথ বেচে নিতে হয়, যার নাম আত্মদর্শন । শরীরে ছুটি ভাগ । একটি 'নাম' অপরটি 'রূপ' । রূপ হল ১৮ প্রকার কর্মজ্ঞ রূপ । পৃথিবী অগ্নি জল, বায়ু, বর্ণ, গন্ধ, রস, ওষ্ম, পঞ্চপ্রসাদ, ভাব ২, হৃদয়, বস্তু জীবিত, ইন্দ্রিয়, আকাশ । একটিমাত্র মন ৫২ প্রকার মানসিকতা, তন্মধ্যে মন হল প্রধান ।

মনকে চারি ইর্ষ্যা পথে পুরোধা রেখে ৫টি গুণ ধর্মের সমতা রক্ষা করে (শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্ঘ্য, সমাধি প্রজ্ঞা চতুরার্য্য সত্যকে ১৬ প্রকার প্রত্যক্ষ ভূত করে পরিকর্ম উপাচার অনুলোম গোত্রভু জ্ঞান মাগে যে সমুচ্ছেদ জ্ঞান উৎপন্ন হয় তারই নাম স্রোতাপন্ন তাকে বলা হয় বজ্রিরাপুমা ধর্ম এই জ্ঞানে চারদিনের জন্য অপায় গমন বন্ধ হয়ে থাকে । ক্রমে এগিয়ে গিয়ে স্কৃদাগামী, অনাগামী, অরহত, মার্গফল লাভ করে মৃত্যুঞ্জয়ী হওয়া যায় । এই সব জীবন সাধনা নৈক্সমা জীবন সাধনার কলশ্রুতি । কারো যদি নৈবানিক শাস্তি অভিপ্রেত

হয়ে থাকে, তাকে এ পথে এগিয়ে যেতে হবে। তথাগতের জাতক জীবনই তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

— ০ —

নৈষ্কম্য পারমী পুরাণে যুবঞ্জয় কুমার

বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীর রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। নামকরণ দিবসে তার নাম রাখা হয়েছিল যুবঞ্জয় কুমার। রাজা তাকে তক্ষশীলার প্রেরণ করে রাজকীয় যাবতীয় যুদ্ধ বিায়ায় সুশিক্ষা লাভ করার পর সে দেশে প্রত্যাবর্তন করলে বিরাট বারাণসী রাজ্যের কর্তৃত্ব তার হাতে তোলে দেন। একদা রাজা প্রত্যুষকালে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করে নগরে পরিক্রমায় বের হয়ে বৃক্ষাশ্রে শিশির কণা দর্শন করেন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে প্রত্যাবর্তনের সময় ঐ শিশির কণা প্রথর বৌদ্ধতাপে ঝুকিয়ে যায়। কুমার যুবঞ্জয় অমাত্যবর্গের নিকট জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে, ঐ গুলি প্রকৃতির ধর্ম—উৎপন্ন ও ব্যয় স্বভাব বিশিষ্ট।

কুমার যুবঞ্জয় মনে করলেন, "জগতে জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। অতএব একে রদ করা যায় না। আর-মিথ্যা মায়ায় পড়ে সময় ক্ষেপন করা যায় না। এখন আমার পক্ষে আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনাই শ্রেয়। তাই রাজা যুবঞ্জয় সেহুল হতে যাত্রা করে তার অনুচর বর্গ সহ ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে যাত্রা করেন। দেবরাজ ইন্দ্র তার আগমন বার্তা জেনে, তাঁদের নিমিত্ত বিশ্বকর্মা সহযোগে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি আপন পরিষদ সহ আশ্রমে প্রবেশ করে ধ্যান অনুশীলন করে সপ্তাহ কালের মধ্যে পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে আব্রুস্কাল পর্য্যন্ত ধ্যান সুখে কাটিয়ে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক পরায়ন হয়েছিলেন। এ'হল তার নৈষ্কম্য পারমী।

বৈষ্ণৱ্য গারগী পুরাণে অয়ঃঘর কুমার

— ০ —

সে অনেকদিন অতীতের কাহিনী। বাধিসত্ত্বে আর একবার বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্র মহিষীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। তার নাম দেওয়া হয়েছিল অয়ঃঘর কুমার। কারণ ইতিপূর্বে রাজ মহিষীর আরো দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। কোন অজ্ঞাতনামা যক্ষিনী ছেলে দুটিকে উদরসাৎ করেছিল। এ কারণে রাজার তৃতীয় সন্তানের জীবনো নিরাপত্তার কারণে রাণী অস্ত্রবর্ষী হলেই যক্ষের ভয়ে তাকে লোহগৃহ নির্মাণ করে সশস্ত্র পাশাড়া দিয়ে রক্ষা করেছিলেন। রাজমহিষী দশসাস পরে একটি স্বর্ণ কাঙ্ক্ষি সন্তান প্রসব করলে সেখানে তাকে ধাত্রীর ব্যবস্থা করে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিপালন করেছিলেন। রাজপুত্র যখন সুঠাম স্বাস্থ্য লাভ করে ১৬ বৎসরে পদার্পন করে, ইতিমধ্যে যক্ষী বৈশ্রবন রাজার জল বহনের ভার পড়ায় সে স্থলে তার মৃত্যু ঘটে। কিংবদন্তী আছে— যক্ষিনী ইতিপূর্বে অয়ঃঘর কুমারের মাতার সপত্নী ছিল। ইধাপাবশ হয়েই যক্ষিনী রাজার দুটি সন্তান ভক্ষন করেছে। বারানসী রাজা জেনে সুখী হয়েছিলেন— তার ছেলে সুস্বাস্থ্যবান। প্রয়োজন বোধে শত্রুর সহিত পাল্লা দিতে সমর্থ। তাই রাজপুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করবার নিমিত্ত একদিন রাজ পরিষদ বর্গ সহ অয়ঃঘর কুমারের সান্নিধ্যে গমন করে সাড়ম্বরে অভ্যর্থনা করে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়ে নগর পরিক্রমায় বের করেন। কুমার বিগত ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত লোহ ঘরে অবস্থান করে। এ বিচিত্র জগতের সহিত তার আত্মপরিচয় ঘটে নাই। কুমার অন্ধকার গৃহ হতে আলোর সারা পেয়ে স্তম্ভিত হল। তাদের অ্যাপনজন অমাত্যবর্গের কাছে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এতদিন পর্য্যন্ত কেন তাকে অন্ধকার গৃহে

আবহু করে রেখেছে। তারা বলল, কুমারের ইতিপূর্বে দুই ভাই যাকে আশ্রয় করেছিল। জীবনের নিরাপত্তার জন্য রাজ্য তাহাকে এভাবে ১৬ বৎসর পর্যন্ত প্রতিপালন করেছে। তাহার আজ রাজ্য অভিষেকের পালা। কুমার চিন্তা করলেন, 'পিতা আমাকে যকের হাত হতে রক্ষা করেছেন সত্যি, কিন্তু মৃত্যুর হাত হতে এজগতে রক্ষা করবার মত লোক নই।' তখনই তিনি স সাধে বীত প্রজ্ঞ হয়ে সেস্থল হতে অভিনিষ্ক্রমণ করে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনের জ্ঞান সংকল্প পোষণ করে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করেন। অতঃপর হিমালয়ের পাদদেশে গমন করে ক্রম পরিকল্পনা করে ধ্যান উৎপন্ন করে পঞ্চঅভিজ্ঞা ও অষ্টসমাপত্তি ধ্যান লাভ করেছিলেন তৎপর আয়ুষ্কাল জীবিত থেকে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্ৰবাসন হয়েছিলেন ইহা বোধিসত্ত্বের নৈজ্জমা পারমী।

— ০ —

প্রজ্ঞা পারমী

— ০ —

প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ হল প্রজ্ঞান, অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে জানা, বিশেষ ভাবে অবগত হওয়া। তা তিন প্রকার হয়ে থাকে ১। শ্রুতময় জ্ঞান। ২। চিন্তাময় জ্ঞান। ৩। ভাবনাময় জ্ঞান।

শ্রুতময় জ্ঞান : দশবিধ কুশল ধর্মে, অর্থাৎ দান, শীল, ভাবনা, বৈরাগ্য, অপচায়ন, পুণ্যানুমোদন, পুণ্যদান, ধর্মশ্রবণ, ধর্মদেশন, কর্মকল সম্পর্কে যথাযথ ধারণা।

দশবিধ অকুশল কর্ম, প্রাণীহত্যা, চুরি, কামে মিথ্যাচার, মিথ্যা পিশুন, কর্কশ, বাজে কথা, অভিযা, ব্যাপাদ, মানসিক বিদ্বেষ, মিথ্যা ধারণা, মিথ্যা কর্ম, এভাবে কুশল এবং অকুশল, ভাল, মন্দ, ত্রায়,

অত্যাৱ সম্পৰ্কে শ্ৰুতি পৰম্পৰা যে ধাৰণাৱ সৃষ্টি হয়, শ্ৰুতিমৱ প্ৰজ্ঞা ।

চিন্তামৱ জ্ঞান :— এক বা একাধিক বিষয়ে উত্তমৰূপে জেনে শুনে বই পুস্তক শাস্ত্ৰাদি অধ্যয়ন কৰে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাৱ নাম চিন্তামৱ জ্ঞান ।

ভাবনামৱ জ্ঞান :— চল্লিশ প্ৰকাৰ সমৰ্থ ও চল্লিশ প্ৰকাৰ বিদৰ্শন কৰ্মস্থান ভাবনা কৰে লব্ধ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাৱ নাম ভাবনামৱ জ্ঞান ।

তন্মধ্যে পঞ্চকল্প, দ্বাদশ আয়তন, প্ৰতীতা সমুৎপাদ, চতুৰাৰ্থ্য সত্য চাৰিশ্ৰুতি প্ৰস্থান, বাটশ প্ৰকাৰ ইন্দ্ৰিয় ।

ষোল প্ৰকাৰ প্ৰজ্ঞা । যথা :— প্ৰজ্ঞা লাভ, প্ৰজ্ঞাবৃদ্ধি, প্ৰজ্ঞা বিপুলতা, মহাপ্ৰজ্ঞা, পৃথক প্ৰজ্ঞা, বিপুল প্ৰজ্ঞা, গভীৰ প্ৰজ্ঞা, অসমস্ত প্ৰজ্ঞা, ভূৰি প্ৰজ্ঞা, প্ৰজ্ঞা বহুলত, শীঘ্ৰ প্ৰজ্ঞা, লঘু প্ৰজ্ঞা, হ্ৰাস প্ৰজ্ঞা, জ্বন বা গতিশীল প্ৰজ্ঞা তীক্ষ্ণ প্ৰজ্ঞা, ও নিবেদ প্ৰজ্ঞা ।

সপ্ততিংশ বোধি পক্ষীয় ধৰ্মে যে অনিত্য ত্ৰঃখ অনাত্মা ধাৰণা এগুলো প্ৰজ্ঞা পাৰমীৱ অন্তৰ্ভুক্ত ।

যদা ধ্যেয়ম্ ধ্যন্তেহু পাৱগ্ হোতি ব্ৰাহ্মণো,

অৰ্থংস্ সৰ্বে সংযোগা অখং গচ্ছন্তি জানতো ।

ব্ৰাহ্মণ যখন দ্বিবিধ ধৰ্মে অৰ্থাৎ সমথ বিদৰ্শন ধ্যানে পাৱদৰ্শী হন, তখন তাৱ জ্ঞানানুসাৰে জীৱনেৱ সমস্ত সংযোজন অন্তৰ্মিত ও ছিন্ন হয় ।

যস্ পাৱঃ অপাৱঃ বা পাৱাপাৱং ন বিজ্জতি,

বীতদ্ভৱং বিসংযুক্তং তমহং ব্ৰূমি ব্ৰাহ্মণং ।

যাৱ পাৱ ছয় প্ৰকাৰ আধ্যাত্মিক আয়তন, অপাৱ ছয় প্ৰকাৰ বাহ্যিক আয়তন, কিংবা পাৱ এবং অপাৱ উভয়েৱ প্ৰতি যাৱ মমত্ব বোধ নেই, যিনি নিৰ্ভীক অনাসক্ত তাকে আমি ব্ৰাহ্মণ বলি ।

কাংগিঃ বিৰজমাসীনঃ কতকিচ্ছং অনাসবং,

উত্তমখং অনুপপত্তং তমহং ব্ৰূমি ব্ৰাহ্মণং ।

যিনি ধ্যানরত বিরজ রজগুণহীন কৃত কর্তব্য অনাস্রব এবং পরমার্থ সত্য লাভ করেছেন, তাকে আমি ব্রাহ্মণ বলি।

সমথ শব্দের অর্থ হল চিত্তের অকুশল বৃত্তিগুলি ধ্যান দ্বারা নির্বাচিত সময়কাল দক্ষ বা অচল অথবা নিষ্ক্রিয় বা সাম্য করে রাখার নাম সমথ থাকে বিকল্পিত প্রহান বলে। তদঙ্গ প্রহান হল কশল প্রবৃত্তি দ্বারা অকুশল প্রবৃত্তিকে সাময়িক ভাবে দূরে সরিয়ে রাখা।

নখি ঝানং অপঞ্‌ঞস্‌স পঞ্‌ঞসখি অঝায়তো,
যম্‌হি ঝানঞ পঞ্‌ঞা চ সবে নিম্বান সন্তিকে।

অপ্রাজ্ঞের অর্থাৎ বাল ব্যক্তির ধ্যান হয় না। ধ্যানহীনের প্রজ্ঞা হয় না। যার ধ্যান ও প্রজ্ঞা উভয়ই আছে, তিনি নির্বাণের সমীপে অবস্থান করতেছেন। সমথ ভাবনা চল্লিশ প্রকার। দশবিধ ক্লম, মাটি, জল, তেজ, বায়ু, নীল, পীত, লোহিত, ওদাত প্রভৃতি।

সব্বে সঙ্খারা অনিচ্‌চাতি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি,
অথ নিব্বিন্‌সতি ত্বক্ষে এস মগ্‌গো বিমুক্তিয়া।

সমস্ত সংস্কার অনিত্য ইহা যখন লোকে প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করে, তখন তিনি ত্বকের প্রতি বিরাগ প্রাপ্ত হন। এটাই হল বিমুক্তি মার্গ।

সব্বে সঙ্খারা ত্বক্‌খাতি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি,
অথ নিব্বিন্‌সতি ত্বক্ষে এস মগ্‌গো বিমুক্তিয়া।

সকল সংস্কার ত্বৎসময়। ইহা যখন যোগী প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করেন, তখন তিনি ত্বকের প্রতি বিরক্ত হন। ইহাই বিমুক্তির মার্গ।

সব্বে ধম্মা অনাস্রা তি যদা পঞ্‌ঞায় পস্‌সতি,
অথ নিব্বিন্‌সতি ত্বক্ষে এস মগ্‌গো বিমুক্তিয়া।

সকল পদার্থ ধর্ম অনাস্র। ইহা ধ্যানী প্রজ্ঞা দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন। তখন তিনি ত্বকের প্রতি উৎকণ্ঠিত হন। ইহাই বিমুক্তি

লাভের পথ ।

পৃথিবী, মাটি, জল, বায়ু, তেজ প্রভৃতি ছাব্বিশ প্রকার কৰ্ম-স্থানকে ভিত্তি করে পরিকৰ্ম নিমিত্ত পরিকৰ্ম ধ্যান, অতঃপর ধ্যান অনুশীলনের প্রভাবে প্রজ্ঞাপ্তি নিমিত্ত আযত্তিভূত হয়ে উদ্যম নিমিত্ত নিমিত্ত ভিত্তিক উপচার ধ্যান, প্রতিভাগ নিমিত্ত ভিত্তিক উপচার ধ্যান সহযোগে অর্পণা ধ্যান উপর হলে পঞ্চ নীবরণ প্রহীন হয়ে থাকে । এভাবে প্রজ্ঞাপ্তি নিমিত্ত উপচার ধ্যান ও অর্পণা ধ্যান মাত্র লাভ হয়ে থাকে । এভাবে ধ্যানের পর ধ্যান লাভ করার পর চতুর্থ ধ্যান লাভ করা সম্ভব হয় । চারি অরূপ ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানের উপর নির্ভরশীল । চারি রূপ ধ্যান ও চারি অরূপ ধ্যান সর্বসমেত অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান লাভ করলে, এতদ্বারা নির্দিষ্ট সময় ত্রয়লোকে বাস করা সম্ভব হয়ে থাকে পুনঃ আয়ুষ্করে সেখান থেকে চ্যুতি হয় । তবে বিদর্শন ভাবনার দ্বারা সমুদ্রের প্রহাণের মাধ্যমে দশবিধ সংযোজন বা ক্লেশ সমূলে ছেদ হলে, যত্নকে জয় করে যত্নাঞ্জয়ী হতে পারা যায় । দশবিধ সংযোজন ছিন্ন হলে তাহাদিগকে বিমুক্ত পুরুষ বলে । তাদের জীবন হয় ক্লেশমুক্ত । তারা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারেন—

নাভি নন্দামি মরণং নাভি নন্দামি জীবিতং

কালঞ্চ পঠিকঞ্চামি নিক্সিং ভতকোষতা ।

প্রথম ধ্যান অনুশীলনে বিদর্শন ভাবনার দশটি স্তর আছে, এগুলি ক্রমে এগিয়ে যেতে হয় । যেমন :—

১ । সংমর্শন জ্ঞান, ২ । উদয়-বায় জ্ঞান, ৩ । ভগ্ন জ্ঞান, ৪ । ভয় জ্ঞান, ৫ । আদিনব জ্ঞান, ৬ । মক্ষিতু কাম্যতা জ্ঞান, ৮ । পটিসংখ্যা জ্ঞান, ৯ । সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান, ১০ । অনুলোম জ্ঞান ।

সমূহে ত্রিবিধ লক্ষণ আরোপ করে (অনিত্য, দুঃখ, অনাস্বাদ্য) মোটামোটি নামরূপ সম্পর্কে যে জ্ঞান জন্মে তা সংমর্শন জ্ঞান । এই

সংমর্শন জ্ঞান অনুশীলনে ত্রিবিধ লৌকিক পরীক্ষা সমুৎপন্ন হয়।

(ক) জাত পরীক্ষা :—রূপের পবিবর্তন লক্ষণ, অনুভূতি বেদনার লক্ষণ, এভাবে নামরূপের পৃথক পৃথক লক্ষণ জাত হওয়া জাত পরীক্ষা।

(খ) তীরন পরীক্ষা : রূপ অনিত্য তথা বেদনাদি নামরূপে অনিত্যতা নির্ণয় তীরন পরীক্ষা।

(গ) প্রহান পরীক্ষা :—নামরূপকে অনিলা দৃষ্টিতে জাত হয়ে নির্ণয় করবার ফলে ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যক্ত হয়। দুঃখরূপে দেখবার কালে সুখ কল্পনা। অনাত্মা রূপে দর্শন কালে আত্মজ্ঞান ত্যক্ত হয়, এভাবে মিত্য সুখ আত্মজ্ঞান পরিত্যাগই প্রহান পরীক্ষা। পুন বিদর্শনে চল্লিশ প্রকার কর্মস্থান আছে। তবে দশবিধ বিদশন জ্ঞানের মধ্যে সংমর্শনের পরিণতিতে উদয় বায় জ্ঞান উৎপত্তি ও বিনাশ দর্শন করা উদয় বায় জ্ঞানের কাজ। অতীতের কোন পুঞ্জীভূত নামরূপ সংস্কার হতে বর্তমান নামরূপ আসে নাই। বর্তমান নামরূপ বিনাশ হয়ে কোন ভবিষ্যতের জন্ম রাশিকৃত হচ্ছে না। নামরূপ না এসে উৎপন্ন হয়, এসে বিনষ্ট হয়। হেতুবশে উদয়, হেতুবশে বিলয় ঘটছে। যেমন :—বিদ্বাংলতা অদর্শন হতে আসে, পুনঃ অদর্শনে চলে যায়। চক্রমনে পদোত্তলনে, ক্ষেপনে, উদয়-বায় জ্ঞান শিগ্গিরই উৎপন্ন হয়। চতুরাখ্য সত্য সূত্ৰভাবে প্রকাশিত হয়। প্রতীত্য সমুৎপাত প্রকট হয়ে পড়ে। এই বিদর্শন জ্ঞানে নামরূপের স্বরূপ উদ্ঘাটন হয়। সংস্কার সমূহ নিকর হচ্ছে, তা বেশ অনুভব করা যায়। যে সংস্কার জ্ঞানের অগোচর ছিল, তা এখন প্রকট হয়ে বিভাগিতে দক্ষ হতে দেখা যায়।

সুত্রং ঞ্জারং পবিট্ঠস স সস্তাচিত্তস স ভিক্ষুনো,

অমানুসী বাত হোতী সম্মা ধম্মং বিপসসতো।

শূভ্রাগারে প্রবিষ্ট, শাস্ত্র চিত্ত ও সম্মাক ধর্মদর্শনকারী ভিক্ষুর অপার্থিব আনন্দ লাভ হয়ে থাকে।

যতো যতো সম্যসতি স্বকান উদয়ব্ বয়ং,
লভতী পীতিপামোজ্জং অমতং তং বিজ্ঞানতং ।

যখন যিনি স্বক সমূহের উদয় বিলয় ধ্যান করেন, তখন তিনি
অমৃতজ্ঞের (নির্বাণ দর্শীর) প্রীতি ও আনন্দ লাভ করেন ।

দশবিধ বিদর্শন উপক্ৰেশ :—

ওভাসো-পীতি-পস্ সন্ধি অধিমোক্ষ চ পগ্ গহো,
সুখং-ঞানং উপট ঠানং উপেক্ষা চ নিকন্তি চে তি !

সাধক উপলব্ধি করেন — এক জ্যোতি বিকশিত হচ্ছে । এক
অপূর্ব প্রীতি, অনাস্বাদিত পূর্বফল দেহ মনের প্রশান্তি, গলীর শ্রদ্ধা,
প্রবলা কর্মশক্তি, তীক্ষ্ণ স্মৃতি, অন্তর দৃষ্টি অসাধারণ তীব্র ও উৎকর্ষ
উৎপন্ন হচ্ছে ।

উদয় বায় জ্ঞান উৎপন্ন হলে অনিত্যাদি কাকেও বুঝিয়ে দিতে
হয় না । সাধক তা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন । সংস্কার অনুসারে কারো
অনিত্য লক্ষণ, কারো হ্বে লক্ষণ প্রকট হয়ে থাকে, কারো বা অনাস্বা
লক্ষণ প্রকট হয় ।

—: দ্বিবিধ বিমোক্ষ :—

নাম ধাতু, রূপ ধাতু পৃথক পৃথক করে বিশ্লেষণ করার জ্ঞান জন্মিলে
তার দ্বারা যদি চতুরার্য্য সত্য দর্শন হয়ে থাকে, তখন অনিত্যাদিমূলক,
অনিত্যবিমোক্ষদর্শী, হ্বে ভাবনার দ্বারা চিত্তকে সংস্কার ধর্মের প্রতি
বিতৃষ্ণা করে তোলে অপ্রনিহিত বিমোক্ষদর্শী, অনাস্বা ভাবনার দ্বারা
চিত্তকে আশ্রয়ধারণ হতে বিমুক্ত করলে শূন্যতা বিমোক্ষদর্শী পদ লাভ
হয়ে থাকে

—: প্রতিপদা জ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি :—

নয় প্রকার জ্ঞানকে প্রতিপদাজ্ঞান দর্শন বিশুদ্ধি বলে থাকে ।

উপক্লেশ বিমুক্ত উদয় বায় জ্ঞান, ভঙ্গজ্ঞান, ভবজ্ঞান, পুনঃ উদয় বায় জ্ঞান উপক্লেশ বিমুক্ত না। হলে লক্ষণোক্তয়ের সমাক জ্ঞান লাভ হয় না। চতুর্বিধ উপক্লেশের যে কোন একটার দ্বারা উদয় বায়ের প্রতি মনো-নিবেশের বিঘ্ন ঘটে।

: অনুলোম জ্ঞান :

যার মধ্যে স্থিত থেকে উদয় বায় জ্ঞান হতে সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান এই আট প্রকার বিদর্শন জ্ঞানে স্বয়ং কার্য সম্পাদনে সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীর ধর্ম হৃদয়ঙ্গমের অনুকূল, তাই অনুলোম জ্ঞান। এই চিত্ত অবন চিত্তের তৃতীয় স্তর। প্রথম স্তরে এই চিত্তের নাম পরিকর্ম, দ্বিতীয় স্তরে উপাচার, তৃতীয় স্তরে অনুলেম, চতুর্থ স্তরে গোত্রভূ, পঞ্চম স্তরে মার্গচিত্ত, ষষ্ঠ স্তরে ফল চিত্ত, সপ্তম স্তরে দ্বিতীয় ফল চিত্ত। চতুর্বিধ জ্ঞান সম্প্রযুক্ত যে কোন একটি চিত্ত সঙ্কতিতে এই সপ্ত স্তর বিদ্যমান থাকে। অনুলোম জ্ঞান দ্বারা অন্ত্যন্ত বিদর্শন জ্ঞানের গতিবিধি লক্ষ্য করার ফলে, যোগীর শব্দ বলবতী হয়, বীর্ঘা স্পষ্ট হয়, স্মৃতি স্থির হয়, চিত্ত সমাহিত হয়, সংস্কার উপেক্ষা জ্ঞান তীক্ষ্ণতর হয়। অনুলোম জ্ঞানের দ্বারা সত্য প্রতিচ্ছাদক ক্লেশ অন্ধকার দূরীভূত হয়। কিন্তু এতেও মার্গ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

: জ্ঞান দর্শন বিগুপ্তি :

অনুলোম জ্ঞানের পর গোত্রভূ জ্ঞান, ইহা প্রতিপদা জ্ঞান দর্শনের মধ্যে গণ্য নয়। তথাপি ইহা বিদর্শন জ্ঞান। চতুর্মাগ্গ জ্ঞানকে জ্ঞান দর্শন বিগুপ্তি বলা হয়ে থাকে। গোত্রভূ জ্ঞানের দ্বারা চতুরাধ্য সত্য দর্শনের দ্বারা মার্গকল জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং যোগীর তিনটি ক্লেশ সমূলে ধ্বংস ঘটে থাকে। সঙ্কায় দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলত্রত পরামর্শ, এগুলি সমূলে উচ্ছেদ হয়ে থাকে। এভাবে একের পর এক দশটি সং-যোজন ছিন্ন হলে বিমুক্তি লাভ হয়।

বিঞ্ঞানস্ নিরোধেন তৎ হাক্ষয় বিমুক্তিনো,

পঞ্ছাতস্ সে ব নিকানং বিমোক্খো হোতি চেতসো ।

প্রজ্জলিত অগ্নিকন্দের নির্বাণের মত তৃষ্ণাক্ষয় বিমুক্ত, জীবন্মুক্ত বোগীর চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিলোপ হয় । অনাদি অনন্ত জীবন প্রবাহের অবসান এখানেই পরিসমাপ্ত হয় ।

ভীক্ষু প্রজ্ঞা সম্পর্কে সত্ত্ব উজ্জ্বা জাতক ধবে :

বোধিসত্ত্ব একবার বাত্রাণসীর এক প্রসিক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম পরিগ্রহ করে । প্রাপ্ত বয়সে তক্ষশীলায় গমন করে ত্রিবেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিলেন । তিনি জন সমাজে ধর্মদেশনা করে মানুষের ইহ পারত্রিক জীবনের নির্দেশ করতেন । একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দীর্ঘদিন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে এক হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন । তিনি ঐ টাকাগুলি আর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে গচ্ছিত রেখে দ্বিতীয় বার ভিক্ষায় বের হন । তৎপর অনেকদিন পরে ভিক্ষাবৃত্তি পরিসমাপ্ত করে তার গচ্ছিত টাকা আদায়ের জন্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে আগমন করে বল্ল, “আমার গচ্ছিত টাকাগুলি দিয়ে দেন ।” তারা নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে টাকাগুলি ব্যয় করেছিলেন । তারা বল্ল “মহাশয়, আপনার গচ্ছিত টাকা আমরা ব্যয় করে ফেলেছি । বরং আপনি তার বিনিময়ে আমাদের এক ষোড়শী কণ্ঠা আছে, তাকে নিয়ে যান । আমাদের কণ্ঠা পুত্রবতী হবে, সে সর্ব শুল্কনা, কীণকটি, মৃগনয়না, দেব অঙ্গরা তুলা । ব্রাহ্মণ তাদের কথায় ঝিক্‌ঝিক্‌ না করে তাকে আপন অর্কাঙ্গিনী রূপে আপন গৃহে নিয়ে আসলেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, ব্রাহ্মণ সংসার যাত্রায় নিষ্ক্রিয় অথচ এই বৃদ্ধকে নিয়ে সংসার ধর্ম রক্ষা করতে হবে । সে অন্য একজন যুবক ব্রাহ্মণের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করে আমোদ প্রমোদে রত

থাকতেন। কিন্তু বাধা হল এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। তরুণী স্ত্রী তার পথের কাটা উপড়িয়ে ফেলবার জন্য একদিন ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করে বলে, “স্বামী, তোমার গৃহের অত শত কাজ আমি করতে পারব না। আমার জন্য একজন দাসী নিয়ে এসো, অন্যতায় আমি বাণের বাড়ী চললাম।” ব্রাহ্মণ অরুণী স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে হতবুদ্ধি হয়ে বলল, “ভদ্রে, তুমি আমার বাড়ীতে নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান কর। আমি আবার লিঙ্কার বের হচ্ছি। টাকা যোগার করে তোমার জন্য দাসী নিয়ে আসব। লক্ষ্মীটি আমার, তুমি আনাকে হতছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া করো না।” তখন ব্রাহ্মণী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্য সপ্তাহকালের উপোষোগী ছাতু ও লাড্ডু বেঁধে থৈলেতে ভর্তি করে দিয়ে ব্রাহ্মণকে আনন্দ সহকারে বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ আপন ঘর হতে বিদায় নিয়ে সপ্তাহ কাল বিভিন্ন গ্রাম পরিক্রমা করে অনেক টাকা সংগ্রহ করেছিল। একদিন সে পশ্চিমঘো একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করে মনের সুখে ব্রাহ্মণীর দেওয়া লাড্ডু থৈলে থেকে বের করে থৈলের মুখ বন্ধ না করে নদীতে জল পানের জন্য গমন করেন। ইত্যবসরে একটি বিষধর সর্প বৃক্ষ থেকে নেমে থৈলেতে প্রবেশ করে ছাতু খেতে শুরু করে। এদিকে ব্রাহ্মণ নদী থেকে জল পান করে এসে পৈলের মুখ বন্ধ করে, আপন কাঁধে থৈলে নিয়ে মনের সুখে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেছিল। হঠাৎ ব্রাহ্মণ আকাশ ধ্বনি শুন্তে পেল, ব্রাহ্মণ, আজ তোমার ঘরে গেলে হবে স্ত্রীর মৃত্যু, আর পথে অপেক্ষা করলে তোমার হবে অনিবার্য মৃত্যু।” ব্রাহ্মণ আকাশ বাণী শুনে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। রাস্তার অনতিদূরে বোধিসত্ত্বের ধর্ম দেশনা চলতেছিল। ব্রাহ্মণ ধর্মশ্রবণে গমনারত জনশ্রোত অবলোকন করে জানতে পারল তারা ধর্মশ্রবণে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ তাদের সহিত शामिल হয়ে পরিষদের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিমর্ষ মনে ধর্ম শুন্তেছিল।

সভাশেষে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের হাবভাব অবলোকন করে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ব্রাহ্মণ আপনার আনমনা মনে হচ্ছে, আপনার এ অশান্তির কারণ কি?” তখন ব্রাহ্মণ বললেন, “পণ্ডিত মশাই আমার আজ সমুদ্র বিপদ, আমি দৈব বাণী শুনে পেয়েছি। ঘরে গেলে আমার জীব মৃত্যু না গেলে পথে আমার অনিবার্য মরণ। এই চিন্তায় আমি কোন বিষয়ে মন সংযোগ করতে পারছি না। আমার উপর কেন যে বিনা মেঘে বজ্রপাত হচ্ছে আমি জানি না।” তখন বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “ব্রাহ্মণ, আপনার সম্পদ কি আছে?” তিনি দেখিয়ে দিলেন, তার মাথার উপর একটি মাত্র থৈলে। তখন পণ্ডিত মশাই সন্দেহ করেন যে, এই থৈলেতে কোন বিষাক্ত জীব থাকতে পারে। তখন ব্রাহ্মণকে বললেন, “মহাশয় আপনার কাঁধ থেকে ঐ থৈলেটা মাটিতে রেখে লাঠি দ্বারা আঘাত করতে থাকুন।” ভিখারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নির্দেশে কাঁধ থেকে থৈলেটা নামিয়ে আঘাত করলে একটি বিষধর সর্প বের হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ এতে অত্যধিক আনন্দিত হয়ে তার ভিকালক টাকাগুলি পণ্ডিতকে দান করেন। পণ্ডিত মশাই বলেন, “মহাশয়, আপনার টাকা আমার দরকার হবে না। তবে আপনার জী কি শুকনো?” ব্রাহ্মণ বলেন “হঁ।।” মহাশয়, আপনার সংগৃহীত টাকাগুলি বাইরে কোথাও গুটিয়ে রেখে বাড়ীতে যাবেন, তবে তার পরিণতি কি হল না হল আপনি আমাকে পরে জানাবেন।” অতঃপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মশাই হতে বিদায় হয়ে স্বাচ্ছন্দ্য মনে টাকাগুলি বাইরে গুটিয়ে রেখে বাড়ীতে গমন করলে, ব্রাহ্মণী সে সময় আপন জ্বরের সহিত আমোদ-প্রমোদে রত ছিল। হঠাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের আগমন তার কাছে বিশদ্রব বোধ হতেছিল। সে আপন জ্বর ব্রাহ্মণকে ভিন্ন দ্বার দিয়ে বের করে দিয়ে স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করে জিজ্ঞাসা করল, “প্রাণেশ্বর, আপনার টাকাগুলি কোথায়?” তখন ব্রাহ্মণ সরল মনে লুকায়িত টাকাগুলির

সংকেত ব্রাহ্মণীকে জানালে, ব্রাহ্মণী ঐ টাকাগুলির সংকেত ভেদে আপন জায়গা ঐ টাকাগুলি নিয়ে ঘাবার জুতা ইংগিত দান করে। ব্রাহ্মণ তারপরের দিন আপন টাকাগুলির সন্ধান গেল দেখলেন, তার টাকাগুলি নিখোজ হয়ে গেছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অর্নমোণায় হয়ে আবার পণ্ডিতের সান্নিধ্যে আসেন। তার আগমনের ঘাবতীয় বিষয় পণ্ডিতের কাছে নিবেদন করলে, পণ্ডিত মশাই তাকে কিছু টাকা দান করে বললেন, “ব্রাহ্মণ মশাই, আপনি সপ্তাহকাল আমার টাকা দ্বারা ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন। তবে আপনার পক্ষে সাতজন এবং ব্রাহ্মণীর পক্ষে সাতজন। তারপর হতে প্রতিদিন একেক জন বাদ দিয়ে দেবেন। ব্রাহ্মণীর পক্ষে ক্রমাগত সাত দিন যে ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকবে, তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।” ব্রাহ্মণ সেভাবে নিমন্ত্রণ করে, পরিসমাপ্তি দিনে যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণীর পক্ষে ছিল, তাকে নিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে উপনীত হলে, পণ্ডিত মশাই তাকে বললেন, “ব্রাহ্মণ আপনার জন্ম শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে। কিন্তু আপনি নৈতিক চরিত্র ভ্রষ্ট, আপনি অনেক দিন পর্যন্ত অপকর্ম করে আসছেন, এগুলি অশুভক। ব্রাহ্মণের কাছ থেকে অপহৃত টাকাগুলি তাঁকে দিয়ে দেবেন। আর যদি আপনাকে ব্রাহ্মণের ঘরমুখো হয়েছেন শুদ্ধে পাই, আপনাকে রাজদণ্ডের ব্যবস্থা করা হবে। বোধিসত্ত্ব সে জীবনে প্রজ্ঞা পারমী পূর্ণ করেছিলেন। এমন করে প্রজ্ঞা পারমী সম্পর্কে অনেক জাতক কাহিনী আছে।

বীর্য গার্মা

— ০ —

“মৃগাধিপ সিংহ যথা বনের মাঝার
সর্বপথে বীর ভরে করেন বিহার ।
তথা মহাবীর ভরে সর্ব গম্যপথে
গমন করিয়া পূর্ণ করিলে বীর্য ।
পরিশেষে পরিপূর্ণ বীর্যের বলে,
সম্যক সম্বোধি-পদ পেলে বোধিমূলে ।
এ আদর্শ রাখি সদা নয়ন উপর
বীরভরে লক্ষ্য পথে হব অগ্রসর ।”

বীর্য বা বীরিয় শব্দের অর্থ হল বীর্য, কর্মশক্তি, কার্যারম্ভ, এর
কৃতা হল বাধার পর বাধা অতিক্রম । এক্ষণে তার নাম পরাক্রম ।
চিন্তের ক্রমিক গতিকে রক্ষা করে বলে তাকে বলা হয় ‘উৎসাহ’ । বিরুদ্ধ
শক্তিকে পরাভূত করে বলে একে “স্থায়ী বা শক্তি” বলা হয় চিত্ত
সম্পত্তি ধারণ করে বলে এর নাম ‘ধীতি’ প্রগ্রহ বা দৃঢ় প্রত্যয় অর্থাৎ
পতন রক্ষা করে বলে এর নাম ‘প্রগ্রহ’ । বীর্য কৌসিঙ্গের প্রতিপক্ষ ।
আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মাগে এর নাম “সম্যক ব্যায়াম” । সপ্ত বোজ্জ্বাঙ্গ
এর নাম ‘বিরিয় সম্বোজ্জ্বাঙ্গ’ । ঋদ্ধি পদে এর নাম ‘বীর্য বা
বিরিয় ঋদ্ধি’ । বীর্য চৈতসিক ।

শাবক-হার্য্য কাঠ বিড়ালীকে স্বীয় লাংগুন সাহায্যে নদী সেচনে
উৎসাহিত করেছিল । বীর্য চৈতসিকই শাক্যমুনির চিন্তে ঈদৃগীত হয়ে
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন, “এ আসনে আমার অস্থি, মাংস, স্নায়ু
শুকিয়ে থাক, তবুও পুরুষ শক্তি ও উত্তম বলে যা প্রাপ্তব্য তা না
পাওয়া পর্যন্ত উত্তম চলতেই থাকবে । যে বীর্য চৈতসিক অনুলিমালকে
দণ্ড্য করেছিল, সেই বীর্য চৈতসিকই কুশল পদ প্রাপ্ত হয়ে তাকে

অরহবে উন্নীত করে। তাই ধর্মপদ বলে, “আয়হি আয় নাথো, কহি নাথো পরসিয়া।”

সেই ধর্মের অনুগামীর পক্ষে বীর্ষ চৈতন্যসিকের অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য। বীর্ষ দশ পারমিতার মধ্যে পঞ্চম স্থানাধিকার করেছে। দান শীল ভাবনাদি কর্মে উৎসাহ এবং তৎসঙ্গে পরাক্রমের সহিত কার্য নির্বাহ করলে বীর্ষ পারমী ক্রমে পরিপূর্ণতা লাভ হয়। সম্যক সম্বুদ্ধ লাভ করবার পূর্বে বোধিসত্ত্ব জন্ম জন্মে দান, শীল, ভাবনাতির সাধ্যমে এ পরমী পরিপূর্ণতা সাধন করেছিলেন এবং এ পর্ষায়ের সাধনার দ্বারা সম্যক সম্বুদ্ধ হতে সমর্থ হয়েছিলেন। চিত্তের এসব সাংগঠনিক চিত্ত-শীলতাই ‘বুদ্ধ চিত্ত’। সে চিত্ত উৎপাদন ও সংগঠন আমাদের একান্ত লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদিও বা আমরা আজ চিত্ত সংগঠনে পূর্ণাঙ্গ প্রজ্ঞতি নিতে পারিনি, আজ হতে যদি আমরা সেদিকে লক্ষ্য রাখি, তাহলে আমাদের অভীষ্ট সিকি হবেই। বুদ্ধ বলেন, —

‘আরওথ নিক্খামাথ যুগ্গথ বুদ্ধ সাসনে
ধুনাথ মচ্ছুনো সেনাং নালাগারং বা কুঞ্জরো”

‘আরম্ভ কর, প্রজ্ঞতি নাও, বের হয়ে পড় এবং বুদ্ধ শাসনে মন সংযোগ কর, বাঁশ বনে হস্তি যেমন প্রবেশ করে বাঁশগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করে, তুমিও সেরূপ আপন তৃকাজালকে সমূল ধ্বংস কর। ইহা হবে কোমার চরম পুরস্কার।’

বীর্ষ অনুশীলনে,

সংবর প্রধান :-

“চক্খুনা সংবরো সাধু, সাধু সোতেন সংবরো,

যানেন সংবরো সাধু, সাধু জিহ্বায় সংবরো ।

কায়েন সংবরো সাধু, বাচায় সংবরো,

মনসা সংবরো সাধু, সাধু সমথ সংবরো ।

সব্বথ সংহতো, সৰ্ব্ব দুঃখা পমুচ্চতি ।”

সাধক চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, বক ও মনকে সংযত রাখেন, জগতের আভ্যন্তরিক দুঃখ হতে বিমুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন।

প্রহান প্রধান :—

“উৎপন্ন অকুশলের পরিত্যাগের বিরিয় সম্বোধন। অক্লান্ত চেষ্টা ও উৎসাহ, সংগ্রাম সাবধানতা সত্বেও চিন্তের লোভ, দ্বেষ, মোহ যদি অক্লান্ত সত্বে উৎপন্ন হয়, তাকে বিদূরিত করবার যে প্রচেষ্টা তাকে বলা হয় উত্তম।

ভাবনা প্রধান :—

অহংগত কুশলের উৎপাদনের চেষ্টা বা অক্লান্ত উৎসাহ, সংগ্রাম, সপ্ত বোধব্জ্ঞানের স্মৃতি, প্রজ্ঞা, বীৰ্য, ক্রীতি, প্রশান্তি ও উপেক্ষার উৎপাদন ও গঠনের জন্য সংগ্রাম বা উৎসাহ। এ সপ্ত অঙ্গর প্রত্যেকটা অঙ্গই তৃষ্ণা করে পরিচালিত করে ইহা সম্বোধির অঙ্গ। যোগীকে তৃষ্ণা করে বিরাগে নির্বাণে এগিয়ে দেয়।

সংরক্ষণ প্রধান :—

ভাবনার দ্বারা উৎপন্ন কুশলের স্থিতি ও বৃদ্ধির জন্য পরিপূর্ণ সাংগঠনিক চিন্তাশীলতা বা দৃঢ় প্রত্যয় শাক্যমুনির হৃদয়ে স্থিতি হয়ে অবল উৎসাহ সহকারে বলেছিলেন—

“কামং তথো চ অটুটি চ অবসিস্মৃত মে

সরীরে উপগ্রস্মতু মাংস লোহিতং যং তং

পুরিস থামেন, পুরিস বিরিয়েন,

পুরিস পরাক্রমেন পত্তবং নঃ

অপাপুনিহা বিরিয়সস সাঠানং ভবিস্সতি ।

একান্ত যদি বন্ধ, অস্থি, শরীর, মাংস, মায়ু অবশিষ্ট থাকে যা

পুরুষের বল বীৰ্য প্ৰত্যক্ষ হইয়া তা না পাওয়া পর্যন্ত উত্তমের অবসান ঘটবে না। এইভাবে দস্তে দস্ত চেপে জিহ্বা তালুতে শক্তভাবে লাগিয়ে প্রাণপাত পরিশ্রম করে অকুশল আসতে দেব না। এভাবে আপন জীবনের বিনিময়ে আমাকে সিদ্ধি লাভ করতে হবে। বোধিসত্ত্ব একবার চলমান জাতক জীবনে যখন কাঠবিড়ালী রূপে পারমী পূর্ণ করতেছিলেন, সে সময়ে একটা বট বৃক্ষে বাস করেই তার জীবন, জীবিকা ও সংসার জীবন নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে চলতেছিল। সে সময়ে বট বৃক্ষের ডালে বাসা বেঁধে দুটি বাচ্চা প্রসব করেছিল, এবং এগুলো প্রতিপালনে ব্যস্ত ছিল। একদা নদীর ভাঙ্গনে পরে বাচ্চাগুলো অকূল সমুদ্রে ভেসে নিয়ে যায়। সে এরূপ দৃশ্য দর্শনে এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করে চিন্তা করল, “আমার বাচ্চাগুলো কি করে সমুদ্র হতে উদ্ধার করতে পারি।”

অতঃপর সে স্থির করলো, সে আপন লেজের দ্বারা সমুদ্র সেচন করেই সমুদ্র হতে আপন বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করবে। সে অদম্য উৎসাহে সমুদ্রে লেজ ডুবিয়ে জল সেচনে রত হল। শীঘ্রই আছে, যারা বোধিসত্ত্ব তাঁদের কোন প্রকার সদিচ্ছা অপূর্ণ থাকে না। তাঁর এ প্রাণপাত পরিশ্রমের প্রভাব দেবরাজের গোচরীভূত হল। তিনি অদূরে ব্রাহ্মণ বেশে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, “কাঠ বিড়ালী তুমি কি করতেছ?” প্রত্যুত্তরে কাঠবিড়ালী বললো, “আমি সমুদ্র সেচনে বাস্তু।” আবার দেবরাজ বললো, “কেন?” প্রত্যুত্তরে কাঠ বিড়ালী বললো, “আমার বাচ্চাগুলো সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। আমার তাঁদের রক্ষা করতে হবে।” ব্রাহ্মণ বললো, “লেজের দ্বারা সমুদ্র সেচন করা সে কি সম্ভব?” কাঠবিড়ালী বললো, “জগতে যারা হীনবীৰ্য্য কাপুরুষ তাঁদের পক্ষে একথা শোভা পায়। আমার আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় আছে। নিশ্চয় আমি আমার বাচ্চাগুলোকে উদ্ধার করতে পারবো।” মন্ত্ৰের সাধন

কি'বা শরীর পতন।' এ হল আমার সাধনা।' দেবরাজ ইন্দ্র তার এ অদমা উৎসাহ ও সংকল্প দর্শনে তার বাচ্চাগুলোকে সমুদ্র হতে উদ্ধার করে দিয়ে বল্লো, 'কাঠবিড়ালী তোমার সদিচ্ছার জয় হলো। তুমি বুদ্ধা'কুর, তোমার কাজে সহায়তা করার জন্ত আমি সব সময় প্রস্তুত থাকবো।'।

বোধিসত্ত্বগণের প্রবল আকাংক্ষা, প্রবল উৎসাহ, দুর্দবীর্য, মহান প্রচেষ্টা থাকতে হয়। একে বলা হয় "ছন্দ ঋদ্ধি"। এখানে প্রবল ইচ্ছা শক্তির উপমা হল যিনি মহাজল প্লাবনে চক্রবালের এক প্রান্ত হাত অপর প্রান্ত বাছ বলে সাঁতার কাটতে সক্ষম। বংশলতা সমাচ্ছিন্ন বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বংশ জট। অপসারিত ও পদ দলিত করে আপন গমন পথ পরিষ্কার করতে সক্ষম। যিনি স্মৃতিস্ম ধারযুক্ত অস্ত্র পরিপূর্ণ বিশাল ধরণীর উপর পদপ্রজে চলতে সমর্থ। যিনি প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারপূর্ণ চক্রবালের উপর দিয়ে পদপ্রজে চলতে সমর্থ একমাত্র সেই ব্যক্তি বুদ্ধ লাভ করতে পারেন।

বোধিলভ এক সময় বারাণসী রাজ্যে কাশীরাজের রাজপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তক্ষশীলায় গিয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিতের নিকট রাজকীয় ধর্ম বিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করেছিলেন। প্রাপ্ত বয়সে তাকে কাশীরাজ, রাজ্যের রাজা রূপে অভিষেক প্রদান করেন। রাজা নগরের চতুর্দিকে চার খানা দানশালা নির্মাণ করেন এবং প্রতিদিন ভিখারী ও শ্রমণ ব্রাহ্মণদিগকে পাঁচ লক্ষ টাকার আহার বিহার প্রদান করেন। প্রতিমাসে দু'বার অষ্টশীলাদি প্রতিপালন করতেন। রাজ্যে কোথাও চোর ডাকাতির ভয় ভীতি ছিল না। সকলে নিরাপদে জীবন যাপন করতেন কিন্তু রাজ অস্ত্রপুরে তার একজন প্রধান অমাত্য বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। এগুলো হাতে নাত ধরা পড়ায় রাজা তাকে দেশ হতে নির্বাসন দণ্ড দেন। সে স্ত্রী, পুত্র নিয়ে প্রতিবেশী রাজ্যে কোশল রাজ্যে প্রবেশ করে কিছুদিন অতিবাহিত করতঃ রাজ সেবায় অংশ গ্রহণ করলে একদিন কোশল রাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

একদা সুযোগ হ্বে কোশল রাজকে সবিনয় প্রার্থনা করে জানা-
লেন, 'প্রভু কাশীরাজ মল্লিকা শূন্য মৌচাক সদৃশ। অতএব আপনি
বিনা বাধায় সে রাজ্যাধিকার করতে পারেন। কিন্তু রাজা তার কথায়
আস্থা স্থাপন করলেন না। তখন কোশলরাজ বলেন, সে কি হয়,
এত বড় সাত্রাজ্য কি করে রক্ষা করবেন। তিনি যে দশবিধ রাজধর্ম
প্রতিপালন করে রাজ্য রক্ষা করেন।' তখন অমাত্য বল্লো,
"আপনি একটা বিষয় পরীক্ষা করে দেখুন, মহারাজ। কতকগুলি ছুটে
ছুরাচার লোক বারাণসীর প্রত্যন্ত প্রদেশে প্রেরণ করে দেখুন। তারা
যদি রাজ পুরুষের হাতে ধৃত হয় ত'হলে তাহাদিগকে টাকা পরস্যা ও
সম্পত্তি দিয়ে আপনার কাছে প্রেরণ করবেন।

কোশলরাজ সে অমাত্যের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে কতকগুলি ছুটে
ছুরাচার ব্যক্তি বারাণসী রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশে পাঠিয়ে দিলে তারা
বারাণসীর রাজপুরুষের হাতে ধৃত হয়। তাহাদিগকে বারাণসী রাজ্যের
নিকট নিয়ে গেলে বারাণসী রাজ জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কেন
আমার রাজ্যে প্রবেশ করেছ?" তারা প্রত্যুত্তরে বল্লো, "প্রভু,
আমরা গরীব লোক, আমাদের দৈনন্দিন আহার বিহারের সংস্থানের
জন্য আপনার রাজ্যে প্রবেশ করেছি। তখন বারাণসীর জ তাদের
আহার বিহারের সুব্যবস্থা করে স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

অত পর কোশলরাজ চতুরঙ্গীনি সেনাপতি বারাণসী রাজ্য আক্রমণ
করেন। বারাণসী রাজ্যের সেনাপতি বাধা দিবার জন্য রাজ অনুমতি
চাহিলে বারাণসী রাজ সম্মতি দিলেন না। তাই অমাত্য সহ বারাণ-
সীরাজকে ধৃত করে তার হস্তপদ বন্ধন করে গল-প্রমাণ মাটির মধ্যে
অমক শ্মশানে পোতে রাখেন। সে রাত্রিতে অমক শ্মশানে মাংস
ভক্ষণ হ'ত, ভক্ষণের আশায় শৃগাল গিয়ে দেখে, এস্থলে বহু লোক
গলপ্রমাণ মাটির মধ্যে পোতা রয়েছে।

শৃগালের পালগণ যখন তাদিগকে আক্রমণ করতে আসে তখন তারা এক সাথে চীৎকার করে এবং তাতে শৃগালেরা পালিয়ে যায়। একে একে তিনবার পালিয়ে যাওয়ার পর শৃগালেরা চিন্তা করল, “এ লোক-গুলো আমাদের পেছনে আসতেছে না। নিশ্চয় এরা আবদ্ধ। চতুর্থবার শৃগাল আবার তাদেরকে আক্রমণ করতে আসলে রাজা আপন গলা বাড়িয়ে দেওয়ার ভান করে শৃগালকে কামড়িয়ে ধরেন। তখন ধাকাধাকি করতে করতে শৃগাল পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে রাজা গর্ত হতে বেরিয়ে যায়। অতঃপর তাঁর অমাত্যগণকে তিনি গর্ত হতে উদ্ধার করেন সেদিন রাত্রেই দুটা যক্ষের মধ্য সীমানায় একটা মৃতদেহকে কেন্দ্র করে উভয়ের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হলে উভয়ে উক্ত কলহের মীমাংসা হেতু বারাণসী রাজার নিকট গিয়ে সুবিচার প্রার্থনা করেন। রাজা বলেন “তোমাদের বিচার করবার সুস্থ মানসিকতা আমার নাই যদি বিচার করতে হয় তাহলে আমাকে সুস্থির হতে হবে। আমার উপযুক্ত আহার বিহারের, আসন বসনের আবশ্যক।

তখন যক্ষদ্বয় চৌর রাজার প্রাসাদে প্রবেশ করে রাজ্য পরিচ্ছেদ ও রাজ্য আহার সংগ্রহ করে সেখানে নিয়ে এসে রাজাকে ভোজন করালেন। তারপর রাজা বললেন, “রাজ্য প্রাসাদে আমার একটা খণ্ড আছে ওটা নিয়ে আস। খণ্ডটি নিয়ে আসলে রাজা সে খণ্ড দ্বারা মৃতদেহটিকে দ্বিখণ্ডিত করে যক্ষদ্বয়কে ভাগ করে দিল। তারা ভোজন পর্ব সমাপ্ত করে বললো,—“রাজন, আপনার আর কোন কাজ আছে কি?” তখন রাজা বললেন, “তোমরা আমাকে সশরীরে চৌর রাজার পালংকের পাশে নিয়ে যাও এবং শিয়রের পাশে দাঁড় করিয়ে দাও

যক্ষদ্বয়ের সহায়তায় বারাণসীরাজ চৌর রাজার পালংকের পাশে উপনীত হয়ে তার শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে রাজার আপন খণ্ড দিয়ে চৌর রাজাকে আঘাত করলে রাজা জাগ্রত হয়ে মরণ ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত

হয়ে বললেন, “রাজন ! আপনি কি করে সশস্ত্র পাহারা রত রাজ্য অন্ত-পূরে প্রবেশ করলেন ?”

তখন বারাণসীরাজ আপন ইতিবৃত্ত চৌর রাজ্যের কাছে প্রকাশ করলেন । চৌর রাজা তা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে গেল এবং বললো, “আপনার গুণগান অমানুষ ভূত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ পর্যন্ত জানে । অথচ আমি এ বিষয়ে অবগত নহি । একমাত্র আপনার একজন অমাত্যের প্ররোচনার পড়ে আপনাকে আক্রমণ করেছি । আপনার রাজ্য রক্ষার ব্যাপারে আমি সমস্ত দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করলাম । আপনি স্বহস্তে এ বারাণসী রাজ্য পরিচালনা করুন । আমি আজ তা আপনাকে প্রত্যর্পণ করলাম ।” সে স্থলে তিনি আবেগ ভরে বলেছিলেন,

“ছাড়িও না আশা মনে, কর চেষ্টা অবিরাম

অদমা বীর্যের বলে, পূর্ণ হবে মনস্কাম ।

উৎসাহের গুণ দেখ সর্ব দুঃখ জিনি,

মন যাহা চায় তাহা লভিয়াছি আমি ।”

“অতীরদস্‌সী জলমজ্জ হতা সর্ব্ব বা মানুষা,

চিত্তস্‌সা অঞ্‌ঞতা নখি এস মে বিবিয় পারমীতি ।”

“বোধিসত্ত্ব শীলসম্পন্ন ও বীর্য বলে বিনা অস্ত্রে মনস্কামনা সিদ্ধি করতঃ গাবৎ জীবন রাজত্ব করবার পর যথা কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করেছিলেন ।”

“সর্ব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু”

“বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হউক ।”

ক্ষান্তি পারমী

অচেতনঃ ব কোট্টেষু তিস্থেন ফরুসনা মমঃ,

কাসিরাজে ন কুণ্ণামি এসামে খাস্তি পারমী ।

ক্ষান্তি শব্দের অর্থ হলো ধৃতি, ধৈর্য্যশীলতা, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, ত্যাগ-তিতিক্ষা, তদ্বিপরীত ক্রোধ বা প্রতিঘ ব্যাপাদ, হ্রষণ স্বভাব, দোষণ স্বভাব মনোবৃত্তির নাম দ্বেষ । আলম্বনকে হনন করে বলে এর নাম প্রতিঘ । আলম্বনের হিত সুখের বিপদ কামনা করে বলে এর নাম ব্যাপাদ । দ্বেষ দ্বেষকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির বিকৃত ভাণ উৎপাদন দ্বারা দেহকে হ্রষিত করে । তজ্জন্তু তার চিত্ত ততোধিক হ্রষিত হয় । কিন্তু অন্তের দ্বেষ চিত্তের দ্বারা নিজেকে হ্রষিত হতে দেওয়া না দেওয়া দ্বিষ্টের নিজের চিন্তাশীলতার উপরে নির্ভর করে । ক্রোধ বা চণ্ডতা এর লক্ষণ, এই চণ্ড লক্ষণে দ্বেষ বিষয়র সর্প হতে ভীষণতর । দ্রুত বিসর্পন স্বভাবে অশনি নিপাত তুল্য । অগ্নিদাহ কৃত্যে দাবাগ্নি সদৃশ । আত্মাহুতি সাধনে শত্রুসম সর্ববসঃ অহিত সাধনে পুতি মুদ্রবৎ কেহ আমার অথবা আমার প্রিয়জনের অনিষ্ট করলে, আমার অপ্রিয়জনের উপকার করলে দ্বেষ চিত্ত উৎপন্ন হয় । তজ্জন্তু ক্রোধকে সহ্য করার জন্তু মৈত্রী চিত্তের প্রয়োজন মৈত্রী চিত্ত ও ধৈর্য্যশীলতা জীবনের পরম সম্পদ । অগ্নি যেমন তৃণ কাষ্ঠাদি দহন করে, তেমন দ্বেষাগ্নি কল্পকাল পর্যন্ত সুচরিত দান শীল পূজা বন্দনা দ্বারা কুশল কর্ম সমূহ নষ্ট করে দেয় । তজ্জন্তু বলা হয়েছে দেৱের সমান পাপ নাই । ক্ষমার সমান তপঃ থাকতে পারে না । তদ্ব্যতীত নানা পর্যায়ে ক্ষান্তির অনুশীলন করা দরকার । বুদ্ধগণ ক্ষান্তি ও তিতিক্ষাকে পরম তপস্বী ও নির্বাণকে পরম পদ বলেছেন । পরকে আঘাত দানে কেহ প্রব্রজিত কিংবা পরকে কষ্ট দানে শ্রমণ হতে পারে না । শাস্ত্রে তাই বোধকে

জয় করবার উপদেশ দিয়েছেন।

কোথঃ জহে দিপ্পজ্জহেয়া মানং

সঞ্জ্ঞোনাং সবমাতক্কমেয়া,

তং নামরূপ সমিৎ অসজ্জমানং

অকিঞ্চমং নানুপত্তন্তি ত্বেখা।

ক্রোধ সংবরণ কর, অভিমান পরিত্যাগ কর, সর্ববিধ সংযোজন অতিক্রম কর। যিনি নামরূপের প্রতি নির্লিপ্ত ও অকিঞ্চন, দুঃখ রাশি তাঁর অনুসরণ করতে পারে না।

বুদ্ধ বলেন “ক্রোধ সংবরণ কর। অভিমান পরিত্যাগ কর। ক্রোধ পরায়ন ব্যক্তি সর্বদা চিন্তা করে ‘আমাকে আক্রোশ করল, আমাকে প্রহার করল, আমাকে জয় করল, আমার সম্পত্তি অপহরণ করল, যারা এ ভাবনায় রত, তাদের ক্রোধ শাস্ত হয় না। ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা অসাধুকে সাধুতার দ্বারা, কুপণকে ধন দ্বারা, মিথ্যাকে সত্য দ্বারা, শত্রুকে মিত্রতার দ্বারা জয় করতে হবে। ইহা হল সমাতন ধর্ম। সমূহ ক্রোধ হলেও ক্রোধ করা উচিত নয়। কারণ ক্রোধ দৌর্মণশ্য দ্বারা ইষ্ট সিদ্ধ হয় না। প্রত্যহ পূণ্যকর হয়। একান্ত বোধিসত্ত্বগণ ক্রোধকে জয় করার জন্য ধৈর্য্য সহকারে মৈত্রী ভাবনা করবার উপদেশ দিয়েছেন। শাস্ত্রে ক্রোধের ত্রিবিধ রূপ উল্লেখ আছে ১। দুঃখাদি বাসনা ক্রোধ। ২। পরোপকার মর্শনা ক্রোধ। ৩। ধর্ম নিধান ক্রোধ

(ক) দুঃখাদি বাসনা ক্রোধ :— চরম দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা অর্জন করা।

(খ) পরোপকার মর্শনা ক্রোধ :— অপরের উপকার করতে গিয়ে নিজের উপর আঘাত ও অপঘাত সহ্য করা।

(গ) ধর্ম নিধান ক্রোধ :— দুঃখ দ্বিবিধ। কারিক ও মানসিক। তন্মধ্যে মানসিক দুঃখ পরমার্থ নহে।

যেহেতু মনের কোন শরীর নাই, মনের উপর দণ্ডাদির প্রহার চলে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমিও আমার থাকে, ততক্ষণ শরীরের উপর আঘাত পড়লে মন দুঃখিত হয়, কষ্টে বাক্য শ্রবণে মন উত্তেজিত হয়। অযশঃ অকীৰ্ত্তি শুনে মন অপ্রসন্ন হয়। জগতে সুখ দুঃখ, কার্য্য-কারণ সাপেক্ষে এটা থাকলে ওটা হয়। 'ইমস্মিন্ সতি ইদং হোতি, ইমস্মিন্ ন সতি ইদং ন হোতি, যদিদং ইদমচরা পচ্চিসমুদ্রয়ো।' তাই শাস্তির সমান তপঃ নাই। 'ক্ষান্তি পরমঃ তপো তিতিকা।' মৃতরাং বিঘ্নকারীকে ও ক্ষমা করবে। যদি আমি পুণ্য বিঘ্নকারীকেও ক্ষমা না করি তাহলে আমি পুণ্যহেতুকায়ী ও বাধক হব। অতএব শত্রুর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। যেহেতু শত্রুই বেধিচিত্ত গঠনের সহায়ক। তাই অত্যাধিক অনিষ্টকারীর প্রতি ও চিত্ত কোপিত করা উচিত নয়।

ক্ষান্তি পারমী গুরুণে মহাকবি জ্ঞাতক

সে অনেকদিন অতীতের কথা। বোধিসত্ত্ব একবার পারমী পূরণ করতে গিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে কপি ঘোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন। জন্মের পর হতেই তিনি অসীম বলশালী ছিলেন। প্রাপ্ত বয়সে তিনি কপিদের রাজা হন। তাঁর পরিষদের মধ্যে ১০ হাজার বানর ছিল। তারা সকলে হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গা নদীর ধারে একটি আশ্রয় বৃক্ষকে কেন্দ্র করে বাস করত। তবে আমার একটি মুকুল যাতে গঙ্গা নদীতে পতিত না হয় সেভাবে তারা সতর্ক প্রহরার থাকত। বিরাট আশ্রয় বৃক্ষ গঙ্গা নদীর এপার ওপার শাখা বিস্তৃত ছিল। একদা একটি আশ্রয় মুকুল লাল পিপড়ার বাসায় বদ্ধিত ও পক হয়ে নদীতে পড়ে যায়। জলের শোঁতে গড়িয়ে গড়িয়ে বহুদূরে গিয়ে জেলেদের জালে আটকে যায়। জেলেগণ এ অমৃত ফলটি পেয়ে চিন্তা করল, "এ অমৃত ফলটি রাজ ভোগ্য বটে।" ফলটি রাজাকে উপঢৌকন দেন। রাজা এ

যট প্রমাণ আশ্রয় কলটি পেয়ে চিন্তা করেন নিশ্চয়ই উজ্জান গাওঁ এ কলটির গাছ থাকবে। রাজা এক সময় আপন লোকজন নিয়ে সে-ই আশ্রয় বৃক্ষের সন্ধানে বের হয়ে সপ্তাহ কাল উজ্জান গাওঁ এগিয়ে গিয়ে দেখেন বিরাট এক আশ্রয় বৃক্ষ। গঙ্গার এপার ওপার শাখা বিস্তৃত হয়ে আছে। প্রতিটি শাখা প্রশাখায় বানরের বসতি। অতপর রাজা চিহ্ন করেন এই বানরগণের ঊনদ্রবে আশ্রয় কলের অন্তরায় ঘটতেছে। অতঃপর এ স্থল থেকে বানরদলকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। তাই রাজা আপন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বিনিদ্র রজনী কাটালেন। এদিকে বানরদল প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রাণের ভয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করল। তারা অনন্তোপায় হয়ে আপন যুগপতির কাছে গিয়ে আপন অসহায় অবস্থার বিষয় অবগত করান। কপিরাজ তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল, তোমরা নিশ্চিত থাক, আমি তোমাদের প্রাণের ব্যবস্থা করতেছি। অতঃপর কপিরাজ নদীর এপারের একটি শাখা অবলম্বন করে ওপারের একটি শাখা সংলগ্ন করে নিজেকে ঝুলিয়ে দিল। কপিরাজের শরীর ডিঙিয়ে বানরগণ গঙ্গার এপার থেকে ওপারে লাফ দিয়ে পার হতেছিল। তবে শেষের একটি বানর কপিরাজকে পদাঘাত করে উত্তীর্ণ হলে কপিরাজ সে আঘাতে উপর থেকে খসে পড়ে বারানসী রাজের হাতে ধরা পড়ে যায়। বারানসীরাজ, কপিরাজের-স্বগোত্রের উদ্ধার করে আপন জীবনের আত্মাহুতি, তার এযেন বিশ্বয়কর ব্যাপার। তত্পরি হীন প্রকৃতি বানরের তাদের রাজার প্রতি কৃত্রিম আচরণ তার নিকট বিশ্বয়কর ব্যাপার নেই হ'ল এবং এতে তিনি হতবাক হলেন। অতঃপর ধৃত বানর রাজকে বলেন কপিরাজ, আপনার স্বগোত্রের নিরাপত্তার কারণে আপনার এই যে জীবন দান তা ব্যর্থ হবার নয়। আপনার উদার দৃষ্টি ভঙ্গি ও সহিষ্ণুতা দেবদুর্ভাগ চিন্তাশীলতার জন্যে চিরদিন আপনি অমর হয়ে থাকবেন। যুগপতি বানররাজ তার শের নিঃশ্বাস ত্যাগ করার

পূর্বে বলেন—রাজন ! এইতো সংসারের নীতি, বোধিচিহ্ন সংগঠনে জীবন চলার পথে যারা সাধীরূপে সহায়তা করে থাকে তাদেরকে শত্রু বলা যায় না। তারা পক্ষান্তরে পরম বন্ধু। বোধিচিহ্ন সংগঠনে তাদের অবদান অবিস্মরণীয়। একরূপ বলতে বলতে কপিরাজ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বারানসীরাজ কপিরাজের দেহ রাজকীয় মর্যাদায় সংকার করেছিলেন। এ হল বোধিসত্ত্বের ক্ষান্তি পারামী।

ক্ষান্তি পারমী পূরণে কলাবো জাতক

অতীত কালে বারানসীতে কলাবো নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন শূরাপায়ী, ভোগবিলাসী, মদমত্ত, সব সময়ে ইন্দ্রিয় পরিচর্যায় রত থাকতেন। সেই সময়ে আমাদের বোধিসত্ত্ব বুদ্ধাংকুর বারানসীর এক প্রসিক ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। নাম ছিল তার কুণ্ডল কুমার। তিনি প্রাপ্ত বয়সে তক্ষশিলার গমন করে ত্রিবেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে আপন জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন তাঁর পিতা-মাতা তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন অতঃপর ক্রমে তার মাতা-পিতার পরলোক প্রাপ্তিতে তার পরিবার প্রতিপালনের সমস্ত দায় দায়িত্ব তার কাছে বর্তায় এবং সপ্তম পুরুষের সম্পদ তার হস্তগত হয়। তিনি এই সব সম্পদগুলি লাভ করে চিন্তা করেন, আমার পূর্বপুরুষগণ এই সব সম্পদের মায়া পরিহার করে পরলোক গমন করেছেন। আমাকেও সেভাবে এইলি পরিত্যাগ করে যেতে হবে। তাই দেশের সর্বত্র ঢাক পিঠিয়ে ঘোষণা করে বললেন, আমার সম্পদগুলি দেশ ও জনসাধারণের কল্যাণে বিলিয়ে দিচ্ছি। যার যাহা প্রয়োজনে স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পাবেন। এভাবে সপ্তাহকাল দানকার্য পরিচালনা করে সপ্তম দিনে তিনি সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে নির্লিপ্ত ধ্যান অনুশীলন

করে লবণ ও অন্ন সেবন মানসে তারার বারাসীতে আগমন করলে কলাবোরাজের সেনাপতি সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়ে তাকে উত্তমরূপে ভোজন দান করে বলেন, সন্ন্যাসীন, আপনি রাজকীয় উদ্যানে অবস্থান করেন। আমি আপনার জন্ত পূর্ণ কুঠিরের ব্যবস্থা করেছি। তারপর হতে প্রতিদিন সেনাপতির বাড়ীতে সন্ন্যাসী ভোজন করতেন এবং রাজকীয় উদ্যানে অবস্থান করে ধ্যান অল্পশীলন করতেন। একদা কলাবো রাজ তার নর্তকীসহ ওচুর সুরা পান করে উদ্যানক্রীড়ায় বের হন। রাজা উদ্যানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একটি শাল বৃক্ষের ছায়ায় সুরামদে মত্ত হয়ে আপন প্রিয় সখীর ক্রোড়ে যুমিয়ে পড়ে। ইত্যবসরে, অপর নর্তকিগণ চিন্তা করে যে, ‘আমরা যার জন্ত নাচিব, গাইব, খেলিব, সে এখন গভীর নিদ্রায় অচেতন। আমরা এখন একটু এদিক সেদিক ঘুরে দেখি। কারণ আমরা অস্ত্রপূরচারিণী অসুখ্যাম্পদ নারী। অতঃপর রাজার নিকট হতে তারা একটু দূরে গিয়ে শালবৃক্ষের নীচে ছায়ায় উপবিষ্ট তাপসকে দর্শন করে তার নিকট একটু ধর্মকথা শুনবার জন্ত অদূরে উপবেশন করে প্রার্থনা করেন, ‘প্রভু, আমরা নারী জাতি, রাজার মনস্তৃষ্টি সাধন করাই আমাদের জীবনের ব্রত। আমরা মুক্তি পেতে চাই, আমাদের বাতাবরণ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। অতএব আমাদের জীবনের উন্নয়ন হউক আপনি আমাদের পথ দেখিয়ে দিন। সন্ন্যাসী তাদের আবেদনে সাদা দিয়ে তাদের ইহ পারত্রিক জীবন উন্নয়ন করে দশবিধ কুশলধর্ম সম্পর্কে দেশনা করেন। কলাবো রাজ যে সখীর অংকে গুয়েছিল, সে রাজাকে অঙ্গসঞ্চালন করে জাগ্রত করল। মদ-মত্ত রাজা হঠাৎ সন্নিহিত ফিরে পেয়ে বলে উঠল, “সেই বৃষলিগণ কোথায়?” রাজমহিষী হাতের ইসিগিতে দেখিয়ে দিলেন। কলাবো রাজ গাত্রোখান করে রুদ্ধমূর্ত্তি ধারণ করে সন্ন্যাসীর কাছে উপনীত হয়ে বলেন, “সন্ন্যাসীন, আপনার মতবাদ কি?” তখন সন্ন্যাসী বলেন, “রাজন, আমি কান্তিবাদী।” রাজা বলেন, “কান্তিবাদীর

স্বরূপ কি?" "রাজন। এই ধরনীতল যেমন ঘাষতীর বিষয়ে সহনশীল, তদ্রূপ আমার জীবনের ব্রতও সহনশীলতা। রাজা সন্ন্যাসীর এসব কথা শুনে কিঞ্চিৎ হয়ে গেলেন। তখন তার একজন ঘাতকে ডেকে পাঠালেন। রাজ আদেশে জল্লাদ অপর রাজকীয় অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সামনে উপস্থিত হয়ে রাজাকে বললেন, "রাজ মহাশয়, এখন আমাকে কি করতে হবে?" তখন রাজা গভীর কণ্ঠে বোষণা করলেন, "এই সন্ন্যাসীর হাত, পা, কান, নাক, সব কেটে পেল। ঘাতক আদেশ প্রতিপালন করল। রাজা আবার সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করল কেমন সন্ন্যাসী এখন তুমি কোন মতবাদ পোষণ কর?" সন্ন্যাসী বললেন, "রাজন, ধৈর্য ও সহনশীলতা, এগুলি আমার অন্তর্ভুক্তগতের সম্পদ। হস্ত, পদ, নাকের মধ্যে সহনশীলতা নেই।" রাজা সন্ন্যাসীর একরূপ উক্তি শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সন্ন্যাসীকে লাথি মেরে আসন থেকে ফেলে দিয়ে বললেন, "তোমার কমা নিয়ে তুমি থাক।" রাজা সন্ন্যাসীর দৃষ্টির বাইরে গেলে নীরব পৃথিবী দীর্ঘা বিভক্ত হয়ে তাকে গ্রাস করেছিল। একে বলে সাক্ষাৎ কৃতকর্মের ফল বা দৃষ্টধর্ম বৈদনীয় কর্মের ফল। ইত্যাবসারে সেনাপতি সন্ন্যাসীর কাছে এসে বললেন, "মদ মত্ত উত্তম প্রকৃতির রাজা অন্যান্য কাজ সম্পাদন করেছেন। এগুলি তার উচ্ছৃঙ্খলতা। রাজ্যবাসী প্রজাগণ নিরপরাধ। আপনি আমাদের কমা করুন।" সেনাপতি স্বয়ং সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ ও সেবা করেছিলেন। সন্ন্যাসী ব্যথার যন্ত্রনায় অল্পকণ পরে দেহত্যাগ করেন। বোধিসত্ত্ব সেই জীবনে কান্ধি পারমী পূরণ করেন।

ক্ষান্তি পারম্মা গুরণে আৰ্যদেব

খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উরিয়া বা দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধদের মহাযান ধর্মের প্রভাব বেড়ে যায়। আচার্য্য আৰ্য্যদেব ছিলেন শূন্যবাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। স্থানে স্থানে পণ্ডিতদের মধ্যে শাস্ত্র বিষয়ে বিচার বিশ্লেষণ ও বাক-বিতণ্ডা হত। একদা এক ভিন্নমত পোষণকারী সন্ন্যাসীর সহিত বাকযুদ্ধে শাস্ত্র বিচারে ভিন্নমত পোষণকারীর পরাজয় ঘটে। সন্ন্যাসীর শিষ্য বাকযুদ্ধে গুরুদেবের অসহায় অবস্থা দর্শনে প্রতিজ্ঞা করল, 'আপনার কাছে আজ আমার গুরুদেব শাস্ত্র বিচারে পরাজয় বরণ করেছেন সত্য, কিন্তু আমি তার শোধ নেব অস্ত্রের সাহায্যে। সে কৃপাণ হস্তে আৰ্য্যদেবের বিচরণ ভূমির চতুর্দিকে ঘোরাফিরা করে সুযোগ অবশেষে ছিল। একদা আৰ্য্যদেব তাঁর সহস্র শিষ্যকে নিয়ে লক্ষলোক আকর্ষণ করে আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনায় রত আছেন! ইত্যবসরে আততায়ী কৃপাণ হস্তে আৰ্য্যদেবের সামনে উপনীত হয়ে আৰ্য্যদেবের পেটে ছুরিকা প্রবেশ করে দিয়ে বল্লেন, 'ঘোণীন, আপনি একদিন আমার আচার্য্যকে বাক-যুদ্ধে জয় করেছিলেন। আজ আমি আপনাকে অস্ত্রের সাহায্যে জয় করলাম।' তখন আচার্য্যদেব বল্লেন, 'বৎস, তুমি এখনো তোমার দেহের মায়া পরিত্যাগ করতে পার নাই। অদূরে আমার পাণ্ডুপুত্র আছে। ঐগুলি নিয়ে তুমি পালিয়ে যাও। আমার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে মোহ-গ্রস্ত, তারা দেখলে তোমাকে ধরে ফেলবে এবং রাজ দরবারে নিয়ে যাবে। এ সময়ে তাঁর একজন শিষ্য সেখানে উপনীত হলে আশ্রমের মধ্যে কলরব উঠে গেল।

নাহি প্রাণ নাহি প্রাণী
নাহি হত্যা নাহি অত্যাচার
জন্ম নাই মৃত্যু নাই
নাহি সুখ দুঃখ হাহাকার।

কে তোমার প্রিয়জন
 কার ওরে কর অশ্রুপাত
 কে মরিল কে মাদিল
 কে করিল কারে অস্ত্রাঘাত
 হোক মোহবন্ধন
 সব মিথ্যাদৃষ্টি হোক তিরোহিত
 মহাব্যোম সমান শূন্যতা
 শান্ত শিব প্রপঞ্চ অতীত ।

— ০ —

সত্য পারামী

— ০ —

ঐবধি তারকা যথা মুহূর্তের তরে
 আপন গন্তব্য পথ কিছুতে নাছাড়ে
 কিছুতেই অতপথে করেনা গমন
 তুমিও তুমিও নাথ তেমন তেমন
 কর নাই কর নাই সত্য বিসর্জন ।
 সত্য পথে করিয়াছ সদা বিচরণ
 সত্য পরিপূর্ণ করি পূর্ণ সত্য বলে
 সমাক সম্বন্ধ হলে বোধিতরু মূলে ।

প্রকাশ্য হউক গুপ্ত হউক, যে কোন একটি যথাযথ বিষয়কে কেন্দ্র করে প্রতিজ্ঞা বা শপথ বাক্য উচ্চারণ অথবা গুপ্ত সত্যকে উদ্ধার করে একনিষ্টভাবে তৎপ্রতি মনসংযোগ রেখে সত্যকে সত্যক্রিয়া বা শপথ বাক্য উচ্চারণ করার নাম সত্য পারামী। তার তিনটি ভাগ। পারামী, উপ-পারামী, ও পরমার্থ পারামী। বোধিসত্ত্বের বর্তক জাতকে উল্লেখ আছে যে মহাসত্ত্ব একবার বর্তক যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। জন্ম-

কণে তার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গও অস্থানা বর্তক হতে সতেজ ও সুবর্ণ বর্ণ ছিল। ডিম্ব ভেদ করে সবে মাত্র বর্তক শিশু বের হয়েছে। তার হস্ত-পদ তখনও চালু হয় নাই। হঠাৎ একদিন দাবাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলতে জ্বলতে তার সামনের দিকে এগিয়ে আসতেছিল। প্রতিবেশী বর্তকগুলি এই দাব গ্নি দর্শনে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। এমন কি এতদসঙ্গে তার মাতা-পিতাও পালিয়ে গেল। দূর থেকে বর্তক শিশু দাবাগ্নি দেখে চিন্তা করলো, - 'আপাততঃ আমার অসহায় জীবন। আমার হস্ত আছে, ধরতে পারি না, পদ আছে, চলতে পারি না, পাখা আছে, উড়তে পারি না। এমনতাবস্থায় এই বিপদ হতে রক্ষা পেতে হলে আমাকে সত্যক্রিয়া বা শপথ বাক্য উচ্চারণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। জগতে শীলবান শ্রমণ, ব্রাহ্মণ আছে। শীল প্রতিপালনের ফলও আছে। বিমুক্ত পুরুষ, বুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধ, সম্যক সম্বুদ্ধগণ জগতে আবির্ভূত হয়ে থাকেন এবং তাঁদের পারমিতার গুণধর্ম আছে। পারমী পূর্ণ করলেই সম্বোধিজ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়। শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা বলে বিমুক্তি লাভ করা যেতে পারে। সত্যই তথাগত বুদ্ধ করুণাবান। পরম কারুণিক বুদ্ধের অন্তর মৈত্রীভাবে পরিপূর্ণ। তিনি সর্বজ্ঞ সর্বদর্শী। বর্তক পোতক বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে শরণ করে ধর্মানুশীলন ও শপথ বাক্য উচ্চারণ করতে গিয়ে বলেন—

শীল সত্য শুচী করিয়া শরণ,
অমোঘ শপথ আমি করিব গ্রহণ
ধর্মের অসীম বল শরণ করিয়া
ভূতপূর্ব জীর্ণগণ চরণে নমিয়া
সর্বংশ নির্ভর করে সত্যের উপরে
শপথ করিহু আমি অগ্নি রোধিবারে।

বোধিসত্ত্ব বর্তক শিশু বুদ্ধ ও প্রত্যেক বুদ্ধের গুণগ্রাম শরণ করে

এবং নিজের হৃদয়ে যে সত্যজ্ঞান নিহিত ছিল তার উপর নির্ভর করে শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন। আমার পাখা আছে, আমি উড়তে পারি না, পা আছে চলতে অক্ষম, মাতাপিতা আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। এ ছত্যাশন তুমি আমার রক্ষা কর, অত্রস্থান হতে বিবর্তণ কর। তাই বোধিসত্ত্বের এইরূপ সত্য্যিয়ার প্রভাবে অগ্নি তৎক্ষণাৎ ঘোল করিশ প্রমাণ স্থান পরিত্যাগ করল। তদ অবধি এস্থান আর দক্ষ হয় নাই। ইহা বোধিসত্ত্বের কল্প স্থায়ী প্রতি আৰ্য্য সত্য পারমী।

সত্য পারমী পুরণে সুতসোম জাতক

সে অনেকদিন অতীতের কাহিনী। বোধিসত্ত্ব একবার কুরু রাজ্যে জন্ম পরিগ্রহ করে প্রাপ্ত বয়সে তক্ষশীলাতে বিশ্ববিখ্যাত আচার্য্যের পৃষ্ঠাচার্য্য হয়েছিলেন। আচার্য্যের বিদ্যালয়ে সমগ্র জম্বুদ্বীপের আরও একশ একজন রাজপুত্র নানা প্রকারের বিদ্যা ও শিল্প শিক্ষা করতেন। একদা বারাণসী রাজপুত্র সে বিদ্যালয়ের ছাত্ররূপে অংশগ্রহণ করে। সকলেই স্ব-স্ব বিদ্যা শিক্ষা পরিসমাপ্তির পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করার সময়ে বোধিসত্ত্ব সকলকে উপদেশ প্রসঙ্গে বলেন, বন্ধুগণ তোমরা আপন রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করে দশবিধ রাজধর্ম্য প্রতিপালন করতঃ রাজ্য পরিচালন করবে। তা ছাড়া প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে উপোসথ শীল প্রতিপালন করে স্মৃষ্টু জীবন যাপন করবে। তারা সকলেই একের পর একজন স্ব স্ব রাজ্যে প্রমণ করলে তাদের বিদ্যাবর্তার পরিচয় গ্রহণ করে সকলকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একসময় বারাণসী রাজ উপো-সথ দিবসে উপোসথ অধিষ্ঠান করে সময় ক্ষেপন করতেছিলেন। তাঁর রাজ্যে তাঁর আদেশ ছিল, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা দিবসে রাজ্যে কেহ প্রাণী হত্যা করতে পারবে না। অথচ রাজ্য মাংস ছাড়া ভোজন করতেন না।

পাঁচকের অসাবধানতা বশত: রাজার ভোজন শালার পক মাংসগুলি রাজ পরিবারের কুকুরগুলি উদরসাৎ করায় পাচক মহা বিভ্রাটে পড়ে গেল। মাংস শুষ্ঠ ভোজন খালা রাজ-সকাশে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব, বিধায় সে আমক শ্মশান হতে সদ্য মৃত মানুষের মাংস সংগ্রহ করে পাক করত: ভোজনসহ মাংসের খালা রাজ সকাশে নিয়ে গেল। রাজা একখণ্ড মাংস মুখে দেওয়ার পর তার সপ্ত শত রসহরনী স্নায়ুগুলি লাফিয়ে উঠল। কারণ ইতিপূর্বকার জন্মেও সে যক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করেছিল। এতে তার দেহে শিহরণ সৃষ্টি হল। রাজা মাংসের সত্যতা নির্ণয় করবার জন্য পাচককে আহ্বান করে বলল, “এযে বিষাক্ত তেতো মাংস তুমি কোথেকে সংগ্রহ করেছ। এত ন্যক্খারজনক মাংস কি খাওয়া যায়?” তখন পাচক বলল, “মহারাজ এ অতি উৎকৃষ্ট মাংস, নিম্পাপ।” তখন রাজা বললেন, “তুমি সত্যি দিবি করে বল, অন্যথায় তোমার প্রাণদণ্ড হবে।” তখন সে অনন্যোপায় হয়ে বলল, “রাজন, আপনি আমাকে অভয় দান করুন, আমি সত্যি দিবি দিয়ে বলতেছি, অন্য আপনায় রাজ্যে প্রাণী হত্যা নিষেধ বিধায় রাজ পরিবারের কুকুর গুলি ভোজনশালার মাংস খেয়ে ফেলেছে। এসব কারণে বাজারে মাংসের অভাবে আমি আমক শ্মশান হতে মাংস সংগ্রহ করেছি। এযে মানুষের মাংস।” তখন রাজা পাচককে বললেন, “পাচক তুমি কাল হতে মানুষের মাংসই সংগ্রহ করে পাক করবে।” পাচক বললেন, “রাজন, আমি এত লোক পাব কোথায়? রাজা বললেন, “কেন, আমার জেল খানায় তো অনেক লোক আছে।” তখন হতে রাজা রোজ রোজ রাজ-ভোগের জন্য প্রতিদিন মানুষ হত্যা করতেছিল। জেলখানায় কয়েদিগণ আস্তে আস্তে শুষ্ঠ হতে লাগল। তারপর হতে পথে-ঘাটে মানুষ হত্যার হিরিক পড়ে গেল। জনসাধারণ বলতে লাগল — আমাদের রাজ্যে যক্ষ প্রবেশ করেছে। তখন জনসাধারণ যক্ষকে ধরবার জন্য মদ্রীর কাছে

লস্তাব নিয়ে গল। মন্ত্রী নাম ছিল কাল হস্তী। তিনি নিঃস্বপ্নে তত্ত্বাবধানে
 পাহারা দেওয়ার রাজপাচক ধরা পড়ল। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল,
 পাচক তুমি একি করতেছ। পাচক বলল, “আমারতো কোন দোষ নেই,
 আপনাদের রাজাই তো মানুষের মাংস ভক্ষণ করে। রাজারই ইচ্ছা-
 তে আমি দিন দিন মানুষ হত্যা করি। তখন মন্ত্রী কাল হস্তী পাচক
 সহ রাজসকাশে উপস্থিত হল এবং জিজ্ঞাসা করল, ‘রাজন, আপনি
 মানুষের মাংস ভক্ষণ করেন?’ রাজা বললেন হ্যাঁ। মন্ত্রী বললেন,
 “তবে, আপনি সেই দুঃপ্রাণী পরিত্যাগ করুন! অন্যথায় আপনাকে
 রাজ্যত্যাগী পরিত্যাগ করবে।” কিন্তু রাজা লোভ বশে আপন স্বভাব
 পরিত্যাগ করতে না পেয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করে জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ
 করলেন। সেখানে বসতি স্থাপন করে রাস্তার পথিককে হত্যা করে
 ভোজন করতেন। একদা সে জনশূন্য পথে লোক সংগ্রহ করতে না
 পেয়ে তার পাচককে হত্যা করে ভোজন করেন। সে রাস্তা দিয়ে
 একক যাত্রা সম্ভব হত না। এক সময় এক ব্রাহ্মণ কুমারকে ধরতে
 গিয়ে রাজা কণ্টকে বিদ্ধ হন এবং মানস করেন যে সপ্তাহ কালের মধ্যে
 আরোগ্য লাভ করলে একশ এক জন রাজার গল রক্ত দিয়ে বৃক্ষদেব-
 তার পূজা করবে। দৈবাৎ তার অভীষ্ট সিদ্ধ হল। তারপর বৃক্ষদেব-
 তার পূজা করবার পরিকল্পনায় ক্রমে ক্রমে একশ একজন রাজাকে ধরে
 নিয়ে বৃক্ষতলের উপরিডালে হস্তপদ বন্ধ করে রাখলে বৃক্ষদেবতা চিন্তা
 করলেন, একমাত্র নরখাদক বারানসী রাজ্যের কোপে পড়ে জম্বুদ্বীপ
 রাজা শূন্য হয়ে যাবে, ইহাদিগকে কি করে রক্ষা করা যেতে পারে।
 তিনি চারিলোকপাল দেবতা হতে আরম্ভ করে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দের
 পরামর্শ গ্রহণ করেন। দেবরাজ বলেন, একমাত্র সফলের প্রাণ রক্ষা
 করতে পারেন কৌরব রাজ সুতসোম। তুমি প্রব্রাজক বেশে বারানসী
 রাজ্যের নিকট আশ্রয়প্রকাশ করে বল যে, সুতসোম ছাড়া যদি তুমি যজ্ঞকর্ম

সম্পাদন কর, তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে এবং বৃক্ষদেবতা তোমার এই পূজা গ্রহণ করবে না। সে দেখে মতো তুমি বৃক্ষে প্রবেশ করবে। নরখাদক বারানসীরাজ বৃক্ষদেবতা হতে এই সংকেত পেয়ে বিবেচনা করেন যে আগামী পুষ্ট নক্ষত্রে রাজপুত্র সুতসোম মঙ্গল পুষ্করিণীতে অবগাহন করতে যাবে। সেই সময় তাকে অপহরণ করা সম্ভব হবে। সেই পূর্ণিমা দিন বারানসীরাজ যক্ষদত্ত মন্ত্র অধিষ্ঠান করে মঙ্গল পুষ্করিণীতে গা ঢাকা দিয়ে রইল। সেই সময় রাজপুত্র সুতসোম পুষ্ট নক্ষত্রযোগে মঙ্গল পুষ্করিণীতে অবগাহন করে যখন আপন পোষাক-পরিচ্ছদ রদবদল করতেছিলেন, সেই সময়ে নরখাদক বারানসীরাজ হঠাৎ উচ্চস্বরে চীৎকার করে বলে উঠলেন, “আমি নরখাদক বারানসীরাজ।” রাজা সুতসোমকে ধরে আপন কাঁধে নিয়ে সেই পুষ্করিণীর ছাদ দেওয়াল ডিঙ্গিয়ে বনপথে যাত্রা করলেন। তার অমানুষিক চীৎকারে সৈন্য গণ বৃকে হামাগুড়ি দিয়ে পাচ্ছিল গেল। রাজা সুতসোমকে নিয়ে যখন রাজা পথে যাত্রা করেন, সেই সময় তার দেহ হতে জ্বল ছিটকিয়ে পড়তেছিল বারানসীরাজ মনে করল, জগতে যত্নকে ভয় করে না এমন কেউ নেই। তাই কুরুরাজ যত্নভয়ে ক্রন্দন করতেছে! তাই সম্বোধন করে বললেন, “রাজন, আপনি কি আসন্ন যত্নের কারণে ক্রন্দন করতেছেন?” রাজা বললেন, “না? তবে আমার অবগাহনে আসবার সময় একজন ব্রাহ্মণ চারিটি শতাহঁ গাথা শুনাবেন বলে বলেছিলেন। আমি শুনব বলে তাকে কথা দিয়েছি। শেষ পর্যন্ত তোমার পাল্লায় পড়ে সে কথা আর রক্ষা হল না। সেইটো আমার আফশোসের কারণ।” সুতসোম বললেন, “রাজন, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি এবং আমি তোমাকে শিক্ষাও দিচ্ছি এবং শপথ করছি আমি গাথা চারটি শ্রবণ করে কালকেই তোমার কাছে ফিরে আসছি। আজকের জন্য তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার যত্ন কর্মের

কোন অস্ত্রায় হবে না। আমি তোমার কাছে এরূপ প্রতিশ্রুতি দান করলাম। কোঁরব রাজ সূতসোম বার বার অনুরোধ করায় নরখাদক বারানসীরাজ চিন্তা করেন, “ইনি আমার পুষ্ট আচার্য্য। গাথা শ্রবণ করতে যদি ইচ্ছা করেন আশুন। না আসলে আমার গল রক্ত দিয়ে বৃক্ষ দেবতার অর্চনা করব, তাঁকে যাবার সুযোগ করে দিতে হবে।” তখন বারানসী রাজ বললেন, “বন্ধুবর, আমার যত্র কর্মের যাতে বাধা সৃষ্টি না হয়, আপনাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে।” রাজা ‘তথাস্তু’ বলে স্বীকৃতি দান করে নরখাদক রাজা হতে বিদায় গ্রহণ করে প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের কাছে উপনীত হল এবং কশাপ বৃক্ষের অনুসৃত গাথাস্ত্রলি শ্রবণ করে চারটি গাথা শুনায় বিনিময়ে ব্রাহ্মণকে চারলক্ষ মুদ্রা দান করেন। তৎপরে আপন পিতৃ-মাতৃ সদনে গমন করলে তাদের পিতৃদেব বললেন, “বৎস সূতসোম, তুমি নাকি চারটি গাথা শ্রবণ করে, ব্রাহ্মণকে চারলক্ষ মুদ্রা দান করেছ। ইহা কি সত্য?” সূতসোম বললেন, ‘হঁ।।’ বৎস, “তা অত্যধিক হয়েছে।” তখন সূতসোম তার পিতৃদেবকে বললেন, “বাবা, আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন। আমি এখন নরখাদক রাজার কাছে গমন করতেছি। আমার এ রাজ্যে বসতি স্থাপন করা সম্ভব নহে। আমি তার কাছে যাব বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” রাজা বলেন, “বাবা তা হয় না। আমরা তোমাকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ বিগ্রহ করব। অতএব চতুরঙ্গিনী সৈন্তসহ আমি সেই নরখাদক রাজার সহিত সাম্না-সাম্নি যুদ্ধ করব। তুমি নিশ্চিন্তে থাক।” সূতসোম বলেন, “বাবা, সে হয় না, আমাকে আপন কর্তব্য রক্ষা করতে হবে, যেহেতু আমি সেই বিষয়ে তাকে কথা দিয়েছি।” অতএব, সূতসোম তার মাতাপিতার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে নরখাদক বারানসী রাজের নিকট উপস্থিত হলে রাজা স্তম্ভিত হল। রাজা বললেন, “মহারাজ, আপনি আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করে এসেছেন?” হঁ। রাজম

“এখন আপনি নিজস্ব কর্তব্য সম্পন্ন করতে পারেন।” নরখাদক বারানসীরাজ শ্রুতসোম রাজের এ অকুতোভয় দর্শন করে বলেন, “আপনি কি করে আপনার জীবন সম্পর্কে অভয় হতে পেরেছেন? আপনার কি জীবনের মায়া নেই?” রাজা বলেন, “সে কি ব্যাপার, মানুষের জন্ম এবং মৃত্যু এগুলি মানুষের জন্মগত স্বভাব! জন্ম যখন হয়েছে একদিন মৃত্যুতো হবেই। তবে চরিত্রই মানুষের জীবনের মানদণ্ড। শুভ কর্মে শুভ বল, অশুভ কর্মের অশুভ ফল। একরূপ যাদের আত্মবিশ্বাস আছে তারা কখনও পাপ কর্মে রত হতে পারে না। যার জীবন পুণ্যময় তার মৃত্যুতে ভয় কি? আমার জীবন নিষ্পাপ, আমি দ্বিতপ্রজ্ঞ। মুখে দুঃখে আমি নির্বিকার আছি।” নরখাদক রাজা মনে করলেন, “আমার বিশ্বাস হচ্ছে, এই কোঁরব রাজ শ্রুতসোম কণ্যাপ বৃদ্ধের শতাহঁ গাথা শুনে আপন জীবন সম্পর্কে অভয় হয়েছেন। তার নিকট এই গাথা গুলি শুনা যাক।” নরখাদক রাজার সান্ত্বনয় প্রার্থনায় বোধিসত্ত্ব তাকে গাথা চতুষ্টয় শ্রবণ করালেন। এতে বারানসীরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, “আমি আপনাকে চারটি বর প্রদান করতে ইচ্ছা করি। আপনি যথা ইচ্ছা প্রার্থনা করতে পারেন।” তখন কোঁরব রাজ শ্রুতসোম চিন্তা করেন, তিনি আমাকে কিইবা বর দিতে পারেন? তথাপি তাকে পরীক্ষা করবার জ্ঞান বলেন—

প্রথমতঃ আমি তোমার শতাব্দু কামনা করি।

তৎপর একশ একজন রাজনকে বধন মুক্ত ও আপন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হউক।

আজ হতে তোমাকে নরমাংস ভক্ষণ অভিলাষ পরিত্যাগ করতে হবে।

নরমাংসভোগী রাজা বলেন, “রাজন, আমি যে কারণে রাজ্য পরিত্যাগ করে বনজঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছি, আত্মীয়-স্বজন সকলকে পরিত্যাগ করেছি, একমাত্র মাংস ভক্ষণ করার জ্ঞান।” আপনিতো জানেন,

“আমি নরমাংসভোগী, নরমাংস ভোজন ছাড়া আমি কি করে বাঁচব ? আমাকে বাঁচতে দিন।” “ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু আপনি যেমন ক্ষত্রিয়, আমিও ক্ষত্রিয়। ক্ষাত্র ধর্ম প্রতিপালন করা আমাদের একান্ত অপরিহার্য। আপনাকে যে আমি কথা দিয়েছি, সে কথা আমাকে প্রাণের বিনিময়ে রক্ষা করতে হবে। আপনাকে এই চারটি বর প্রদান করলাম।” অতঃপর বোধিসত্ত্ব শূতসোম ও বারানসী রাজ রাজাগণকে বন্ধন মুক্ত করে সপ্তাহকাল সেখানে সেবা করে তাদের স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরণ করলেন। তৎপর নরখাদক বারানসী রাজকে তার রাজ্যে নিয়ে গেলে রাজ্যের সমস্ত মানুষ তার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে রাজ্য হতে বহিস্কার করবার জন্য সংঘবদ্ধ হলে বোধিসত্ত্ব শূতসোম যথাধর্ম উপদেশ দান করে তাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। আশু শেষে সকলে কর্মানুগতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই জাতকে তিনি সত্য রক্ষার জন্য আত্মজীবন দান করেছিলেন। এই হল সত্য পারমী। তথাগত বুদ্ধের ধর্মের দুইটি দিক। একটি হল ব্যবহারিক সত্য অপরটি হল পরমার্থ সত্য। ব্যবহারিক সত্যকে বাদ দিয়ে পরমার্থ সত্যকে দেশনা করা যায় না। পরমার্থ সত্য উপলব্ধি ব্যতীত নির্বাণও লাভ করা যায় না। তবে আমি, তুমি, সে হল ব্যবহারিক সত্য। আর নিঃস্বার্থ নির্জীব শূন্য এই হল পরমার্থ সত্য। এই সত্য উপলব্ধি করাই সত্য পারমী। তথাগত বুদ্ধের চারটি আর্ষসত্যের মধ্যে—

- ১। হৃৎক সত্য পরিজ্ঞেয়, তথাগতেতো পরিজ্ঞাত।
- ২। সমুদয় সত্য প্রহিতব্য তথাগতেতো প্রহীন।
- ৩। নিরোধ সত্য তা প্রত্যক্ষতব্য প্রত্যক্ষ তথাগতেতো প্রত্যক্ষ করেছেন।
- ৪। মার্গসত্য তা ভাবেতব্য তথাগতেতো ভাবিত।

এইভাবে তথাগত তা ত্রিপরিবর্ত ও দ্বাদশ আকারে উপলব্ধি

করেছেন যাহাকে সত্যজ্ঞান, কৃতজ্ঞান, ও কৃতজ্ঞান বলা হয়।

বোধিসত্ত্ব মংসা জাতক, বানরিক জাতক, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন জাতকে সত্য পারমী পূরণ করেছেন বলে উল্লেখ আছে।

—:“নির্বানং পরমং সুখং”—

—: অধিষ্ঠান পারমী :—

শিলাময় শৈল যথা থাকে অধিষ্ঠিত,
বাতাঘাতে কিছুমাত্র না হয় কম্পিত।

তেমন তুমিও প্রভু স্বীয় অধিষ্ঠানে
অধিষ্ঠিত ছিলে সদা চেয়ে লক্ষ্যপানে
পরিশেষে সেই লক্ষ্যে বোধিতরূ মূলে
অপার্থিব আনন্দেতে স্ববলে লভিলে।

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য প্রতিজ্ঞালব্ধ ইওয়ার নামই অধিষ্ঠান পারমী। যাকে সংকল্পবদ্ধ বলা হয়। তবে নির্বাণ প্রাপ্তির জন্য যে আকাংখা তা কামনা মূলক নয়, তা কামনা অপ্রতিবদ্ধ, কাজ করবার প্রবল আকাংখা বা সদিচ্ছা সর্বশ্রুতা জ্ঞান প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ কুমার যে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন তা এরূপ—

ইহা আসনে শুস্য হু মে সরীরং
দ্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাণ্য বোধিং বহু কল্প হুল্লভং
নৈবাসনং কায় মতি চলিসুসতি।

এই আসনে আমার অস্থি, মাংস, স্নায়ু সবই শুকিয়ে যাক। যতদিন পর্যন্ত আমি বোধিজ্ঞান লাভ না করি তাৎকাল আমি এ আসন পরিত্যাগ

করব না। হয়ত এ আসনে আমার অভিষ্ঠ সিদ্ধি অন্যথা এই আসনে আমার মৃত্যু অনিবার্য। এ হল অধিষ্ঠান পারমিতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। বুদ্ধাংকুর সে রাত্রির প্রথম ষামে জাতিস্মরণ জ্ঞান, দ্বিতীয় ষামে চ্যুতিউৎপত্তি জ্ঞান, তৃতীয় ষামে আসবক্ষর জ্ঞান লাভ করে সর্বত্র বুদ্ধ হয়েছিলেন। বোধিসত্ত্বের জাতক জীবনে তেমির কুমারের বয়স যখন মাত্র এক বৎসর সে সময় তাঁকে রাজকীয় অলংকারে সুসজ্জিত করে রাজ-দরবারে রাজ্যাসনে তার পিতৃদেবের ক্রোড়ে দিয়েছিলেন। ইত্যবসরে চারজন চোর রাজ-বিচারে দণ্ডিত হয়ে, কারও ভাগ্যে কষাঘাত, কারও ভাগ্যে বেত্রদণ্ড, কারও ভাগ্যে মৃত্যুদণ্ড আরোপিত হল। শিশু তেমির কুমার পিতৃদেবের এ আদেশ শুনে ভীত ও সন্ত্রস্ত হল এবং চিন্তা করল—আমার পিতা একমাত্র রাজ্য রক্ষার কারণে যে নিষ্ঠুর রাজ আদেশ প্রদান করেছেন তা নিরয়গামী কর্ম। তৎপর দিবস তাকে সুসজ্জিত করে পরিচারিকা শ্বেত-ছত্রের নীচে শয়ন করালে রাজ কুমার তো স্বভাবতই ধর্মভীরু এবং রাজ ভবনের বিপুল ঐশ্বর্য সন্দর্শনে ভাবে বিভোর হয়ে চিন্তা করল, ‘আমি কোথা হতে এসে অন্ন জন্ম পরিগ্রহ করেছি। এ চিন্তা করতে করতে তাঁর জাতিস্মরণ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল।

ইতিপূর্বে সে এ কাশীরাজ্যে বিংশতি বৎসর রাজ্য পরিচালনা করে অশীতি সহস্র বৎসর উৎসদ নিরয়ে দুর্ভোগ নারকীয় যন্ত্রনা পরিভোগ করেছে। আবার তাঁর জন্ম কাশীরাজ পরিবারে রাজপুত্ররূপে। পুনরায় তাকে নিরয়গামী কর্মে লিপ্ত হতে হবে। সেরূপ চিন্তা করতে করতে তার শরীর হতে ঘর্ম বের হল। দেহ বিবর্ণ হল। “কি উপায়ে আমি চোর গৃহ হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারি?” এই শুভকণ্ঠে মহাসত্ত্বের কোন এক জন্মের জননী রাজছত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে জন্ম নিয়েছিলেন। বোধিসত্ত্বের এ হেন পরিণতি অবলোকন করে দেবী আকাশ ধ্বনি করল, “তেমির, তুমি আপাতদৃষ্টিতে রাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হয়ে তার রক্ষার

বাপারে আপন কৃত কর্মের পরিণতি ভেবে অস্থির হয়েছে। ভয় পেয়ে না। যদি এখান হতে মুক্তি পেতে চাও, তোমাকে পীঠ, সর্পা, বধির ও মুখবৎ হয়ে থাকতে হবে। এতে তোমার কার্য সিদ্ধি হবে। কুমার রাজহুত্র অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আশ্বাস বাক্যে নিশ্চিত হয়ে বধির, মৃত, পীঠ সর্পা, বা জড়পিণ্ড বৎ হয়ে রইল। কাশিরাজ পুত্রের সঙ্গে আরও ৫০০ শিশু জন্ম গ্রহণ করেছিল। রাজা সমস্ত শিশুগণকে রাজ প্রাসাদে নিয়ে এসে ধাত্রীর কাছে সমর্পণ করেন। সে সব ছেলেগণ আপন ইচ্ছা মত হৈহুল্লা করে খেলা ধূলা করত। কিন্তু রাজপুত্র তেমিয় কুমার অচল প্রস্তরখণ্ডবৎ পড়ে থাকত। না ছিল তার হাঁসি, না ছিল তার কান্না। স্তব্ধ হয়ে শুয়ে থাকাটাই ছিল তার চিরজীবনের সাধনা। কাশী রাজ পুত্রের একরূপ পরিণতি দর্শন করে হতবাক হল। অগাধ ছেলেগণ দুধ খাওয়ার জন্ত কান্নাকাটি করত। কিন্তু কুমার এ বিষয়ে নীরব থাকত। তার জানা ছিল যে তার আসল স্বরূপ ধরা পড়লে রাজ প্রাসাদ থেকে অব্যাহতি পাবে না। বরং তার রাজ্য পরিচালনা করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়। এজন্য সে কান্নাকাটি করত না। ষোলটি বিষয়বস্তু নিয়ে ত্রুমুগত ষোল বৎসর তাকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো, তন্মধ্যে দুধ, মিষ্টি ফল, খেলনা, অগ্নি সর্প, হস্তী, শঙ্খ, মল-মূত্র-নৃত্য-গীত-নারী-সংস্পর্শ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে তার উদাসীনতা দর্শন করে আবার দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করে গননা করা হল কুমারের একরূপ পরিণতি হল কেন।

ব্রাহ্মণগণ বল্লেন, “রাজন! আপনার এ ছেলেটা বহু সাধনালব্ধ। দুর্ভাগ্য ছেলেটা অপেয়ে হতচ্ছাড়া, সে যদি রাজ প্রাসাদে অবস্থান করে রাজ্য রাণীর জীবন নাশ ও রাজ্য বিনাসের সম্ভাবনার যোগ দেখা যায়! তবে আমরা এতদিন আপনাদের মানসলব্ধ ছেলে বলে সত্য গোপন করেছি। অতএব তাকে আর রাজ প্রাসাদে রাখা সম্ভব নহে। এক খানি অলক্ষুণে ভাঙ্গা গাড়ীতে তোলে রাজ প্রাসাদের পশ্চিম দরজা

দিয়ে বের করে আমক শ্মশানে নিয়ে জীবন্ত পুঁতে ফেলতে হবে। রাজ মহিষী চন্দ্রাদেবী আপন ছেলের এরূপ অমঙ্গল বার্তা শ্রবণ করে শিহরে উঠলেন। রাজার কাছে গিয়ে সাহুনে প্রার্থনা জানালেন “রাজন! আপনি আমার ছেলের জন্মদিনে বলেছিলেন আমাকে একটা বর দেবেন। অতএব আমার কাতর নিবেদন আমার ছেলে তেমিয় কুমারকে শ্বেতছত্র দান করুন।” রাজা বল্লেন, “রাণী তা হয় না, ছেলে হতভাগ্য অলক্ষুণে।” রাণী বল্লেন, “রাজন! চিরদিনের জন্য না ই বা দিলেন। অন্তত: ২/৪/৩/১ অন্তত পক্ষে সপ্তাহ কালের জন্য হলেও আমার প্রার্থনা পূরণ করুন।”

রাজা রাণীর একান্ত অনুরোধে অনন্যোপায় হয়ে তেমিয় কুমারকে সপ্তাহকালের জন্য রাজছত্র দান করলেন। সমগ্র রাজ্যে টাক পিটিয়ে ঘোষণা করা হল যে সমগ্র রাজ্যের সার্বভৌম কতৃৎ তেমিয় কুমারের হস্তে সমর্পণ করা গেল। তারই আদেশ নির্দেশে সমগ্র রাজ্য বাসী পরিচালিত হবে। রাণী চন্দ্রাবতী তার পুত্রের কানে গিয়ে বল্লো, “বাবা তেমিয় কুমার, তুমি সমগ্র রাজ্যের অধিপতি এবং তুমিই সমগ্র রাজ্যের জনগণের দণ্ড মুণ্ডের কর্তা। তুমি একবার চোখ খোলে দেখ তুমি কত সৌভাগ্যবান।” সপ্তাহকাল তার জননী ছেলের পার্শ্বে থেকে অনেক অনুনয় বিনয় তথা সৌভাগ্যের উচ্ছ্বাস জানায়েও তার নিষ্ক্রিয় জীবনের সুবাহা করতে পারলেন না। সপ্তাহ পরে কাশিরাজ তাঁর সুনন্দ নামক সারথীকে আহবান করে বলেন, ‘সারথী আমাদের অলক্ষুণে রাজপুত্র তেমিয় কুমারকে অমঙ্গল গাড়ীতে আরোহন করিয়ে নগরের পূর্ব দরজা দিয়ে বের করে আমক শ্মশানে নিয়ে জীবন্ত পুঁতে তার মাথাটা কোদালের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে রাজবাড়ীতে চলে আসবে। সারথী সুনন্দ রাজ আদেশ ‘তথাস্থ’ বলে স্বীকৃতি জানায়ে সপ্তাহ পরে একখানি অপের গাড়ী নিয়ে রাজপ্রাসাদে

গগন করে তেমিয় কুমারকে গাড়ীতে তুলে নিলেন। কুমার গাড়ীতে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে বিহ্বল বেগে রাজ প্রাসাদ পরিত্যাগ করল। তৎপর পশ্চিম দরজা দিয়ে বের হল। অতঃপর গাড়ী অনেক দূরে এগিয়ে গেল। সারথী গাড়ী থামিয়ে গাড়ী হতে অবতরণ করে আপন কোদালী দিয়ে গর্ত খনন করতে শুরু করেছিলেন। এ সময়ে বোধিসত্ত্ব তেমিয় কুমার বিগত ১৬ বৎসর পর্যন্ত যে হস্তপদ নাড়াচাড়া করে নাই, তা কর্মক্ষম আছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্ত গাড়ী হতে নামবার ইচ্ছা করলে গাড়ী আপন স্বভাবে নত হয়ে যায়। এ অবস্থায় গাড়ী হতে অবতরণ করে নিজের হস্তপদ নাড়াচাড়া করে দেখেন। এতে তার আত্মবিশ্বাস হল, সুনন্দ সারথী যদিও তাকে আক্রমণ করতে আসে, সে তা প্রতিবোধ করতে সমর্থ হবে। অতঃপর তার বিলাস-বাসনের ইচ্ছা হলে এ বিষয় দেবরাজ ইন্দ্র জেনে তার জন্ত দেবলোক হতে বিলাস-বাসনের সামগ্রী প্রেরণ করেন। এতদ্বারা কুমার দেবরাজ কর্তৃক প্রেরিত বিলাস-সামগ্রী পেয়ে আনন্দ উল্লাস চিন্তে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মালিশ করেন। তৎপর যেখানে সুনন্দ সারথী গর্ত খনন করতে লাগলেন, সেখানে উপনীত হয়ে বললেন, “সারথী, তোমার এত ব্যস্ততা কিসের? তুমি তো দেখি গর্ত খননে ব্যতিবাস্ত। এর কারণটা আমাকে খুলে বলবে কি?”

এসব কথা শুনে সারথী সুনন্দ উপর দিকে দৃকপাত না করে বললো, ‘মহাশয়, সে বড় ছঃখজনক ব্যাপার। কাশীরাজের মুক, পঙ্গু জড়বৎ একটি সহান জন্ম নিয়েছে। এই অলক্ষণে ছেলোটাকে মাটির নীচে পুঁতে রাখবার জন্য আমি গর্ত খনন করতেছি।’ তখন মহা-সম্মত হলেন, “সারথী, আমি মুক-পঙ্গু-বধির নহি, তুমি যদি বিনা দোষে আমাকে গর্তে নিক্ষেপ কর তাহলে তোমার মহাপাপ হবে। তুমি আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর, আমি মুক-বধির কিংবা পঙ্গু নহি!

এমতাবস্থায় তুমি আমাকে গর্তে সমাহিত করলে তোমার মহাপাপ হবে।” তখন সারথী উত্তর দিকে দৃষ্টিপাত করে বল্লেন, “মাগিশ আপনি কি দেবতা, না গন্ধর্ব। আপনার অলৌকিক রূপ দর্শন করে আমি কিছুই স্থির করতে পাচ্ছি না।” তখন মহাসত্ত্ব সারথীর কাছে আত্মপ্রকাশ করে বল্লেন “মহাশয়, আমি দেবতা, গন্ধর্ব কিংবা পুরুষ নহি। কাশীরাজ পুত্র তেমিষ কুমার। তবে তুমি যদি আমাকে বিনা দোষে হত্যা কর, এতে তোমার মহাপাপ হবে। বিশেষ করে লোকে যে বৃক্ষের তলায় বসে ছায়া সেবন করে, তার শাখা ঋণ্ডন করা অযৌক্তিক। এতে তাহার মহাপাপ হবে। কারণ কাশীরাজ বৃক্ষের শাখা হল্যম আমি।” একথা সারথী বিশ্বাস করল না। তার বিশ্বাস স্থাপনের জন্য বোধিসত্ত্ব দশটি মিত্র সূচক গাথা উপদেশ দান করেন। মহাসত্ত্বের এ দশটি গাথার দ্বারা তাকে চিন্তে পারলো। অতঃপর সে যেখানে রথ ছিলো সেখানে গিয়ে পুনঃরায় স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে রাজপুত্রের পদতলে পতিত হয়ে বল্ল, “আপনি রাজ প্রাসাদের মালিক। রাজপুত্র এবং রাজশষাই আপনার অধিকার।” তখন মহাসত্ত্ব বল্লেন, ‘সারথী সে রাজ্য রাজপ্রাসাদ আমার প্রয়োজন নাই।’

আমি একবার রাজ্য পরিচালানার দায়িত্ব নিয়ে অশীতি সহস্র বৎসর নরক যন্ত্রনা ভোগ করেছি। অতএব, আর না। তথাপি সারথী বল্লেন, “আপনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলে রাজ্য ও জনপদবাসী সকলেই সুখী হবেন। আমাকে তারা সন্তুষ্ট হয়ে বহু উপহার দেবেন। তখন মহাসত্ত্ব বল্লেন, “সারথী, আমাকে মাতা পিতা ও জনপদবাসী গণ সকলেই পরিত্যাগ করেছে। আমি এই নির্জন অরণ্যে এক সন্ন্যাসী।” তখন সারথী বল্লেন, ‘আপনি এত মিষ্টভাষী, এত দিন কেন নীরব ছিলেন? তিনি বল্লেন, “সারথী, আমি পূর্ব জন্মে এই কাশীরাজ্যে রাজত্ব করে অশীতি সহস্র বৎসর নরক যন্ত্রনা ভোগ করেছি। নৈরুন্ম্যের

আকাংখায় আমি মুক বধির কিংবা পঙ্গু বৎ হয়ে যৌল বৎসর কাটিয়েছি। আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে, আমি চির ব্রহ্মচারী হতে পেরেছি, তদ্ব্যতীত আমি আর স্বগৃহে ফিরে যাবো না। অতঃপর শুনন্দ সারথী প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলে, তেমির কুমার চিন্তা করলেন, “আমি যদি শুনন্দ সারথীকে প্রব্রজ্যা দান করি, তাহলে আমার মাতা-পিতা এখানে আগমন করবে না। বিশেষতঃ রাজ্য সম্পদ অর্থ, রথ ও আবরণগুলি নষ্ট হবে, এতে আমি নিন্দিত হবে। লোকে মনে করবে সভাইতো বটে, শুনন্দ সারথীকে যক্ষ খেয়ে ফেলেছে।”

আত্মনিন্দা পরিহার ও মাতা পিতার কল্যাণ কামনায় বললেন, “সারথী, যারা প্রব্রাজক তাদের অর্থগী হতে হবে। আপাতত আপনি রাজ্যের নিকট গুণী। তাদের সম্পত্তিগুলি প্রত্যর্পন করা তোমার আশু কর্তব্য। তুমি যখন রাজ্য দায়মুক্ত হবে, তখনই তোমাকে প্রব্রজ্যা দেওয়া যেতে পারে।” তখন শুনন্দ সারথী বললেন, “আমি আপনার আদেশ প্রতিপালনে তৎপর থাকবো। আপনাকে আমার একটি অনু-রোধ রক্ষা করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত আমি রাজ্যকীর সম্পদগুলি প্রত্যর্পন করে না আসি তাবৎকাল আপনাকে অত্র অবস্থান করতে হবে।” মহাসত্ত্ব বললেন, ‘সারথী, তুমি আমার মাতা-পিতাকে আমার কুশল সংবাদ জ্ঞাত করবে। তাঁদের প্রতি রইল-আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি।’ সারথী শুনন্দ তেমির কুমার থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। মহারাণী চন্দ্রাদেবী দূর হতে সারথীকে দর্শন করে বলেন, “তুমি আমার ছেলেকে শ্মশানে নিয়ে আঘাত করে মৃত্তিকায় প্রোথিত করে দিলে, আমার ছেলে কোন উচ্চ বাচ্য শব্দ করেনি তো ?” সারথী বললো, “মা, রাজপুত্র মুক-পঙ্গু কিংবা বধির নয়। একমাত্র তার অতীষ্ট সিদ্ধির কারণে বিগত যৌল বৎসর পর্যন্ত ভাণ করে মুক-বধির জড়বৎ হয়ে সময় কেটেছে। তার নৈজ্জম্য সংকল্প পরিপূর্ণ হয়েছে। তাই রাজ্য পরিত্যাগ করে

সন্ন্যাস ধর্মে আশ্রয় নিয়েছে। যদি আপনি তাকে দর্শন করতে চান তাহলে আমার সঙ্গে আসুন। আমি আপনাদিগকে তার কাছে নিয়ে যাবো।” ইতিমধ্যে তেমিয় কুমার গৃহাভিনিষ্ঠমন কবেছে জেনে দেব-রাজ ইন্দ্র তার জ্ঞাত একখানি পর্ণকুঠির, প্রব্রাজক উপযোগী কমণ্ডুলের কস্তা চীবর প্রভৃতি পর্ণকুঠিরে স্থাপন কার চংক্রমণশালা নির্মাণ করে দিলেন। বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন, “এ সমস্ত দেবতা কর্তৃক দেওয়া বিষয় তিনি বাক চীবর পরিধান করে আশ্রমের চতুর্দিকে পায়চারী করে পদ্মাসনে উপবেশন করে পঞ্চ-অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করেছিলেন। বোধিসত্ত্বের মাতৃদেবী চন্দ্রাদেবী কাশীরাজপুত্রের নিরাময় সংবাদ পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কাশীরাজ ও চন্দ্রাদেবী চতুরঙ্গীনি সেনা সহ আপন পুত্র দর্শনে আশ্রমের দিকে যাত্রা করেন। দূর হতে ছেলের পর্ণকুঠির, আপন-ছেলের অপূর্ব দেহশ্রী দর্শনে বিমুগ্ধ হয়ে বলেন, “বাবা তেমিয়, তোমার গার্হস্থ্য জীবনের চেয়ে বর্তমান সন্ন্যাস জীবন সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়েছে। তবে তোমার আর এ বিষম অরণ্যে বাস করে লাভ কি?

তোমাকে আমি এ কাশীরাজ্যের সার্বভৌম অধিকার করবো। তুমি হবে কাশীরাজ্যের সর্বাধিকারী রাজা।’ তখন তেমিয় কুমার বল্লেন ‘পিতৃ! যে রাজ্যে বিশ বৎসর রাজত্ব করে অশীতি বৎসর নরক যন্ত্রনা ভোগ করেছি, সে রাজ্যের প্রতি আমার কোন প্রকার আকর্ষণ নাই। আমার জীবনের নিরাপত্তার কারণে আমি সন্ন্যাস নিয়েছি।’ সন্ন্যাসী তেমিয় কুমার উপস্থিত জনতার ইহ পারমিতিক কলাপ কামনায় ব্যবহারিক ও পরমার্থ বিষয়ে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। শেষ শর্যৎ উপস্থিত জনতা তার উপদেশ অনুসরণ করে, ব্রহ্মচর্য সাধনায় দীক্ষা গ্রহণ করে পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করে আরু শেষে সকলে ব্রহ্মলোক পরায়ণ হয়েছিলেন। বোধিসত্ত্ব সেই জীবনে অধিষ্ঠান পারমী

পূর্ণ করেছিলেন ।

“সবের সত্তা সুখিতা হোক ।”

‘জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক ।

— ০ —

মৈত্রী গারমী

হিতাহিত না বিচারী সুজনে দুর্জনে
সলিল শীতল করে সমপরিমাণে,
তেমনি তুমিও প্রভু, পাপী পুণ্যবান
না করি বিচার মৈত্রী করিরাছ দান
মৈত্রী পরিশুদ্ধ সেই মহাচিত্ত বলে
সমাক সম্বন্ধ হলে বোধিতরূ মূলে ।

(এ হল বিশ্বমৈত্রী বা প্রেম ।

৫ উদ্দেশ্য বিহীন, ৫ উদ্দেশ্যকৃত প্রাণীর প্রতি মৈত্রী, সমস্ত সত্ত্ব, সমস্ত
ভূত, সমস্ত পুদ গল, সমস্ত আত্মস্বভাব সম্পন্ন প্রাণী । এই পঞ্চ উদ্দেশ্য-
কৃত মৈত্রী বা নিজের জীবনের শ্রায় ভালবাসা । সমুন্নয় জীলোক ও পুরুষ
আৰ্য অনার্য, দেবতা-মানব, নৈরয়িক সত্ত্ব—তাদের প্রতি মৈত্রী । অর্থাৎ
বিধাহীন হিংসা, দ্বেষ শূন্য হয়ে নিজকে সুখে নির্বিবাদে, নির্বিঘ্নে পরি
চালনার অভ্যাস করা একান্ত বিধেয় ।

সমস্ত প্রাণী দুঃখ হইতে মুক্ত হউক, সমস্ত সত্ত্ব, প্রাণী, ভূত, পুদগল
আত্মস্বভাব সম্পন্ন জীবকুল জ্ঞী পুরুষ, আৰ্য অনার্য জীবকুল মানুষ নৈরয়িক
সত্ত্ব । দেবতাগণের মৈত্রী ভাবনা । অর্থাৎ মৈত্রী চিত্ত উৎপাদন । অর্থাৎ
সবের সত্তা ভবন্ত সুখিতত্তা । মৈত্রী, করুণা, মুদিতা । উপেক্ষা সৎসে
৯২৪ প্রকারের ভাবনা করা যেতে পারে । করনীয় মৈত্রী সূত্রে
হয়েছে, এমন কোন ক্ষুদ্র আচরণ করবে না, যাতে বিজ্ঞগণ নিন্দা

পারেন। তার মনে মনে ভাবনা করতে হবে “জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।” “নিভাঁই হউক, মানসিক প্রশান্তি লাভ করুক।” যে কোন প্রাণী স্থাবর হউক কিংবা জঙ্গম হউক, দীর্ঘ, বৃহৎ, মধ্য, হ্রস্ব, দৃষ্ট-অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করে, নিকটে বাস করে, যারা জন্ম নিয়েছে, যারা জন্ম নিবে, সকলে সুখী হউক। একে অপরকে প্রবঞ্চনা করবে না, একে অপরকে অবজ্ঞা করবে না। একে অপরকে আক্রোশ করবে না। একে অপরের হৃৎ কামনা করবে না, মা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে প্রাণের ঘেরা দিয়ে রক্ষা করে, সেরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। উর্ধ্ব দিকে, অধঃ দিকে, পূর্বাতি চতুর্দিকে যে সকল প্রাণী বিদ্যমান। সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রী ভাবনা করতে করতে ভেদজ্ঞান রহিত বৈরী ও শত্রুতা শূন্য হবে। চতুর ঈর্ষ্যা পথে যতক্ষণ ঘুমিয়ে না পড়বে, ততক্ষণ এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে। অর্থাৎ মৈত্রী ভাবনা করতে হবে, একে বলা হয় ব্রহ্মবিহার ভাবনা। এর আরম্ভন সহ আরম্ভন বা প্রাণী জগৎ। কিন্তু শীলবান দৃষ্টিসম্পন্ন যোগী চতুর্দায়া সত্যের মাধ্যমে নির্বাক আরম্ভন করে দর্শন সম্পদ লাভ করতে পারলে শ্রোতাপর হয়ে যায়।

কাম, ভোগ, বাসনা দূরীভূত করে অনাগামী হয়ে গর্ভশয্যা পরিত্যাগ করতঃ শুদ্ধাবাস ভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ করে শুদ্ধাবাস থেকে নিব্বান লাভ করতে পারেন। মৈত্রী ভাবনার সাক্ষাৎ ফল হল একাদশ প্রকার। সুখে নিদ্রা যায়, সুখে নিদ্রা পরিত্যাগ করে, তার কোন প্রকার হৃৎস্পন্দ দেখা যায় না জনগণে ভালবাসে, ভূত-প্রেত-রক্ষ-যক্ষগণে ভালবাসে, দেবগণে রক্ষা করে, তার কাছে অগ্নি ভয়, বিষের ভয় থাকে না। স্বপ্ন সময়ের মধ্যে তার চিত্ত সমাহিত হয়। মৃত্যুর সময়ে তার স্মৃতি চিত্ত বিভ্রম হয় না। মৃত্যুর পর স্বর্গ মুখ প্রাপ্তি ঘটে। এ একাদশ প্রকার শুভফল তার জীবনে পেয়ে থাকে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিতে গিয়ে “শ্যামা

পণ্ডিত' জাতক।

শান্তা একবার জেতবনে অবহানকালে কোন মাতৃ পোষক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করে শ্যাম পণ্ডিত জাতক ভাষণ দেন। ঐ ভিক্ষুটি মাতৃ-পিতৃ সেবক ছিল। তথাগত বুদ্ধের দৃষ্টিতে মাতা-পিতা ব্রহ্ম সদৃশ। তারা সংসারে দ্রষ্টা ও শ্রষ্টা, তারা আদি গুরু। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা এ গুলো মাতা পিতার গুণ ধর্ম।

সে অনেক দিন অতীতের কাহিনী। বারানসী রাজ্যে গঙ্গা নদীর এপারে একটি নিষাদ গ্রাম, ওপারে একটি নিষাদ গ্রাম বিদ্যমান ছিল। উভয় গ্রামে পাঁচ শতের অধিক লোক বসতি করত: তারা প্রাণী হত্যা করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের জীবন রক্ষার একমাত্র প্রধান অবলম্বন ছিল প্রাণীহত্যা। তাদের হুঁগ্রামে হুঁজন গ্রাম প্রধান বা মণ্ডল ছিল। তারা পরস্পর পরস্পরে সৌহৃদ্যতাও ছিল। এক সময় তাদের মধ্যে অ'লাপ অ'লোচনা হয়—তাদের ছেলে-মেয়ে জন্মিলে তারা আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হবে। তাদের কালক্রমে প্রথম মণ্ডলের একটি পুত্র সন্তান ও দ্বিতীয় মণ্ডলের একটি কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করলে ছেলের নাম রাখা হয় “হুকুল” ও মেয়ের নাম রাখা হয় “পারিকা”। তারা ক্রমে ষোল বৎসর ডিঙ্গিয়ে গেলে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের পিতামাতা তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। কিন্তু তারা ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত সত্ত্ব—কাম পরিচর্যায় উদাসীন। তাই এক শয্যায় শয়ন করে কাবও প্রতি কেহ কাম ও লোভ চিন্তে দর্শন করত না। উভয়ে কুমার ব্রহ্মচারী।

প্রাণী হত্যা বিরোধী ও শীলাচার সম্পন্ন ছেলে-মেয়ের এ নিষ্ক্রিয় জীবন-যাপন তাদের জনক-জননীর পছন্দ হলো না। তারা বলল, “বাঁচা, তোমরা নিষাদ কুলে জন্ম গ্রহণ করেছ। প্রাণীহত্যা তোমাদের জীবন জীবিকা রক্ষার একমাত্র উপায়। অথচ তোমরা প্রাণী

হত্যা করবে না, একি সম্ভব? তোমাদের সংসার যাত্রার ব্যাপার আমাদের আদৌ পছন্দ হচ্ছে না। তোমরা যদি নিতান্ত উদাসীন হও, গৃহীর পক্ষে তা অসম্ভব বরং তোমরা সন্ধ্যাস নিতে পারো। এতে আমাদের আপত্তি নাই।” তুফুল ও পারিকা মাতা-পিতার এরূপ সমর্থন লাভ করে গৃহাভিনিক্রমণ করেছিলো। তাদের এরূপ সদিচ্ছায় বিষয়বস্তু আরক দেবতা হতে আরম্ভ করে। ক্রমে দেবরাজ ইন্ড্রের গোচরীভূত হল। দেবরাজ বিশ্বকর্মা কে সম্বোধন করে বলেন, “স্মারিশ তু’জন মহাপ্রাণ সং পুরুষ গৃহতাগ করে সন্ধ্যাসী হতেছেন, তুমি হিমালয়ের পাদদেশে তাদের বাসোপযোগী করে হুঁখানি আশ্রম বা পর্ণকুঠির তৈরী করে দাও, যাতে হিংস্র জন্তুগণ আশ্রমের চতুর্দিকে হতে পাণ্ডিয়ে যায়। তাদের চলা-ফেরার নিরাপত্তা ও বিঘ্নশূন্য হয় তার ব্যবস্থা কর। ইহা ব্যতীত প্রব্রাজক উপযোগী বস্ত্র ও ‘কমণ্ডল’ ও কস্তা গৃহের মধ্যে ঝুলিয়া রাখ।’ দেবদূত বিশ্বকর্মা দেবরাজ ইন্ড্রের এ আদেশ লাভ করে তুফুল ও পারিকার প্রব্রাজক জীবনের সমস্ত ব্যবস্থা করে দেবলোকে চলে যান। তুফুল ও পারিকা আপন জন্মভূমি হতে নিজস্ব হয়ে ক্রমে যুগসংস্রুতা নদী ডিগ্বিয়ে হিমালয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একপদী পথ দিয়ে সেই দেবদূতের নির্মিত আশ্রমে উপনীত হয়েছিলো।

অতঃপর দেবদূত তাদের দৈনিক পরিচর্যার সুবন্দোবস্ত দেখে সন্তুষ্ট হয় এবং স্বাপদ হিংস্র জীবগণকে সরিয়ে দিয়েছে দেখে তাদের মন উৎফুল্ল হল। এতে তাদের জীবন চলার পথ নির্বিন্ন হয়েছে। তারা স্বচ্ছন্দ মনে ব্রহ্মার্চ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে মৈত্রী ভাবনায় রত হয়। তাতে প্রতিবেশী স্বাপদ কুল তাদের প্রতি সদয় হয়ে গেল। তারা উভয়ে নিরাপদে নির্বিন্নে মৈত্রী বিহারী হয়ে দিন যাপন করতেন। তারা ব্রহ্ম বিহারী হয়ে বাস করার দেবরাজ একদা ব্রহ্মচারীদের ভবিষ্যৎ জীবনের বিপদের আশংকা করে বলেন, “মাতৃবর ব্রহ্মচারীন্, আপনাদের

ভাবী জীবনে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

অতএব, আপনাদের আত্ম রক্ষার কারণে আপনারা সংসার ধর্মে লিপ্ত হউন। এতে আপনাদের একটি ছেলে জন্ম পরিগ্রহ করলে আপনাদের জীবন-নিরাপত্তার কারণ হবে।’ তখন দুকুল ও পারিকা বলল “দেব-রাজ, আমরা গৃহী কালেও কামভোগ কবি নাই। এখন আমরা শুদ্ধ ব্রহ্মচারী। জীবনে স্বপ্নেও য় ভাবি নাই, সে কাজে কি করে হস্তক্ষেপ করতে পারি।’ তখন দেবরাজ বললেন, “সন্ন্যাসীন আপনাদের নিষ্কলুষ জীবন আপনারা কামভোগ না করলেও তবে একটি কাজ করতে পারেন। পারিকা যখন ঋতুমতি হবে, আপনি তার নাভি স্পর্শ করলে সে অন্তর্বর্তিনী হবে। দেবরাজের এ প্রস্তাব তাদের জীবন নিরাপত্তার কারণে সম্মত হলেন। যথা সময়ে পারিকা ঋতুমতি হলে, দুকুল তার নাভি স্পর্শ করার বুদ্ধাঙ্কুর পারিকার গর্ভে এসে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন। ছেলে মথ্যসময়ে ভূমিষ্ঠ হলে হিমালয়ের কিন্নর-কিন্নরিগণ এসে তার যত্ন ও লালন পালন করতে থাকে। তার মাতৃ পিতৃগণ দিনের বেলায় ফলমূল আহরণ করতে গেলে কিন্নর কিন্নরিগণ তাকে নিয়ে স্নান করাতেন এবং বনফুল দ্বারা সুসজ্জিত করতেন। আপন ক্রোড়ে-কাঁধে নিয়ে জীড়া করতেন। ক্রমে সে ষোড়শ বৎসরে উত্তীর্ণ হলে ফলমূল সংগ্রহের জ্ঞান নিতেন না। সে তার পিতা মাতা কখন কোন পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন সে বিষয়ে সজ্ঞাগ দৃষ্টি রাখতেন।

একদা দুকুল ও পারিকা ফলমূল সংগ্রহের জ্ঞান গমন করলে হিমালয়ে প্রবল বারিবার্ষিক শুরু হয়। বৃষ্টির তাড়ায় পড়ে তারা একটা বড় বৃক্ষের তলার আশ্রয় নিয়েছিল। সে বটবৃক্ষের তলার একটি “বল্মীক গুপ” বা “উইডিবি” ছিল। সে ক্ষেত্রে একটি বিষধর সর্প বাস করত। বৃষ্টিজলে দেহ ধৌত হয়ে সেই সর্পের গতে প্রবেশ করলে সর্প রাগান্বিত হয়ে নাসাবাত নিক্ষেপ করার বিষবাস্পে দুকুল ও পারিকার চোখ দু’টি অন্ধ

হয়ে গেল। তারা একে অপরকে দর্শন না করায় আলাপ করে দেখল, তারা উভয়েই অন্ধ হয়ে গিয়েছে। একরূপ আশন আপন অসহায়বস্থা উপলব্ধি করে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকল। সারাদিন এভাবে স্বস্থানে অতি-বাহিত করল। ইতিমধ্যে শ্যাম পণ্ডিত মাতা-পিতার আশ্রমে প্রত্যাবর্তন না করায় মাতা-পিতার সন্ধানে বের হয়ে নদীর কাছে বট বৃক্ষের কাছে উপনীত হলে দুকূল ও পারিকা ছেলের আগমন সংকেত ধ্বনি শুনে বল্লেন, “বাচা শ্যাম তুমি এদিকে এসো না। এখানে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তোমার মাতা-পিতা সর্পের নাসাবাতে অন্ধ হয়ে গেছে।” শ্যাম কুমার মাতা-পিতার একরূপ অসহায় অবস্থা অবলোকন করে দূর হতে একটা ষষ্টি বাড়িয়ে দিল। তারা উভয়কে ষষ্টির সাহায্যে কোন প্রকারে আশ্রমে নিয়ে আসলেন। দুকূল ও পারিকার অন্ধত্বের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে জাতককার বলেন—জীব কর্মেরই অতিশয়। আমরা এমন কতকগুলি কর্ম সৃষ্টি করি, তার ফলশ্রুতি ইহ জীবনে ভোগ করি, তার নাম দৃষ্ট-ধর্ম-বেদনীয় কর্ম।

এমন কতকগুলি কর্ম আমরা সৃষ্টি করি যার ফলশ্রুতি পর জীবনে ভোগ করবো নাম তার উপপাদ্য-বেদনীয় কর্ম। এমন কতকগুলি আমরা কর্ম সৃষ্টি করি যার ফলশ্রুতি তিম জন্মের পর যে কোন সময়ে ভোগ করতে পারি, তার নাম অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম।

দুকূল ও পারিকা এই সংসার আবর্তে পরিক্রমা কালে একবার মানব কূলে জন্ম পরিগ্রহ করেছিল। তাদের জীবনের জীবিকার প্রধান হাতিয়ার ছিল, বৈদ্য-কর্ম বা চিকিৎসা পেশা। সে ক্ষেত্রে একজন চকু রোগীকে চিকিৎসা করতে গিয়ে তাকে নিরাময় করেছিলো। প্রতি-দানে টাকা পরসাদা দায় করতে না পেয়ে আপন স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে আবার পুনরায় তাকে অন্ধ করে দেয়। তার এ প্রতিফলন স্বরূপ তাদেরকে এ-জন্মে অন্ধত্ব বরণ করে নিতে হচ্ছে। সে যা হউক

বোধিসত্ত্ব শ্যাম কুমার আপন জনক-জননীকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, “আপনাদের ভরণ পোষণের ভার আমার উপর রইল। আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন।” তাঁদের পায়খানা ও প্রস্রাবে চলাফেরার জন্য এক খানা দড়ি বেঁধে দিলেন, যাতে তাঁরা নির্বিঘ্নে নিরাপদে পায়খানা-প্রস্রাব করতে পারেন। এভাবে তাঁদের আশ্রম কুঠিরে চলাফেরার সুবন্দোবস্ত করে দেন। সুখে দুঃখে তাঁদের জীবন একপ্রকার চলতেছিল।

সে সময়ে বারাণসীর পিলিষক নামক রাজা যুগ মাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্যে / লোভে পড়ে রাজ্য পরিত্যাগ করে তীর, ধনু ও অন্যান্য অস্ত্র-সম্বল নিয়ে অরণ্যাকূলে পরিক্রমা করতেছিল। ক্রমে রাজা ঘোরাফেরা করতে করতে সে স্থলে উপনীত হলেন। সে সময়ে বোধিসত্ত্ব আপন সহচর যুগ হরিণগুলি নিয়ে জল আনয়ন হেহু নদীতে অবতরণ করেন। ইত্যবসরে রাজা এ অপূর্ব দৃশ্য দর্শন করে স্তম্ভিত হল এবং মনে ভাবল মানব ও হরিণ শিশুর মধ্যে এরূপ সংভাব, সে হতে পারে না। আচ্ছা যখন তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করবেন, তার প্রজাবৃন্দ তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, রাজন! আপনিতো বহুদিন বনবাসলে ছিলেন, সেখানে আশ্চর্যজনক কিছু দেখতে পেলেন কি? রাজা পিলিষক এসব বিষয় চিন্তা করে শ্যামকুমারকে আহত করবার পরিকল্পনা করলেন। যখন শ্যামকুমার কলসী কাখে যুগসহ আশ্রম অভি-মুখে যাত্রা করেন, সে সময়ে ধনুকার নিক্ষেপে শ্যাম পণ্ডিতকে আহত করেন। এতে শ্যাম কুমার ক্রুদ্ধ হলেন না। বরং উচ্চস্বরে চিৎকার করে বললেন, “আমি এ হিমালয় অঞ্চলে আমার বুদ্ধি বিকাশের পর হতে কারও অনিষ্ট সাধন করি নাই। এমতাবস্থায় আমার প্রতি এ রূপ প্রতিকূল আচরণ কর্মনিবন্ধন বাতীত আর কি বলতে পারি। আমারতো মৃত্যু হবেই। তবে আমার অন্ধ মাতা-পিতা খাদ্য ও জলের অভাবে শুকিয়ে মারা যাবে। জগতে তাদেরকে এক বিন্দু জল দেওয়ার লোক পাওয়া যাবে না।” রাজা পিলিষক শ্যাম কুমারের এরূপ আত-নাদ ও ধৈর্যশীলতা অবলোকন করে তার সন্নিকটে উপনীত হয়ে বলেন, “মারিশ, আপনি দেবতা না মানুষ, না রক্ষ-ক্ষ আপনাদের আত্মনাদের কারণ বা কি?

তখন আহত শ্যাম কুমার বলেন, আমার মাতা-পিতা অন্ধ। হিমালয়ের অভ্যন্তরে ঋষির আশ্রমে ব্রহ্মচর্য প্রতিপালন করেন। আমার মৃত্যুতে তারা শুকিয়ে মারা যাবে। তাদের এক গ্রাস জল দেবার লোক নাই। আমার এক জনের মৃত্যুতে তারা দু'টি প্রাণী শুকিয়ে মারা যাবে।” রাজা এ হুঁস্বাদ শ্রবণ করে মর্মান্বিত হয়ে বলেন “ঋষিপুত্র আমি আপনার জীবনের অন্তরায়ের কারণ! আমার কারণেই আপনার মাতা-পিতা দুঃখের সম্মুখীন হচ্ছেন। আচ্ছা— আপনি নিশ্চিত থাকুন। আমি আপনার মাতা-পিতার দায়-দায়িত্ব বহন করবো।” অতঃপর রাজা পিলিয়ক্ষ দুকুল ও পারিকার পথের নিশানা নির্ণয় করে তৎ অভিমুখে যাত্রা করলেন।

দুকুল ও পারিকা রাজার চকল পদ শব্দে সচকিত হয়ে মনে করলেন—যে লোক আমাদের সামনে এগিয়ে আসতেছেন, তিনি আমাদের ছেলে নন। দুকুল ও পারিকা উৎকর্ণ হয়ে সজাগ দৃষ্টিতে রহিলেন। রাজা তাঁদের সামনে আসলে দুকুল জিজ্ঞাসা করলেন, “মহাশয় আপনি কে? আপনার আত্মপরিচয় জানতে পারি কি?” তখন রাজা স্নেহ দৃষ্টিতে চিন্তা করলেন, এখন যদি আমি আত্মগোপন করে পরিচয় দিই, অপত্য স্নেহ বশতঃ তারা আমাকে অভিশাপ দিতে পারেন। আসল পরিচয় দিয়ে বলেন, “আমি এদেশের রাজা।”

তখন দুকুল ও পারিকা বলেন, রাজন, ঋষিদের আশ্রমে আগমন করেছেন তৎজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। তবে আমার ছেলে নদীতে জল আনবার জন্য গেছে। আশ্রমে ফলমূল আছে, তা আপনি ইচ্ছামত পরিভোগ করতে পারেন। ঋষি বালক শ্যাম কুমার এখুনি জল নিয়ে আসবে। তখন আপনাকে বিশেষভাবে আপ্যায়ন করা হবে।” তখন রাজা বললেন—ঋষিবার, আপনার ছেলে আমার দ্বারা আহত হয়েছে। আপাততঃ সে জীবিত না মৃত জানি না। আমার শরাস্ত্র হয়ে উত্তর

শিরা ও শিবনেত্র হয়ে পড়ে রয়েছে। দেহে প্রাণ আছে কি নাই জানি না। তাঁর নিকট হতে বিদায় হয়ে আপনাদের সেবার ভার আমি গ্রহণ করেছি। আমি স্বৈচ্ছায় আপনাদের সেবার ভার গ্রহণ করেছি। আপনাদের তজ্জ্ঞ চিন্তা করবেন না।” তখন হুকুল রাজাকে সম্বোধন করে বলেন, আপনি আমাদের মহামাত্র অতিথি, আমরা অন্ধ, আপনি আমাদেরকে ছেলের সামনে নিয়ে চলুন।” রাজা, হুকুল ও পারিকার সান্থন প্রার্থনায় শ্যাম পণ্ডিত ঘেখানে উত্তর শিরা, শিবনেত্র হয়ে বাঁচ। মরার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাস-প্রখাস গুনতেছিল, সে সময়ে রাজা অন্ধ হুকুল ও পারিকাকে শিরে বসিয়ে দিলেন। তবে, হুকুলকে শির পার্শ্বে, পারিকাকে পায়ে পার্শ্বে। তাদের স্ব স্ব সত্যক্রিয়ার দ্বারা পুত্রের দেহে প্রাণসঞ্চার করলেন। এতদসঙ্গে, শ্যাম কুমারের পূর্বজন্মের জননী সত্যক্রিয়া করায় হুকুল ও পারিকার দিব্য-চক্ষু লাভ হয়েছিল। এগুলি সূর্যোদয়ের সাথে সাথে হয়েছিল। এ সব কাজ মৈত্রী ভাবনার প্রতিফলন।

মেতা বিহারী যো ভিক্তু পসন্নো বুদ্ধ সাংসনে,

অধিগচ্ছে পদং সত্তং স আরূপ পসমং সুখং।

বাংলাঃ— বুদ্ধ শাসনে প্রসন্ন মেতা বিহারে ভিক্তু সংস্কারকে উপসন্ন করে নির্বাণ লাভ করে থাকেন।

—“বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হোক”—

উপেক্ষ পারমিতা

জিতেন্দ্রিয়ঃ জিতক্লেশঃ জিনেন্দ্রঃ পুরুষোত্তমঃ,

উত্তমঃ সত্তমঃ ব্রহ্মঃ পুণ্যকৈত্রং নমামাহং।

জিতেন্দ্রিয় জিতক্লেশ জিনেন্দ্র উত্তম পুরুষ। জনগণের একমাত্র পুণ্য

ক্ষেত্র পরম ব্রহ্ম স্বরূপ । তথাগত বুদ্ধ ভগবানকে বন্দনা করিতেছি ।
 ভগবান বুদ্ধের দশ পারমীর মধ্যে অন্তিম পারমী হল উপেক্ষা । দান,
 শীল, নৈষ্কম্য, প্রজ্ঞা, বীৰ্য্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্টান, মৈত্রী ও উপেক্ষা ।
 এ দশবিধ গুণ ধর্মের পরিপূর্ণতা সাধিত হলেই বোধিসত্ত্বগণ সম্যোধি
 জ্ঞান লাভ করে থাকেন । তাকে সর্বজ্ঞতা জ্ঞান লাভ বলা হয় ।
 উপেক্ষা হল তত্ত্বমধ্যস্ততা তার দুটি দিক । একটা হল ব্যবহারিক অপর
 টা হল আধ্যাত্মিক । মঙ্গল সূত্রে বলে,

কুট্টস্‌স লোক ধম্মেহি চিত্তং যস্‌স ন কম্পতি

অসোকং বিরজং খেমং এতং মঙ্গলমুত্তমং ।

সুখে-দুঃখে, নিন্দা-প্রশংসায়, যশে-অযশে, কতি-বুদ্ধিতে, নির্বিকার
 থাকা উত্তম মঙ্গল । কবি বলেন -

লাভে অনুৎসুখী কতিকালে নির্বিকার.

এ হুই পুরুষ ধন্য বলিলাম সার ।

বোধিসত্ত্ব একবার উদীচ্য ব্রাহ্মণ কূলে জন্ম পরিগ্রহ করেছিলেন ।
 প্রাপ্ত বয়সে তার ব্রহ্মচর্যে মতি হওয়ায় তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ
 করে মহাশ্মশানে ধ্যান সাধনা করিতেছিলেন । জন সাধারণ তাকে
 লোমহংস ঋষি বলে আখ্যা দিয়েছিলেন । তিনি শ্মশানে বসতি কর-
 বার সময় শ্মশানে শবদ্বিকে উপাদান করে ধ্যান সমাধি অনুশীলন
 করতেন । যে যে দুঃখাং উপহরন্তি, যে চ দেন্তি সুখং মম,

সকেষ সমকো হোমি দয়া কো পন ন বিজ্জ্বতি ।

সুখে দুখে তুলাভূত যথেমু অযসেসুচ,

সক্বাখ সমকো হোমি এ সা মে উপেক্ষা পারমী ।

মহাজনক জাতকে আকিঞ্চন যেই জন,

সেই সে প্রকৃত সুখে যাপেয়ে এ জীবন ।

পুড়িছে মিথিলা পুরী কিন্তু তাহে নাহি পুড়ে আমার বিঞ্চন ।

অনন্তং বাতাসে বিত্তং ভাষ্যমে নান্তি কিঞ্চনং
মিথিলায়ং প্রদীপ্তায়ং নামে কিস্কি দহাতে ।

বোধিসত্ত্ব জীবনে —

—
ওচি বা অওচি কিছু করিলে নিকপ
বসুন্ধরা তাত্তে কত্ন করে না আক্ষেপ,
তেমনি তুমিও নাথ মুখ হুঃখ ভুলে
রক্ষি সমচিত্ত চির উপেক্ষক ছিলে
এহেন চিত্তের বলে বোধিভক্ত মূলে
মরণের এ পাড়েই অব্যত লভিলে ।

একরাজ জাতকে বোধিসত্ত্ব একবার বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষীর
গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করে প্রাপ্ত বয়সে যাবতীয় শিল্প শাস্ত্রে সুশিক্ষা লাভ
করলে বারাণসীরাজ আপন পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করে বাণপ্রস্থ জীবন যাত্রা
নির্বাহ করতেছিলেন। বোধিসত্ত্ব আপন পিতৃদত্ত রাজ্য দশবিধ রাজ্যধর্ম রক্ষা
করে রাজত্ব করতেছিলেন। তিনি আপন রাজ্য সীমায় চারটি দানশালা
নির্মাণ করে প্রতিদিন লক্ষযুগ্ম ব্যয় করে দান কার্য সম্পন্ন করতেন।
উপোসথ দিনে উপোসথ প্রতিপালন করতেন। ইতিমধ্যে একজন রাজ
কর্মচারী রাজ অস্ত্রপুরে সৈন্যচাচর সৃষ্টি করার রাজ্য তাকে আপন কৃতকর্মের
জন্ত রাজ্য হতে নির্বাসন দণ্ড কিলেন। রাজদণ্ড প্রাপ্ত অমাত্য বারাণসী
হতে বিতারিত হয়ে কোশল রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে অল্পদিনের মধ্যে
রাজসেবায় অংশ গ্রহণ করে তাদের বিশ্বাস ভাজন হল। একদিন সে
রাজ্যকে বল্ল, “প্রভু! বারাণসী রাজ্য নক্ষিকা শূন্য মৌচাক সদৃশ।
আপনি যদি ইচ্ছা করেন একই দিনে বারাণসী রাজ্য জয় এবং অধিকার
করতে পারেন।” কোশল রাজ বিদেশী অমাত্যের প্রস্তাবে বিশ্বাস স্থাপন
করে বারাণসী রাজ্যকে নজর বন্দী করতঃ শিকার ভর্তি করে অবনত শিরে
দরজার চৌকাঠে ঝুলিয়ে রেখে দেন। বারাণসীরাজ কোশল রাজ্যের এ

রূপ উৎপাদন পাওয়া সবেও তৎপতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেন না। শত্রু রাজ্যের প্রতি মৈত্রী চিত্ত উৎপন্ন করে চতুর্থ ধ্যানলাভী হলেন। এবং বাবু বাসীনা ভাবনা রত হয়ে উন্মুক্ত আকাশে পর্য্যাক বন্ধ হয়ে রলেন। এতে কোশল রাজ্যের গাত্র দাহ উৎপন্ন হল। তৎকারণ জন-সন্ধান করতে গিয়ে বারাণসী রাজ্যের প্রতি বিনা কারণে হুঃখ দানের ফলশ্রুতি ধরা পড়ায় কোশল রাজ আপন কৃতকর্মের ক্ষয় অনুভব হয়ে বললেন—

ভুঞ্জিয়াছ একবার পূর্বে তুমি বহুবিধ

কাম্য যাহা অনোর'হ্লভ

নরক সদৃশ স্থানে এবৈনিপতিত তুমি

তবু চিত্ত নির্বিকার তব

পূর্বের প্রশান্ত ভাবে পূর্বের মানস বল

এখন সমভাবে আছে

কারণ ইহার যাহা শুনিতে বাসনা বড়

দয়া করে বল মোর কাছে।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব এই গাথাগুলি বললেন—

কাস্তি আর তপঃ মেগেছিন্ন আমি পূর্বে সদা একমনে

প্রার্থনা সফল শুন মহারাজ হইয়াছে এতদিনে।

নাহি হুঃখ তাই মনের বিকার নাহি মোর দ্রব্য যেন।

চিত্তের প্রসাদ হৃদয়ের বল হারাইব বল কেন?

দান, উপোসথ কৃত্য সব আমি করিয়াছি সম্পাদন,

প্রাক্ত যশোবান শত্রু যে আমার মিত্র এবে হে রাজন।

যে সুবশ ভূপ—পাইতে বাসনা ছিল মনে এতদিন

পাইয়াছি, তাহা তবে কেন হব বলবীৰ্য শাস্তি হীন?

হুঃখে নরনাথ সুখের বিনাশ হয় কভু সংগঠন,

মুখ পুনরায় উপজিয়া মনে করে হৃৎক বিনাশন।

নিবৃত্ত যে জন নাহি ভেদজ্ঞান সুখে হৃৎক কভুও তার,
সুখে আর হৃৎক উভয়ে তিনি নিরন্তর নির্বিকার।

ইহা শুনে কোশলরাজ বারাণসীরাজের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বল্লেন—“রাজন, আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন। আপনার শত্রু প্রতিরোধ করবার দায়িত্ব আমার র'ল।” তিনি হৃষ্ট প্রকৃতির অমাতাকে যথাযথ শাস্তি বিধান করলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব আপন অমাত্যগণের উপর রাজ্য সমর্পণ করে হিমালয়ে গমন করতঃ ঋষি শ্রব্ধ্যা গ্রহণ করে কুন্ন পরিকর্ম ভাবনা অনুশীলন করে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে আয়। শেষে ব্রহ্মলোক পরায়ন হয়েছিলেন।

অনুশোভনীয় জাতক :—

বোধিসত্ত্ব আর একবার উদীচ্য ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে- ছিলেন। প্রাপ্ত বয়সে তক্ষশীলায় গমন করে ত্রিবেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে যত্নসহকায়ে মাতা-পিতার সেবা-যত্ন করতেন। তার মাতা-পিতা চিন্তা করলেন, তাদের ছেলের এখন বিয়ের সময় হয়েছে। তাকে বিয়ে দিয়ে গাহস্থ্য ধর্মে আবদ্ধ করতে হবে। তারা ছেলের বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করলে ছেলে বললেন—“মা ও বাবা, আপনারা বৃথা চেষ্টা করবেন না। আমার গাহস্থ্য জীবনে আকর্ষণ নেই। আপনাদের পরলোক প্রাপ্তির পর আমি সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করব। তার মাতা-পিতা মনে করলেন—“এ প্রস্তাব নিতান্ত বালক সুলভ। আমাদের ছেলে বিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।” এতে ব্রাহ্মণ কুমার অন্যোপায় হয়ে একটি সুবর্ণ প্রতিমা তৈরী করে বল্লেন—“মা ও বাবা, এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যার ত্র লাভ করলে আমি সসার বন্ধনে আবদ্ধ হব। ব্রাহ্মণ দম্পতি মনে করলেন—আমাদের ছেলে পুণ্যবান সত্ত্ব।

নিশ্চয় আমরা কুমারকে লাভ করব। তারা কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করে বললেন, “ব্রহ্মাঙ্কন, আমার ছেলের আপন হাতে গড়া সুবর্ণ প্রতিমা আপনারা দর্শন করেছেন। এইরূপ প্রতিমার মত সুন্দরী কন্যা যদি সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিক্রমা করে পান এ সুবর্ণ প্রতিমার বিনিময়ে নিয়ে আসবেন।”

ব্রাহ্মণগণ দেশ বিদেশে এ সুবর্ণ প্রতিমা নিয়ে পরিক্রমার বের হয়ে বারাণসীর সরিকটে অন্যতম গণগ্রামে রাস্তার পার্শ্বে শিবিকা রেখে যখন বিশ্রাম করতেছিলেন, গ্রামবাসীরা পরস্পর বলাবলি করতেছিল যে অমুক ব্রাহ্মণ কন্যা শিবিকার আরোহন করে দেশ ভ্রমণে বের হয়েছেন। এ সংবাদ ব্রাহ্মণগণ পেয়ে নির্বাচিত ব্রাহ্মণ পরিবারে গমন করে সুবর্ণ প্রতিমার বিনিময়ে সম্মিত ভাষিনী নামধেয় ব্রাহ্মণ কন্যা নিয়ে এসে তাদের উভয়ের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ কার্য সম্পন্ন করেছিলেন।

তারা উভয়ে এক শরীর শয়ন করেও কারো প্রতি কেউ লোভ দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন না। কারণ তারা ছিল ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত সব। কালক্রমে ব্রাহ্মণ কালগত হলে, ব্রাহ্মণ কুমার তার ঈকে সন্মোদন করে বললেন, “ভদ্রে, আমার এখন সময় হয়েছে, আমি প্রব্রাজক হব। তুমি আপাততঃ এই পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির মালিক। তুমি যথা ইচ্ছা পরিভোগ কর।” ব্রাহ্মণ কন্যা বললেন, “আর আপনি।” “আমি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হব।” সম্মিত ভাষিনী বলল, “আমারও সম্পদের প্রতি লোভ নেই। আমি সন্ন্যাসিনী হব।” তারা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য্য ধর্মে দীক্ষা নিয়ে অতঃপর আট-দশ বৎসর হিমালয়ে ব্রহ্মচর্য্য-ধর্ম-প্রতিপালন করে লবণ ও অন্নসেবন মানসে জন সমাগমে আগমন কবলে সন্ন্যাসিনী সম্মিতা ভাষিনী মিশ্রিত অন্ন ভোজন করায় তার রক্ত আমাশয় রোগ উৎপন্ন হল।

সন্ন্যাসী তাকে একখানি ধর্মশালার রেখে গিয়ে ভিকার বের হলেন। কিন্তু গ্রাম হতে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই সন্মিতা ভাষিণী দেহরক্ষা করেন। ধর্মশালার যে সব যাত্রী ছিল, সন্মিত ভাষিণীর অখুব দেহশ্রী দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী ভিক্ষা করে প্রত্যাবর্তন করলে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সন্ন্যাসীন, এঁপরিগ্রাহ্যিকটি আপনার কে?” ব্রাহ্মণ বললেন, “উনি গৃহী কালে আমার স্ত্রী ছিল। আপাততঃ পথের সাথী।” তিনি শোক কিংবা পরিদেবন কিছুই করলেন না। কারণ তিনি ছিলেন চতুর্থ ধ্যান লাভী। উপেক্ষা ধ্যানযোগী, তত্ত্বমধ্যস্থতা চিন্তের স্থিরতা মুখে হৃৎখে কর্মের উপর নির্ভরশীলতা—চিন্তের স্বভাব, এ’হল উপেক্ষা সম্বোজ্ঞাঙ্গ। ব্রহ্মবিহার ভাবনা :—

১। প্রথম ধ্যান :—সকল প্রকার কাম অকুশল হতে বিবিক্ত হয়ে সবিতর্ক—সবিচার বিবেকজ্ঞ প্রীতি মুখ মণ্ডিত প্রথম ধ্যান। প্রথম ধ্যান সমাপন্ন যোগীর মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ বর্ত্তিত হয়। এইগুলি হল—বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ, একাগ্রতা। অতএব প্রথম ধ্যান পঞ্চাঙ্গ সম্পন্ন। প্রথম ধ্যানে পাঁচটি অঙ্গ পরিহীন হয়। কামছন্দ, ব্যাপাদ, খিনমিহ, উদ্ভ্রম, কুক্লে, সন্দেহ।

২। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্ক বিচার অতীত, আধ্যাত্ম সম্প্রসাদী চিন্তের একীভাব আনায়নকারী সমাধি প্রীতি মুখ মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান।

৩। যোগী প্রীতি-বিরাগী হয়ে উপেক্ষাভাবে অবস্থান করেন। স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিন্তে প্রীতি নিরপেক্ষ সুখ অমুভব করে। যে ধ্যান স্তরে আরোহন করে ধ্যানী উপেক্ষা সম্পন্ন স্মৃতিমান প্রীতি নিরপেক্ষ সুখে বিচরণ করে থাকে। তাকে তৃতীয় ধ্যান স্তর বলে।

৪। পুনঃ সর্বদৈহিক সুখ, হৃৎখ পরিহার করে সৌমনস্যা ও দৌর্দৈনস্যা স্তমিত করে না হৃৎখ না সুখ উপেক্ষা স্মৃতি দ্বারা পরিশুদ্ধ চিন্তে চতুর্থ ধ্যান লাভ করে। যোগী তাতে বিচরণ করেন ইহা উপেক্ষা ভাবনা। উপেক্ষা

দশ প্রকার ষড়ঙ্গ, ব্রহ্মবিহার, বোধ্যাঙ্গ, বীৰ্য্য, সংস্কার বেদনা, বিদর্শন, তত্ত্বমধ্যস্থতা, ধ্যান, পরিশুদ্ধি উপেক্ষা।

১। অরহতগণ চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করেন বটে, কিন্তু উহাতে তারা সুখ দুঃখ ভাব গ্রহণ না করে স্মৃতি ও প্রজ্ঞাবলে উপেক্ষা করে থাকেন। এভাবে ষড়ঙ্গারে ভাল মন্দ নিমিত্ত বর্জন তৎপ্রতি উপেক্ষা করে পরিশুদ্ধ প্রকৃতির সংরক্ষণ ষড়ঙ্গ উপেক্ষা।

২। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা উপেক্ষা বর্ণিত ব্রহ্মবিহারে যে কোন প্রাণীর প্রতি মধ্যস্থ ভাব প্রদর্শনে অবস্থান করার নাম ব্রহ্মবিহার উপেক্ষা।

৩। স্মৃতি ধর্মবিচয়, বীৰ্য্য, শ্রীতি প্রশ্রুতি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সপ্ত বোধ্যাঙ্গ বর্ণনায় সহজাত স্বভাবে বিবেক আশ্রিত মধ্যস্থভাব অবলম্বনে অবস্থান করাকে বোধ্যাঙ্গ উপেক্ষা বলে।

৪। যে কোন কালে উপেক্ষা নির্মিতে মনসংযোগ রেখে আবদ্ধ বিদ্যে নাতিশীতল বীৰ্য্য উৎপাদন করাকে বীৰ্য্য উপেক্ষা বলে।

৫। আটটি সমাধি ভাবনায় দশটি বিদর্শন ভাবনায় কোন কোন সংস্কারের প্রতি মধ্যস্থ ভাব অবলম্বন, ইহাকে বলে সংস্কার উপেক্ষা।

৬। যে সময় উপেক্ষা সহগত কামাবচর কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয়, উহাই অদুঃখ অসুখ সংযুক্ত উপেক্ষা। ইহাকে বেদনা উপেক্ষা বলে।

৭। কোন কোন যোগী যা আছে যা বিদ্যমান তা ত্যাগ করিয়া উপেক্ষা ভাব উৎপাদন করেন এই প্রকারে বিচার পূর্বক গ্রহণে মধ্যস্থ উপেক্ষা সঞ্চার হয়, ইহাকে বিদর্শন উপেক্ষা বলে।

৮। ছন্দ উৎপত্তিতে যে কোন সহজাত উপেক্ষা উহা তত্ত্বমধ্যস্থতা বা কার্যিক ও সুখ দুঃখহীন অনুভূতি ও বেদনাজনহে কুশল চৈতন্যিক মাত্র।

৯। যা উপেক্ষা সংযুক্ত বলা হয়েছে, তা শ্রেষ্ঠ সুখ হলেও অপক্ষপাত জননী উপেক্ষা, ইহাকে ধ্যান উপেক্ষা বলে।

১০। যা উপেক্ষা স্মৃতি পরিত্যক্ত চতুর্থ ধ্যান নামে বর্ণিত তা সর্ববিষয়ে প্রতিফুল বিধায় পরিত্যক্ত কারণ বিরুদ্ধ স্বভাব উপশম করে বলিয়া এই অব্যাপারভূত উপেক্ষাকে পরিত্যক্ত উপেক্ষা বলা হয়ে থাকে।

এ চতুর্থ ধ্যান অবলম্বনে পঞ্চভিজ্ঞ অষ্টসম্মাপত্তি লাভ করতে পারেন।
পঞ্চ অভিজ্ঞা :- (১) নানা প্রকার স্বপ্ন। (২) দিব্য শ্রোত্র। (৩) পর-
চিত্ত বিজ্ঞানন অবগত হওয়া। (৪) সত্ত্বগুণের চূড়ান্ত উৎপত্তি জ্ঞান (৫)
জ্ঞাপিত্যর জ্ঞান অর্থাৎ পূর্বজন্ম সম্পর্কে জ্ঞান। ত্রিবিদ্যা

(ক) পূর্ব নিবাস স্মৃতি জ্ঞান আপন পূর্ব জীবনের প্রতিচ্ছবি। (খ) সত্ত্ব-
গুণের চূড়ান্ত উৎপত্তি জ্ঞান। গ) আসব ক্ষয় জ্ঞান, কামাসব, ভবাসব,
দৃষ্টি আসব, অবিদ্যা আসব, আসব ক্ষয় জ্ঞান এ গুলি চতুর্থ ধ্যান লভ্য।
অন্য ধ্যানও চতুর্থ ধ্যানের উপর নির্ভরশীল। এ সব প্রচেষ্টার মূলে
রয়েছে নিবৃত্তি লাভ করা, যাকে যোগিগণ বলে থাকেন—

অপ্রতীতম্, অসম্পূর্ণম্, অনুচ্ছিন্নম্, অশাশ্বতম্,

অনিরুদ্ধম্, অনুৎপন্নম্, এতৎ, নিবানম্ উচ্ছতে।

কৃতীচরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিত্ত সম্ভূতির যে অবস্থা তা প্রীতির
অতীত কোন প্রকারের লভ্য নহে। কোন শাশ্বত পদার্থের উচ্ছেদ
অথবা ভঙ্গুর অবস্থার শাশ্বত ভাব প্রাপ্তিও নহে। এর বিনাশ নাই।
যেহেতু উৎপত্তিও নাই। এ সকল লক্ষণবুজ্ঞ অবস্থাকে অনুপাদিশেষ
নির্বাণ বলে।

“নিব্বাণং পরমং সুখং।”

বিমুক্তির সাধনা

‘সকল সত্ত্বা আহারট্টিকা’— বিশ্ব জগতে সকল প্রাণী আহারের উপর স্থিত।

প্রাণী বলতে চারি জাতীয় প্রাণীকে বুঝায়। যথা :— (১) ষেদজ, (২) অণ্ডজ, (৩) জরায়ুজ, (৪) উপপাতিক।

যে সব প্রাণী পঁচাগলা হতে উৎপন্ন হয়, তাদিগকে ষেদজ প্রাণী বলে। যেমন—মশা, মাছি পোকা ইত্যাদি।

যে সব প্রাণী ডিম হতে উৎপন্ন হয়, তাদিগকে অণ্ডজ প্রাণী বলা হয়। যেমন—পক্ষী জাতীয় প্রাণী সকল।

যে সমস্ত প্রাণী জরায়ু হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে তাদিগকে জরায়ুজ প্রাণী বলা হয়। যেমন—পশু, মানব প্রভৃতি।

যে সকল প্রাণী আপনা-আপনি উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদিগকে উপপাতিক বলা হয়। যেমন—প্রেত, দেবগণ ইত্যাদি।

এভাবে জগতে অসংখ্য এবং অপ্রমেয় প্রাণী আপন কর্ম নিয়ে পরিভ্রমণ করিতেছে। তারা সকলেই কর্মের অভিশপ্ত জীব। বুদ্ধের ভাষায় বলা হয়—

কস্মং নশ্বি বিপাকম্‌হি বিপাকো কস্ম সন্তত্বো,

বীজ কৃক্সাদিনং বা পুন্স্ব কোটি-ন ঞ্জায়ান্তি।

কর্ম ছাড়া বিপাক হয় না, আবার এ বিপাকই কর্মের সৃষ্টি করে। বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে এদের পূর্ব সীমা নির্ণয় করা সম্ভব নহে। তাই সংসার অনাদি এবং অনন্ত। জন্ম যে ক্ষেত্রে আছে তদানুসঙ্গিক জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অপ্রিয়ের সংযোগ, প্রিয়ের বিয়োগ সংক্ষেপে শরীর পরিচালনা জনিত দুঃখ ইত্যাদি থাকবেই। যারা এঁসব বিষয়ের

নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, তারা মহাপুরুষ নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

বুদ্ধ বলেন— ভিক্ষুগণ, তেমন অমৃত আছে যা জন্ম, উৎপত্তি, সৃষ্টি এবং সংস্কারের অধীন নহে। যদি তেমন কিছু না থাকতো, তবে এ জাত উৎপন্ন, সৃষ্টি ও সংস্কৃত আত্মভাবের নিঃশরণ দৃষ্ট হতো না। জন্মাদি বিরহিত নির্বাণ আছে বলেই সঞ্জাত আত্মভাবের নিবৃত্তি দৃষ্ট হয়ে থাকে।

আছে সেই ভিক্ষুগণ হেন আয়তন
নাহি মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি যার মাঝে
আকাশ বিজ্ঞানাদি ইহ পরলোক
উভয় চন্দ্রমা সূর্য্য। ভিক্ষুগণ তায়
গমনাগমন নয়, নাই তাহা স্থিত
নাহি চাতোৎপত্তি তার, অপ্রতিষ্ঠ তাহা
নিরালস্য, তৃপ্ত হয় এখানেই শেষ।

অতএব, সৃষ্টি পতনে জাত জীবের অতীত কর্মই জনক কর্ম নাম ধারণ করে। জীবন চলার পথে যে সব বাঁধা বিপত্তির সৃষ্টি হয়, তা উপ-পীড়ক কর্ম। স্বচ্ছল জীবন যাপনের মূলে রয়েছে উপসত্ত্বক কর্ম। উপ-ঘাতক কর্ম হলো সমস্ত কর্মকে ডিসিয়ে অভিনব জীবন ধারণ। আর এ জীবন আয়ুক্ষে, কর্মক্ষে এবং উত্তরক্ষে উপঘাতক কর্মের দ্বারা নিঃশেষ হয়ে গেলে বর্তমান জীবনের কর্মের ফলশ্রুতি গুরুকর্ম, অকুশল পক্ষীয়— মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অরহত হত্যা, বুদ্ধের রক্তপাত, ভিক্ষুগীর্ষক ও কুশল পক্ষীয় ধ্যান সমাধি প্রভৃতির ফল লাভ হয়ে থাকে। এগুলোর অভাবে আসন্ন কর্ম, তার অভাবে অভ্যস্ত কর্ম এবং এদের অভাবে অনন্ত জীবনের কর্মের রেশ এসে জন্মের নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। পুনঃ নাম রূপ যে সমস্ত কর্ম ইহজীবনের প্রথম জ্বন চেতনার কর্ম সম্পাদন করে থাকে তার ফল দুই ধর্ম বেদনীয়। সপ্তম জ্বন চেতনার যে সকল কর্ম সম্পাদন করা হয় তার ফল পরবর্তী জীবন। মধ্যের

দ্বিতীয় হতে পঞ্চম জ্বন চেতনায় যে কর্ম সম্পাদিত হয়—দ্বিতীয় জ্বন হতে সপ্তম জীবনের মধ্যে কর্মের বিপাক ভোগ করতে হয়। আর এমন কতকগুলো কর্ম আছে নির্বাচিত সময়ে কল দেবার অবকাশ না হলে—এগুলো নির্বীজ হয়ে যায়। একে বলে অহোসি কর্ম। এভাবে জীবগণ আপন কর্ম নিয়ে সংসার পরিভ্রমণ করিতেছে। সংসারে সকল কর্ম যদি পরিভোগ করতে হয়, তবে দুঃখ মুক্তির উপায় কোথায়? মানুষ যে সমস্ত কর্ম সম্পাদন করে থাকে, তাই যদি ভোগ করে থাকে তবে দুঃখ মুক্তির উপায় আছে, তজ্জনা বলি, হয়—“কন্মসূক্ষা সত্ত্বা।”

মানুষ কবলিকর আহার রূপে যা গ্রহণ করে তদ্বারা আঠার প্রকার কর্মজ রূপ সতেজ থাকে। ষড়ইন্দ্রিয়, এক একটা ইন্দ্রিয় এক একটা বিষয় বস্তু আহরণে ব্যতিব্যস্ত, তাকে বলা হয় স্পর্শ আহার, পুনঃ এ-গুলোকে ভিত্তি করে মনোজগতে যে চেতনার সৃষ্টি হয়, তার নাম মনসকেতনা আহার। আবার এ জীবন আয়ুক্ষয়ে, কর্নক্ষয়ে উভয় ক্ষয়ে ও অপঘাতক কর্মের দ্বারা নিঃশেষ হয়ে গেলে বিজ্ঞান আহাররূপে নতুন একটি জীবন আহবান করে নিয়ে আসে, তার নাম প্রতিসন্ধি। বিজ্ঞান প্রতিসন্ধির পরই প্রবর্তন শুরু হলো। এভাবে বিশ্বজগতের প্রাণী অনাদি অনন্তকাল ধরে চলে আসতেছে এবং চলতেই থাকবে। সংসার যে দুঃখে পরিপূর্ণ। সুখ যা আছে তা তৎপাশ্বে শিশির বিন্দুবৎ। কখন জন্মা শাস্ত পুরুষগণ এসব দুঃখ হতে চিরতরে অব্যাহতি লাভের জন্য পঞ্চশীল, দশ মুচরিত শীল আর্থা অষ্টাঙ্গ উপোসধ শীল, তিস্ক শ্রামণ হলে—দশ শীল, প্রাতিমোক উদ্ভিষ্ট ২২৩ শীল আজীব পরি-শুদ্ধ শীল, ইন্দ্রিয় সংবর শীল, প্রত্যয় সন্নিহিত শীল, বক্ষা করতে হয়। কিন্তু এ সবের মূলে রয়েছে মন। সংযত জীবন যাপনের মাধ্যমে মনকে নির্বাচিত ক্রম আলম্বনে আবদ্ধ করে একাগ্রতার সহিত চিন্তে মুদ্রিত করার প্রয়াস। ঐ চম-চক্ষুর দৃষ্ট আলম্বনের নাম পরিকর্ম নিমিত্ত।

উদগ্রহ অর্থ মন গৃহীত। মনোগৃহীত নিমিত্ত অনুশীলন করতে করতে সময়ে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেখান থেকে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ অবস্থার নাম প্রতিভাগ নিমিত্ত। পরিকর্ম উদগ্রহ নিমিত্ত নিয়ে যে ধ্যান উৎপন্ন হয়, তার নাম পরিকর্ম ধ্যান। অকল্পিত প্রতিভাগ নিমিত্ত নিয়ে যে ধ্যান উৎপন্ন হয়, তার নাম উপাচার ধ্যান। প্রতিভাগ নিমিত্ত উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চ নীবারণ স্তম্ভহীন গৃহ দশা প্রাপ্ত হয়। এখানেই উপাচার বা কামলোকের ধ্যান চিত্তের সূচনা। এ উপাচার ধ্যান-চিত্ত কামাবচরের সৌম্যন্য সহগত জ্ঞান সম্পূর্ণ কুশল চিত্ত। এ উপাচার ধ্যান-চিত্তের প্রথম জ্বনের পারিভাষিক নাম পরিকর্ম।

(১) পরিকর্মের অর্থ ধ্যান চিত্ত উৎপত্তির পূর্ব সূচনা বা প্রস্তুতি পর্ব।

(২) দ্বিতীয় জ্বন উপাচার অর্থাৎ ধ্যান সমীপচারী।

(৩) উপাচারের পরবর্তী জ্বন অনুলোম।

অনুলোম চিত্তক্ষেপে চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়ে ধ্যান চিত্তে পরিণত হওয়ার উপযুক্ত।

(৪) অনুলোমের পরবর্তী জ্বন গোত্রভূ। এ গোত্রভূ জ্বন পর্যন্ত কামাবচর উপাচার ধ্যান।

(৫) গোত্রভূ জ্বনের পরবর্তী জ্বনই অর্পনা জ্বন। এই অর্পনা জ্বন রূপাবচরের ধ্যান চিত্ত। প্রতিভাগ নিমিত্তের উৎপত্তিতে কামহন্দ, ব্যাপাদ, স্ত্যানসিদ্ধ, ঔষ্য, নৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা এ পঞ্চ নীবারণ উখান শক্তিহীন বয় বলে উপাচার সমাধি প্রাপ্ত হয়। ধ্যানাজের উৎপত্তিতে অর্পনার উৎপত্তি। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ একাগ্রতা ধ্যান চিত্তের মুখ্য অঙ্গ। অর্পনা চিত্তের পূর্ণ একাগ্রতা ইহা ধ্যানের পূর্বাবস্থা। রূপাবচরের কুশল চিত্ত। এ ভাবে সম্যক সমাধি দ্বারা শীলক্ষে ভিত্তি করে সম্যকস্মৃতি ও সম্যক ব্যারামের সহায়তার রূপাবচরের কুশল চিত্ত উৎপন্ন করা যায়। ইহাও কুশল গুরুকর্ম। উপাচার ধ্যানে

জ্ঞানমিহের অপগমনে বিতর্ক। বিচিংসার অপগমনে বিচার।
 ব্যাপাদের অপগমনে প্রীতি, ঔরতা কৌকুশের অপগমনে সুখ।
 কা মহেন্দ্রের অপগমনে একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গের আকারে উৎপন্ন হয়। যখন
 চিত্র চৈতন্যিক প্রতিভাগ নিমিত্তে অর্পিত ও নিমজ্জিত হয় - তৎকালীন
 অবস্থার নাম অর্পনা। অর্পনা পূর্ণ সমাধির অবস্থা। এ অবস্থায়
 চিত্র সম্পূর্ণ জাগ্রত থাকে। কিন্তু বহিরিঙ্গির নিষ্ক্রিয় হয়। এভাবে
 চিত্র শক্তিশালী হয়ে অন্যান্য ধ্যান সমূহ লাভ করে থাকে। তবে
 এসব ধ্যান সমূহ দ্বারা জীবন দীর্ঘায়িত হয় মাত্র। কিন্তু লোকোত্তর
 কুশল চেতনা জীবনকে সীমিত করে। তজ্জগৎ বলা হয়—

পথব্যা এক রঞ্জন সগংগস্ গমনে নবা,

সব্ব লোকাধিপচেন সোতাপত্তি ফলবরং।

পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজত্ব, স্বর্গে গমন, এমনকি সর্ব লোকের উপর
 আধিপত্য অপেক্ষাও শ্রোতাপত্তি ফল উৎকৃষ্ট। এতে জীবন হয় সীমিত
 এবং দুঃখের মাত্রাও কমে যায়।

কামাবচর চিত্র উপচার সমাধির মধ্য দিয়ে যে প্রণালীতে রূপাবচর
 সমাধিতে রূপান্তরিত হয় সে প্রণালীতে ইহা লোকোত্তর মার্গফল
 চিত্রে উন্নতি হতে পারে। ভবান্ন শ্রোত ছিন্ন হওয়ার পর কামাবচর
 সৌম্যস্যা সহগত জ্বন সঙ্গুযুক্ত কুশল চিত্র জ্বন স্থানে চারি চিত্রকণ
 বা তিন চিত্রকণ প্রবিত্ত হয়। মন্দ বা ক্ষিপ্ত বুদ্ধি সম্পন্ন পুরুষ হিসাবে
 গোত্রভূ জ্বন নির্বাণ আলম্বন গ্রহণ করে। পৃথক জনগোত্র পরিভাগ
 করতঃ লোকোত্তর গোত্রে আবর্তিত হলে শ্রোতাপত্তি মার্গ চিত্রকণ উৎ-
 পন্ন ও নিরুদ্ধ হয়। এ সময় দুঃখ সত্য প্রকট হয়। আত্মবাদ শীল
 ব্রত পরামর্শ ও বিচিকিৎসা উচ্ছেদ হয়। নির্বাণ প্রত্যক্ষীভূত হয়।
 অষ্টাঙ্গ মার্গের অনুশীলন হয়। এ বিষয়ে চারি সত্যের আকারে
 সুস্পষ্ট কণমাত্র প্রকটিত হয়। ইহা শ্রোতাপত্তি মার্গ চিত্র। এতে

চিত্ত হয় নির্বাণমুখী। তার অপায়গতি হয় রুদ্ধ। এ কারণে ইহাকে বলা হয় স্রোতাপন্ন এবং সম্বোধি পরায়ণ। অন্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি প্রজ্ঞা, প্রভৃতি বোধি পক্ষীর ধর্মানুশীলন দ্বারা জীবন হতে ত্রিবিধ সংযোজন পরিত্যাগ হয়। চারিটি দৃষ্টি সম্পূর্ণ চিত্ত ও এক মোহ সম্পূর্ণ চিত্ত সহ মোট পাঁচটি চিত্ত সমূলে ধ্বংস হয়ে থাকে। একে বলে ষজ্জির উপমা ধর্ম। কামরাগ ব্যাপাদ দৃষ্টি বিপ্রযুক্ত লোভচিত্ত, প্রতিষচিত্ত উৎপন্ন হতে পারে। এ পর্যায়ে অনুশীলিত চিত্তের নাম স্রোতপন্থি ফল চিত্ত। স্রোতাপন্ন ব্যক্তি দ্বিতীয় মার্গ লাভ না করলেও কামলোকে ৭ বার মাত্র জন্ম পরিগ্রহ করে থাকেন। আর সকুদাগামী পুদ্গল একবার মাত্র কামলোকে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর কামরাগ হালকা ও লঘু হয়। অনাগামী এগুলো সমূলে ধ্বংস করে থাকে। অগ্রহত হলে কামরাগ, রূপরাগ অরূপরাগ মান ঔকৃত্য, অবিদ্যা ধ্বংস হয়ে তিনি হন মৃত্যুঞ্জয়ী।

বিপ্রংপ্রাণনস নিরোধেন তৎহাক্ষসবিমুক্তিনো,
পজ্জাতসসেব নিক্বানং বিমোক্ষেণা হোতি চেসো।

প্রজ্জলিত অগ্নিস্কন্ধ নির্বাণের মত তৃষ্ণাক্ষয় বিমুক্ত জীবনযুক্ত যোগীর চরম বিজ্ঞান নিরোধের সহিত চিত্তের বিমোক্ষ হয়। অনাদি সংসার প্রবাহের অবসান এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।

দীপোসমা নিব্বত্তিমভূপেতো নৈবাবনীঃ গচ্ছতি নাস্তরীক্ষম্,

দিশাংন কাক্কিং বিদিশাং ন কাক্কিং স্নেহক্ষরাং কেবলমেতি শান্তিম।
তথা কৃত্তীনিব্বত্তি মভূপেতো নৈবাবনীঃ গচ্ছতি নাস্তরীক্ষম্,

দিশাংন কাক্কিং বিদিশাং ন কাক্কিং স্নেহ ক্ষরাং কেবলমেতি শান্তিম।

প্রজ্জলিত দীপ শিখা মাটিতে প্রবেশ করে না, আকাশেও গমন করে না, পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ কোন দিক দেশেও যায় না, কেবল স্নেহ পদার্থের ক্ষয় হেতু যেখানে দীপ জলেছিল সেখানেই শান্ত হয়ে

যায়। সেইরূপ নির্বাপিত কৃত্তী গুরুষও অবনীতে প্রবেশ করেন না, আকাশেও গমন করেন না, কোন দিক দেশে যান না, কেবল কলুষ কর হেতু যেখানে তাঁর জীবন প্রবাহ চলেছিল, সেখানেই তিনি চির-নির্বাপিত হন।

“নিব্বানং পরমং সুখং”

— ০ —